موسوعة الأحاديث النبوية

"হাদীস বিশ্বকোষ থেকে নির্বাচিত হাদীস সমূহ"

বাংলা | بنغالي

المنتقى من موسوعة الأحاديث النبوية

ⓒ جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ، ١٤٤٦هـ

جمعية خدمة المحتوى الإسلامي
المنتقى من موسوعة الأحاديث النبوية - بنغالي. / جمعية خدمة المحتوى الإسلامي - ط١. .- الرياض ، ١٤٤٦هـ

٣١٣ ص ؛ ..سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/٦١٨٤
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٤٧٤-٣٥-٨

Partners in Implementation

Content Association
Rowad Translation
Rabwah Association
IslamHouse

This publication may be printed and disseminated by any means provided that the source is mentioned and no change is made to the text.

Tel: +966 50 244 7000
info@islamiccontent.org
Riyadh 13245- 2836
www.islamhouse.com

المنتقى من موسوعة الأحاديث النبوية

اللغة البنغالية

إعداد القسم العلمي

جمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات

جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الْمُنْتَقى
مِنْ مَوسُوعَةِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ

হাদিস বিশ্বকোষ থেকে

নির্বাচিত হাদিসসমূহ

বাংলা

গ্রন্থনায়

রাবওয়াহ্ দাওয়াহ সেন্টার

ও

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়াবলি রচনা সংস্থা

পরম করুণাময়, অতি দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর, তাঁর পরিবার, সকল সাহাবী ও কিয়ামত অবধি যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর সালাত ও সালাম অবতীর্ণ করুন। অতঃপর, প্রত্যেক মুসলিমের উপর আল্লাহর কিতাবের পর পঠন, চিন্তা-গবেষণা, ইলম ও আমলগত দিক থেকে যে বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা আবশ্যক তা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন:

"হে মানব সকল! আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর, কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাত।"

মুয়াত্তা মালেক।

আর আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7]

“রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও”। [সূরা আল-হাশর, আয়াত: ৭]

তাই ‘বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয় রচনার সেবামূলক সংস্থা’ এবং ‘রিয়াদস্থ রবওয়া দাওয়াহ ও প্রবাসীদের শিক্ষাদান সংস্থা’ নববী হাদীসের বিশ্বকোষ তৈরী করতে ও তা বেশ কিছু ভাষায় অনুবাদ করতে উদ্যোগী হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এই বিশ্বকোষের একান্ত প্রয়োজনীয় একটি বিশেষ অংশ চয়ন করাকে সহজ করে দিয়েছেন যার প্রতি একজন মুসলিম তার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উভয় বিষয়ে মুখাপেক্ষী। হাদীসের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, এর অর্থ ও তাৎপর্য বর্ণনা সহ আরও কিছু ফায়দা-উপকারিতা উল্লেখ করা হয়েছে। এর নামকরণ করা হয়েছে:

‘আল-মুনতাকা মিন মাওসূআতিল আহাদীস আন-নববীয়া’ **(হাদীস বিশ্বকোষ থেকে নির্বাচিত হাদীসসমূহ)** ।

বিশ্বের সব প্রচলিত ভাষায় এর অনুবাদের কাজ চলমান রয়েছে; যেন এর বিষয়বস্তুর উপকারিতা ব্যাপকতা লাভ করে এবং মানব জাতির নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তাদের নিজ ভাষায় প্রচার লাভ করে।

আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই কর্মটিকে কবুল করেন এবং এটাকে বরকতময় ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠ আমলে পরিণত করেন, আর যারা এটাকে প্রস্তুত, অনুবাদ ও প্রচারে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

আর আল্লাহ তায়ালা আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

(1) – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

وفي لفظ للبخاري: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». [صحيح] – [متفق عليه]

(১) 'উমার ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। কাজেই যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হয়েছে বলেই ধরা হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভ অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তবে তার হিজরত সেই উদ্দেশ্যই ধরা হবে।" বুখারীর শব্দাবলী এমন: "প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর নিশ্চয় প্রতিটি মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে।" **[সহীহ] - (বুখারী ও মুসলিম)**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। ইবাদত ও লেনদেনসহ সকল কাজের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি তার আমলের দ্বারা শুধু পার্থিব উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্য করবে সে শুধু উক্ত উপকারিতাই লাভ করবে, কোনো সাওয়াব প্রাপ্ত হবে না। অপরদিকে যদি কেউ তার আমলের দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য উদ্দেশ্য করলে, সে উক্ত আমলের দ্বারা সাওয়াব ও প্রতিদান লাভ করবে; যদিও কাজটি সাধারণ কোনো কাজ হয়, যেমন খাওয়া বা পান করা।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজের ক্ষেত্রে নিয়তের প্রভাব বুঝাতে একটি উদাহরণ পেশ করেছেন; যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাজ দুটি সমান। তিনি বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় দেশ ত্যাগ করে হিজরত করবে এবং সে উক্ত হিজরতের দ্বারা তার রবের সন্তুষ্টি তালাশ করবে, তাহলে তার হিজরত শরী‘য়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হিজরত বলে বিবেচিত হবে এবং তার নিয়াতের বিশুদ্ধতার কারণে সে সাওয়াবের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পার্থিব সুযোগ-সবিধার জন্য যেমন, ধন-সম্পদ, সুনাম-সুখ্যাতি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা স্ত্রী ইত্যাদি লাভের উদ্দেশ্যে হিজরত করবে, তবে সে উক্ত হিজরতের দ্বারা শুধু পার্থিব উদ্দেশ্যই হাসিল করবে, এতে তার কোনো সাওয়াব এবং পুরস্কার প্রাপ্তি হবে না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইখলাসের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র সেই আমলটিই গ্রহণ করে থাকেন, যা তাঁর জন্যই সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

২. বান্দাহ যেসব কাজের দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে, সেসব কাজ যদি সে স্বাভাবিকভাবে করে (সাওয়াবের নিয়াত ব্যতীত), তবে তাতে কোনো সাওয়াব অর্জিত হয় না; যতক্ষণ সে উক্ত কাজ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে না করবে।

(4560)

(2) – عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه. ولمسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». [صحيح] – [متفق عليه]

(২) - ‘আয়িশা রদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি আমাদের এ শরী‘আতে নাই, এমন কিছু চালু করলো তা প্রত্যাখ্যাত।” বুখারী ও মুসলিম। শুধু মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে: “যে এমন আমল করল যা আমাদের শরী‘আতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” **[সহীহ] - (বুখারী ও মুসলিম)**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করলো, অথবা এমন কোনো আমল করলো যার দলীল কুরআন ও হাদীসে নেই, তবে সেসব আমল আবিষ্কারকারীর দিকে প্রত্যাখ্যাত হবে এবং আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইবাদতের মূলভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাতে যা এসেছে তার ওপর। সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্যে শরী‘আতে যেসব ইবাদত বিধিবদ্ধ করেছেন, আমরা শুধু তাই করব। বিদ‘আত বা নব-আবিষ্কার করব না।

২. দ্বীন কোনো যুক্তি বা (ইস্তিহসান) উত্তম বিবেচনার নাম নয়। বরং দ্বীন হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিরঙ্কুশ অনুসরণ।

৩. হাদীসটি দ্বীনের পরিপূর্ণতার দলীল।

৪. বিদ‘আত হলো: দ্বীনের মধ্যে সেসব আক্বীদাহ, কথা ও আমল সৃষ্টি করা, যা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের যুগে বিদ্যমান ছিল না।

৫. হাদীসটি ইসলামের মূলনীতিসমূহের একটি মূলনীতি। এটি সকল কর্মের মানদণ্ড। যেমনিভাবে কোনো আমল যখন আল্লাহর চেহারার(দর্শন) উদ্দেশ্য বা ইখলাস ব্যতীত করলে আমলকারী ব্যক্তির কোনো সাওয়াব হবে না, তেমনিভাবে যেকোনো আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত পদ্ধতি অনুসারে না করলেও তা আমলকারী ব্যক্তির নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে (এবং সে আমলের সাওয়াব পাবে না)।

৬. নিষিদ্ধ বিদ‘আতসমূহ মূলত যা দ্বীনের কোনো বিষয়ে সংঘটিত হয়ে থাকে, দুনিয়ার কোনো বিষয়ে নয়।

(4792)

(3) – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ، يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ» قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ

أَمَارَتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ» قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৩) - 'উমার ইবনুল খত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "একবার আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। তার পরিধানের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার কেশ ছিল কালো কুচকুচে। তার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন ছিল না আবার আমরা কেউ তাকে চিনতে পারলাম না। তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে বসে পড়লেন আর তার দুই হাত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই উরুর উপর রাখলেন। তারপর তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো (প্রকৃত) মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমাযানের সাওম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহতে পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ পালন করবে।" আগন্তুক বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম যে, তিনিই প্রশ্ন করেছেন আবার তিনিই-তা সত্যায়ন করছেন। আগন্তুক বললেন: আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "ঈমান হলো তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে, আর

তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে।” আগন্তুক বললেন: আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন: আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “ইহসান হলো, তুমি এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি তাকে নাও দেখ, তাহলে এ বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন।” আগন্তুক বললেন: আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চেয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি অধিক অবগত নন।” আগন্তুক বললেন: আমাকে এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তা হলো এই যে, দাসী তার প্রভুর জননী হবে এবং নগ্নপদ, বিবস্ত্রদেহ, দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে।” উমার ইবনুল খত্তাব রদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন: পরে আগন্তুক প্রস্থান করলেন। আমি বেশ সময় অপেক্ষা করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: “হে উমার ! তুমি জানো, এই প্রশ্নকারী কে?” আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত আছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “তিনি হচ্ছেন জিবরীল। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

‘উমার রদিয়াল্লাহু ‘আনহু এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, একবার জিবরীল আলাইহিস সালাম সাহাবীদের কাছে অপরিচিত একজন মানুষের আকৃতিতে আগমন করলেন। তার বৈশিষ্ট্য ছিল এমন যে, তার পরিধানের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, তার মাথার কেশ ছিল কালো কুচকুচে, সফরের ক্লান্তি, চেহারায়

ধুলোবালি, চুল এলামেলো বা কাপড় নোংরা না থাকায় তার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন ছিল না। আবার আমরা উপস্থিত ব্যক্তিরাও তাকে চিনতে পারলাম না অথচ তারা সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে শিক্ষার্থীর ন্যায় বসলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে ইসলামের রুকনসমূহের ব্যাপারে উত্তর দিলেন, যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল: দুটি সাক্ষ্যের স্বীকৃতি, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সংরক্ষণ, প্রাপ্যদের জন্য যাকাত আদায় করা, রমাযান মাসের সাওম পালন করা এবং সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য ফরজ হজ পালন করা।

অতঃপর প্রশ্নকারী লোকটি বললেন: আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন। তার কথা শুনে সাহাবীগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন; কেননা তার প্রশ্ন দ্বারা বুঝা যাচ্ছিল তিনি এসব বিষয় জানতেন না; কিন্তু তিনিই প্রশ্ন করেছেন আর তিনিই তার সত্যায়ন করছেন।

অতঃপর আগন্তুক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি ঈমানের ছয়টি রুকন উল্লেখ করেন, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল: আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণাবলি, তার সকল কাজ যেমন সৃষ্টিতে তাঁর একত্ব প্রতিষ্ঠা করা, ইবাদাত পাওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি একক তা সাব্যস্ত করা। ফিরিশতাগণকে আল্লাহ নূর দ্বারা সৃষ্টি করছেন, তারা সম্মানিত বান্দাহ এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় সে ব্যাপারে তারা কখনো আল্লাহর অবাধ্য হন না। এছাড়াও নবী-রাসূলদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা,যেমন: কুরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিল ইত্যাদি। রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর দ্বীনের প্রচারক, যেমন: নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা, এবং তাঁদের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য নবী-

রাসূলগণের উপরে ঈমান আনা। আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা, যার অন্তর্ভুক্ত হলো মৃত্যুর পরে যা কিছু ঘটবে যেমন: কবর, বারযাখী জীবন, এছাড়াও মৃত্যুর পরে মানুষকে হিসাব-নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত করা হবে, এরপর তার গন্তব্য হয়ত জান্নাতে অথবা জাহান্নামে। এছাড়াও এ বিষয়ে ঈমান আনা, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বিষয়কে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাঁর পূর্ব ইলম অনুযায়ী, হিকমত ও উক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাঁর লিখন ও ইচ্ছা অনুসারে, আর তিনি যা যেভাবে তাঁর পূর্ব ইলেম অনুসারে তাকদীর করেছেন সেগুলো সেভাবেই সংঘটিত হওয়া। অতপর আগন্তুক তাকে ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: ইহসান হলো, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করা যেন সে আল্লাহকে দেখছে। যদি তার এ পর্যায়ে পৌঁছা সম্ভব না হয়, তবে সে এভাবে ইবাদাত করবে যে, তিনি তাকে দেখছেন। প্রথম স্তর হলো মুশাহাদার স্তর যা সর্বোচ্চ স্তর। আর দ্বিতীয় স্তর হলো মুরাকাবার স্তর।

অতপর আগন্তুক তাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: কিয়ামাত সম্পর্কিত জ্ঞান মহান আল্লাহর গোপনীয় বিষয়সমূহের অন্যতম। যা তিনি ব্যতীত সৃষ্টির অন্য কেউ জানে না। সুতরাং এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি ও জিজ্ঞাসাকারী কেউই অবহিত নন।

অতপর লোকটি তাঁকে কিয়ামাতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করলেন যে, কিয়ামাতের আলামতের অন্যতম হলো: অধিক দাসী ও তাদের সন্তানের আধিক্য, সন্তান কর্তৃক তাদের মায়ের অধিক অবাধ্যতা, যারা তাদের জননীদের সাথে দাসীর মতো আচরণ করবে, শেষ যামানায় নগ্নপদ,

বিবস্ত্রদেহ, দরিদ্র মেষপালকদের জন্য দুনিয়া বিস্তৃত হয়ে যাবে; ফলে তারা বিরাট বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ ও এর সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করবে।

অতপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে সংবাদ দিলেন যে, প্রশ্নকারী ছিলেন জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম, তিনি সাহাবীদেরকে সরল-সঠিক দীন শিক্ষা দিতে আগমন করেছিলেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সাহাবীদের সাথে বসতেন, সাহাবীরাও তার কাছে বসতেন।

২. প্রশ্নকারীর প্রতি কোমল হওয়া এবং তার নিকটবর্তী হওয়া শরী‘য়তসম্মত, যাতে নিঃসংকোচে এবং নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে পারে।

৩. শিক্ষকের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করা, যেমনটি জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম করেছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে শিক্ষার্থীর ন্যায় বসেছিলেন।

৪. ইসলামের রুকন পাঁচটি এবং ঈমানের মূলনীতি ছয়টি।

৫. ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে ইসলামকে বাহ্যিক বিষয়াদির উপর এবং ঈমানকে অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলীর উপর প্রয়োগ করতে হবে।

৬. দ্বীনের মধ্যে রয়েছে স্তরবিন্যাস। প্রথম স্তর হলো ইসলাম, দ্বিতীয় স্তর হলো ঈমান এবং তৃতীয় স্তর হলো ইহসান। আর ইহসানের স্তরই হলো সর্বোচ্চ স্তর।

৭. প্রশ্নকারীর মূল হলো না জানা। অজ্ঞতাই প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করে। এ কারণে প্রশ্নকারীর প্রশ্ন করা এবং এ ব্যাপারে তারই সত্যায়নে সাহাবীগণ আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন।

৮. সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সর্বাগ্রে শুরু করা; কেননা ইসলামের ব্যাখ্যা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে। আবার ঈমানের ব্যাখ্যায় আল্লাহর প্রতি ঈমানের দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

৯. প্রশ্নকারী যেসব বিষয় অজ্ঞ নয় সে বিষয় সম্পর্কে অন্যদেরকে জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে আলেমদের কে প্রশ্ন করা বৈধ।

১০. কিয়ামাত সম্পর্কিত জ্ঞান মহান আল্লাহ তাঁর ইলমে গোপন রেখেছেন।

(4563)

(4) – عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَر رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(৪) - ইবন `উমার রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। -এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়েম করা, যাকাত দেয়া, হজ করা এবং রমযানের সাওম পালন করা। " **[সহীহ্] - (বুখারী ও মুসলিম)**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামকে সুদৃঢ় পাঁচটি ভিত্তির উপর তুলনা করেছেন, যা উক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইসলামের অন্যান্য বিধানগুলো যেন উক্ত ভিত্তির পরিপূরক ও পূর্ণতাদানকারী। এসব রুকনের প্রথমটি হলো: শাহাদাতাইন: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল -এ কথার সাক্ষ্য দান করা। এ দুটি কালিমার সাক্ষ্য দেওয়া মূলত একটি রুকন। একাংশ আরেক অংশ থেকে আলাদা হয় না। আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি ও তিনি একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত এ স্বীকৃতি সহকারে বান্দাহ এ কালিমা তার মুখে উচ্চারণ করবে, এর দাবি অনুযায়ী আমল করবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করবে। দ্বিতীয় রুকন: সালাত কায়েম করা। আর তা হলো দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত এর শর্তাবলি ও রুকন ও ওয়াজিবসমূহ সহকারে আদায় করা। সেগুলো হলো: ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। তৃতীয় রুকন: ফরয যাকাত দেয়া। এটি মূলত একটি ধন-সম্পদের উপর ফরযকৃত ইবাদত, যা নিসাব পরিমাণ কারো কাছে থাকলে শরী‘আহ তাকে যাকাতের হকদারদেরকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ প্রদান করা ফরয করেছে। চতুর্থ রুকন: হজ করা। তা হলো আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে হজের কার্যাবলি পালনের জন্যে মক্কায় গমন করা। পঞ্চম রুকন: রমযানের সাওম পালন করা। আর তা হলো ইবাদতের নিয়তে রমযান মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য সাওম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকা।

হাদীসের শিক্ষা:

১. দু’টি কালিমার সাক্ষ্য একত্রে দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং একটি বাদে অপরটি বিশুদ্ধ হবে না। এ কারণে দু’টি কালিমার সাক্ষ্যকে একটি রুকন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

২. শাহাদাতাইন তথা দু’টি কালিমার সাক্ষ্য দ্বীনের মূল। সুতরাং কারো কোনো কথা ও কাজ এ দু’টি কালিমার সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত গ্রহণ করা হবে না।

(65000)

(5) – عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ العِبَادِ عَلَى اللهِ؟»، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ العِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لا يُعَذِّبَ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لا تُبَشِّرْهُمْ، فَيَتَّكِلُوا». [صحيح] - [متفق عليه]

(৫) - মু‘আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে ‘উফাইর নামক গাধার উপরে ছিলাম। তখন তিনি বললেন: “হে মু‘আয! তুমি কী বান্দার উপরে আল্লাহর হক (অধিকার) এবং আল্লাহর উপরে বান্দাহর হক সম্পর্কে জান?” আমি বললাম: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন: “বান্দার উপরে আল্লাহর হক হচ্ছে, তারা তাঁরই ইবাদাত করবে আর কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শিরক করবে না। আর পক্ষান্তরে আল্লাহর উপরে বান্দার হক হচ্ছে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শিরক করবে না, তিনি তাকে আযাব দিবেন না।” আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কী মানুষদেরকে এটার সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন: “তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দিও না, তাতে তারা (শুধু এটার উপরে) নির্ভর করে বসে থাকবে।” **[সহীহ] - (বুখারী ও মুসলিম)**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বান্দার উপরে আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপরে বান্দার হকের বর্ণনা করেছেন। আর বান্দার উপরে আল্লাহর হক হচ্ছে: তারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করবে এবং তার সাথে কোনো বস্তুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপরে বান্দার হক হচ্ছে, তাওহীদপন্থীদের মধ্যে যারা তাঁর সাথে শিরক করবে না তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। তারপরে মু‘আয বলেছেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি কী

মানুষকে এ সুসংবাদ দিব না, যাতে তারা খুশি হতে পারে এবং এর ফযিলতে সন্তুষ্ট হতে পারে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিষেধ করলেন, এ আশঙ্কায়, যেন তারা শুধু এটার উপরেই নির্ভর না করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহ তা‘আলার এমন হকের বর্ণনা, যা তিনি তাঁর বান্দাদের উপরে আবশ্যক করেছেন। তা হচ্ছে: তারা তাঁরই ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শিরক করবে না।

২. এ হাদীসে আল্লাহর উপরে বান্দার এমন হকের বর্ণনা করা হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর নিজের উপরে আবশ্যক করে নিয়েছেন, তাঁর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও নি‘আমাত হিসেবে। আর তা হলো তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দিবেন না।

৩. এ হাদীসে তাওহীদপন্থী তথা যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শিরক করে না তাদের জন্য অনেক বড় একটি সুসংবাদ রয়েছে, তা হচ্ছে: তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।

৪. ইলম গোপন করা হবে এ ভয়ে মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার মৃত্যুর আগে তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছিলেন।

৫. হাদীসে এ মর্মে সতর্কতা রয়েছে যে, অর্থ বুঝে আসবে না এ ভয়ে কতিপয় হাদীস কতিপয় মানুষের কাছে প্রকাশ না করা। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে: ঐ হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো (অত্যাবশ্যক) আমল থাকবে না এবং শরী‘আতের নির্ধারিত কোনো শাস্তি বিধানের সাথেও সম্পর্কিত হবে না।

৬. তাওহীদপন্থীদের পাপী ব্যক্তিরা আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছার অধীন। তিনি যদি চান, তাহলে তাদেরকে আযাব দিবেন, আর যদি চান তাদেরকে ক্ষমা করবেন। সবশেষে তাদের স্থান হবে জান্নাতে।

(65007)

(6) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: «يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ»، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعَاذُ»، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ثَلَاثًا، قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوا». وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. [صحيح] – [متفق عليه]

৬) - আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত: একবার মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ডাকলেন, হে মু‘আয! তিনি উত্তর দিলেন, আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং আপনার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত। তিনি ডাকলেন, মু‘আয! তিনি উত্তর দিলেন, আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং প্রস্তুত। তিনি আবার ডাকলেন, মু‘আয! তিনি উত্তর দিলেন, আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং প্রস্তুত। এরূপ তিনবার করলেন। এরপর বললেন, “যে কোনো বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, তার জন্য আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।” মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি মানুষকে এ খবর দিবো না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে? তিনি বললেন, তাহলে তারা এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে। মু‘আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (জীবনভর এ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি) মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন, যাতে (ইলম গোপন রাখার) গুনাহ না হয়। **[সহীহ] - (বুখারী ও মুসলিম)**

ব্যাখ্যা:

মু'আয বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু একবার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে তাঁর সাওয়ারীতে আরোহী ছিলেন। তখন তিনি তাঁকে ডেকে বললেন: হে মু'আয! এভাবে তিনি তাকে তিনবার ডাকলেন। তিনি যে বিষয়টি অচিরেই মু'আযকে বলবেন, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় তিনি এরূপ তিনবার করলেন।

প্রতিবারই মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উত্তরে বললেন: আমি হাযির ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং আপনার আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত। অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার ডাকে প্রতিবারই উত্তর দিচ্ছি যথাযত উত্তর এবং আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে আমি সৌভাগ্য কামনা করছি।

অতপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সংবাদ দিলেন: যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে, মিথ্যাবাদী না হয়ে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল-এ অবস্থায় সে মারা গেলে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।

মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সংবাদ মানুষের মাঝে প্রচার করতে অনুমতি চাইলেন, যাতে তারা আনন্দিত হয় এবং সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশংকা করলেন যে, তাহলে তারা এর ওপর ভরসা করে বসে থাকবে এবং আমল কমিয়ে দিবে।

মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জীবনভর এ হাদীসটি কাউকে বর্ণনা করেন নি। তবে মৃত্যুর সময় এ হাদীসটি বর্ণনা করে গেছেন, যাতে ইলম গোপন রাখার গুনাহ না হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাওয়ারীর পিছনে বসানো তাঁর বিনয় ও নম্রতারই বহিঃপ্রকাশ।

২. হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে; যেহেতু তিনি মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বারবার সম্বোধন করেছেন, যাতে তিনি যা বলতে চাচ্ছেন সে ব্যাপারে তাকে অত্যন্ত মনোযোগী করতে পারেন।

৩. আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য শর্ত হলো সাক্ষ্যদাতা দৃঢ়তার সাথে সত্যবাদী হতে হবে, মিথ্যাবাদী কিংবা সংশয়কারী হতে পারবে না।

৪. তাওহীদে বিশ্বাসীগণ জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে না। যদিও তারা তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। তা থেকে পবিত্র হওয়ার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে।

৫. শাহাদাতাইন তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এর ফযীলত তখনই অর্জিত হবে যখন কেউ তা সত্যবাদীতার সাথে বলবে।

৬. কখনো কখনো হাদীস বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকা জায়েয, যখন এটি বর্ণনার কারণে ক্ষতির আশংকা থাকে।

(10098)

(7) – عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৭) - তারিক ইবনু আশইয়াম আল আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি বলল: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করল, তার জান ও মাল হারাম হয়ে গেল। আর তার হিসাব নিকাশ আল্লাহর নিকট।"
[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি মুখে বলল ও সাক্ষ্য দিলো, “‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা’বূদ নেই এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবূদকে অস্বীকার করল, ইসলাম ব্যতীত অন্য সব ধর্ম থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করল, তার জান ও মাল মুসলিমদের জন্যে হারাম। অতএব, আমরা তার বাহ্যিক আমল দেখেই বিচার করব। সুতরাং তার ধন-সম্পদ হরণ করা যাবে না এবং তার রক্তপাতও ঘটানো যাবে না। তবে সে কোনো অন্যায় বা অপরাধে জড়িত হলে ভিন্ন কথা। তখন সেসব অপরাধের শাস্তি ইসলামী শরী‘য়াহ নিশ্চিত করবে।

আল্লাহ তার হিসাব নিকাশ কিয়ামতের দিন গ্রহণ করবেন। যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে পুরস্কৃত হবে। আর যদি মুনাফিক হয়, তবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তথা আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য মাবূদ নেই-এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সকল মাবূদ অস্বীকার করা, ইসলামে প্রবেশ করার পূর্বশর্ত।

২. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ) তথা আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই-এর অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত মূর্তিপূজা, কবরপূজাসহ অন্যান্য সকল ইবাদত অস্বীকার করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলাকে একক মনে করা।

৩. যে ব্যক্তি তাওহীদে বিশ্বাস করে এবং প্রকাশ্যে শরী‘য়তকে আঁকড়ে ধরে, তার সম্পদ ও জীবনের উপর ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব; যতক্ষণ তার থেকে এর পরিপন্থী কোনো কিছু প্রকাশ না পায়।

৪. মুসলিমের সম্পদ, জীবন ও সম্মান হারাম; তবে হকের কারণে হালাল।

৫. দুনিয়াতে বিচার ফয়সালা হয় বাহ্যিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে; আর আখিরাতে ফয়সালা হয় নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে।

(6765)

(৪) – عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» [صحيح] – [رواه مسلم]

(৮) - জাবির রদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! দুটি আবশ্যককারী বিষয় কী কী? তিনি বললেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি দুটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন: প্রথমটি হচ্ছে: যা জান্নাতে প্রবেশ করাকে আবশ্যক করে, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে: যা জাহান্নামে প্রবেশ করাকে আবশ্যক করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন: যে গুণটি জান্নাতকে আবশ্যক করে, তা হচ্ছে: মানুষ মারা যাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করা অবস্থায়। আর যে দোষ জাহান্নামকে আবশ্যক করে, তা হচ্ছে: একজন মানুষ এমন অবস্থায় মারা যাবে যে, সে আল্লাহর সাথে কোনো কিছু কে শরীক করবে। ফলে সে আল্লাহর উলূহিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত, সুন্দর নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ ও সাদৃশ্য নির্ধারণ করবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে তাওহীদের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি মুমিন হিসেবে মারা যাবে এবং আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২. অনুরূ এতে শিরকের ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শিরক করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

৩. তাওহীদপন্থীদের পাপী ব্যক্তিরা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন। তিনি যদি চান, তাহলে তাদেরকে আযাব দিবেন, আর যদি চান তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। সবশেষে তাদের স্থান হবে জান্নাতে।

(65008)

(9) – عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو لِلهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ. [صحيح] – [متفق عليه]

(৯) – আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কথা বললেন, আর আমি (তার সাথে) আরো একটি বললাম। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শরীক (ওলী ইত্যাদি) কে ডাকা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে।" আর আমি বললাম: যে ব্যক্তি আল্লাহর কোনো শরীক (ওলী ইত্যাদি) কে না ডাকা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে।"(বুখারী: ৪৪৯৭ ও মুসলিম: ৯২) **[সহীহ] - (বুখারী ও মুসলিম)**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে যা করা ফরজ, তার কোনো কিছু অন্যের জন্য

করবে,যেমন আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকা, তাঁর নিকট ছাড়া অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া এবং এ অবস্থায় মারা যায়, তবে অবশ্যই সে জাহান্নামের অধিবাসী। আব্দুল্লাহ ইবন মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সংযোজন করেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক না করে মারা যায়, তার ঠিকানা জান্নাত।

হাদীসের শিক্ষা:

১. দু'আ (চাওয়া - ডাকা) একটি ইবাদত, যা আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে নিবেদন করা যায় না।

২. তাওহীদের ফযীলত; যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যদিও তাকে তার কতিপয় গুনাহের কারণে শাস্তি দেয়া হয়।

৩. শির্কের ভয়াবহতা; যে ব্যক্তি শির্কের ওপর মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(3419)

(10) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১০) - ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মু'আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইয়ামানের (শাসক নিয়োগ করে) পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন:

“তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে- তারা যেন সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয় তবে তাদের বলবে, আল্লাহ তাদের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয় তবে তাদের বলবে, আল্লাহ তাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। তোমার এ কথা যদি তারা মেনে নেয়, তবে তাদের উত্তম মাল গ্রহণ হতে বিরত থাকবে এবং মযলুমের বদদু‘আকে ভয় করবে। কেননা, তার (বদদু‘আ) এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা থাকে না।” **[সহীহ] - (বুখারী ও মুসলিম)**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মু‘আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে ইয়ামেনে আল্লাহর পথে একজন দাওয়াত দানকারী ও শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে বর্ণনা দেন যে, তিনি অচিরেই সেখানকার খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হবেন। যাতে তিনি তাদের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে পারেন। অতপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শ্রেণীক্রমে বর্ণনা করেন। তিনি সর্বপ্রথম তাদেরকে আক্বীদা সংশোধনের দাওয়াত দিবেন। তারা এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। কেননা তারা এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করবে। তারা যখন এ সাক্ষ্য মেনে নিবে তখন তাদেরকে সালাত কায়েমের আদেশ দিবে। কেননা তাওহীদের পরে সালাত হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় ইবাদত। তারা যদি সালাত কায়েম করে তবে তাদেরকে তাদের সম্পদের যাকাত তাদের

মধ্যকার দরিদ্র মানুষেকে দেওয়ার আদেশ দিবে। অতপর তিনি তাকে তাদের সর্বোত্তম সম্পদ যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে সতর্ক করেন। কেননা ওয়াজিব হলো মধ্যম মানের সম্পদ যাকাত দিবে। অতপর তিনি তাকে যুলুম থেকে বিরত থাকতে অসিয়াত করেন। যাতে মাযলুম ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে বদদু'আ না করে। কেননা, তার (বদ দু'আ) আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য।

হাদীসের শিক্ষা:

১. "আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই' এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো আল্লাহকে ইবাদতের ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে মানা এবং তিনি ব্যতীত অন্য সকলের ইবাদত ত্যাগ করা।

২. 'এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল' এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ হলো তাঁর প্রতি এবং তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা। তাকে সত্য বলে স্বীকার করা। তিনি মানব জাতির কাছে আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী এ কথা বিশ্বাস করা।

৩. আলেম এবং আলেমের সমতুল্যদের সাথে সম্বোধন জাহেলের সম্বোধনের মতো নয়; এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আয রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলেছেন: "তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ।"

৪. মুসলিম তার দ্বীনের ব্যাপারে সদা বিচক্ষণ থাকার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; যাতে সন্দেহ পোষণকারীদের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আর তা অর্জিত হয় ইলেম অন্বেষণের মাধ্যমে।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পরে ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্ম বাতিল হওয়া প্রমাণিত। তারা কিয়ামতের দিন নাজাতপ্রাপ্ত নন; যতক্ষণ না তারা ইসলামে প্রবেশ করবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনায়ন করবে।

(3390)

(11) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله، خالصًا من قلبه أو نفسه». [صحيح] - [رواه البخاري]

(১১) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ থেকে বেশি সৌভাগ্যশালী হবে আপনার শাফাআত দ্বারা কোনো লোকটি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আবূ হুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম যে তোমার আগে কেউ এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ হাদীসের ব্যাপারে তোমার চেয়ে অধিক আগ্রহী আর কাউকে আমি দেখিনি। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি হবে যে খালেস অন্তর বা মনথেকে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাঁর শাফাআত দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি হবে যে খালেস অন্তর থেকে বলে لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রকৃত মাবূদ নেই এবং সে শিরক ও রিয়া থেকে মুক্ত থাকবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আখিরাতে শাফা'আত করা প্রমাণিত। আর তিনি তাওহীদে বিশ্বাসীদের ব্যতীত অন্য কাউকে শাফা'আত করবেন না।

২. তাওহীদপন্থীদের মধ্যে যারা জাহান্নামী হবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আতের কারণে তারা আর

জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। অন্যদিকে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনা হবে।

৩. হাদীসে আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠ তাওহীদের ফযিলত ও এর মহান প্রভাব বর্ণিত হয়েছে।

৪. তাওহীদের কালিমা সাব্যস্ত হবে তার অর্থ জানা ও সে অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে।

৫. আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর ফযিলত ও ইলমের ব্যাপারে তার আগ্রহ বর্ণিত হয়েছে।

(3414)

(12) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ- شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» . [صحيح] - [متفق عليه]

(১২) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "ঈমানের সত্তরটিরও অথবা ষাটটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো এ সাক্ষ্য দেয় যে, 'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মাবূদ নেই।' আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করা। এবং লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।" **[সহীহ] -(বুখারী ও মুসলিম)**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, ঈমানের রয়েছে কতিপয় শাখা-প্রশাখা ও বৈশিষ্ট্য। সেগুলো কর্ম , আক্বীদাহ ও কথাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হলো‘ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) :আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য ইলাহ নেই।’ এ কালিমার অর্থ জেনে বুঝে এবং এর দাবী অনুযায়ী আমল করে উক্ত কথা বলা। এর অর্থ হলো আল্লাহই একমাত্র ইলাহ, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, সকল ইবাদতের তিনিই একমাত্র অধিকারী, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়।

ঈমানের সর্বনিম্ন আমল হলো রাস্তায় যেসব জিনিস মানুষকে কষ্ট দেয় তা অপসারণ করা।

অতপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা। এটি এমন একটি চরিত্র যা ভালো কাজ করতে এবং খারাপ কাজ পরিহার করতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ঈমানের রয়েছে অনেক স্তর। এর এক একটি স্তর অন্য স্তরের চেয়ে উত্তম।

২. ঈমান হলো, কথা, কর্ম ও বিশ্বাসের নাম।

৩. আল্লাহর থেকে লজ্জাশীলতার দাবী হলো: তিনি যা নিষেধ করেছেন, তাতে যেন তিনি তোমাকে না দেখেন, আর তিনি যা আদেশ করেছেন, তাতে যেন তুমি অনুপস্থিত না থাকো।

৪. সংখ্যার উল্লেখ সীমিত করা উদ্দেশ্য নয়; বরং ঈমানের কর্ম অসংখ্য হওয়া বুঝায়। কেননা আরবরা কোনো কিছুর জন্য সংখ্যা উল্লেখ করে, কিন্তু তার দ্বারা অন্য কিছুকে বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য করে না।

(6468)

(13) – عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১৩) - আব্দুল্লাহ বিন মাস‘ঊদ রদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহর কাছে কোনো গুনাহ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করা; অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” আমি বললাম: এতো সত্যিই বড় গুনাহ। আমি বললাম: তারপর কোনো গুনাহ? তিনি উত্তর দিলেন: “তুমি তোমার সন্তানকে এই ভয়ে হত্যা করবে, সে তোমার সঙ্গে আহার করবে।” আমি জিজ্ঞেস করলাম: এরপর কোনোটি? তিনি উত্তর দিলেন: “তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে তোমার ব্যভিচার করা।” **[সহীহ্] - [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: সবচেয়ে বড় দু’টি গুনাহের মধ্যে প্রথমটি হলো: আল্লাহর সাথে শির্ক করা। আর তা হলো আল্লাহর সাথে তাঁর ইবাদতের একত্বে বা তাঁর কর্মসমূহের একত্বে বা তাঁর নাম ও গুণাবলির একত্বের ক্ষেত্রে কাউকে তাঁর সমকক্ষ বা অনুরূপ মনে করা। এ ধরনের গুনাহ আল্লাহ তাওবাহ ব্যতীত কখনোই ক্ষমা করবেন না। এ গুনাহের উপরে কোনো ব্যক্তি মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। তারপর বড় গুনাহ হলো স্বীয় সন্তানকে রিযিকের ভয়ে হত্যা করা। কোনো আত্মাকে হত্যা হারাম। তবে যাকে হত্যা করা হয় সে

ব্যক্তি যদি হত্যাকারীর আত্মীয় হয়ে থাকে, তখন গুনাহ ও শাস্তি সাধারণ হত্যার চেয়ে অধিক মারাত্মক হয়। অন্যদিকে যদি হত্যা করা হয়, তাকে আল্লাহর রিযিক থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে, তখন তার অপরাধ আরও মারাত্মক হবে। অতঃপর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো: কোনো ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। এটি এভাবে যে, সে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীকে প্ররোচনা দিয়ে অবশেষে তার সাথে যেনায় লিপ্ত হলো এবং সে নারী তার বশে এসে গেলো। মূলত যেনা করা হারাম। তবে যেনাটি যদি তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে হয়, তখন তা আরো বেশি মারাত্মক হয়। অথচ শরী'আত মানুষকে তার প্রতিবেশীর সাথে ইহসান ও সুন্দর আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. যেমনিভাবে নেক আমলসমূহ ফজীলতের ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়, তেমনিভাবে গুনাহগুলোও ভয়াবহতার দিক দিয়ে পার্থক্য হয়।

২. হাদীসটি বর্ণিত সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো: আল্লাহর সাথে শির্ক করা, তারপরে সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাবে। অতঃপর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা।

৩. রিযিক মহান আল্লাহর হাতে। তিনি সকল সৃষ্টিকুলের রিযিকের দায়িত্বভার নিয়েছেন।

৪. প্রতিবেশীর অধিকার অনেক বড়। তাদেরকে কোনোভাবে কষ্ট দেওয়া, অন্যকে কষ্ট দেয়ার চেয়ে মারাত্মক গুনাহ।

৫. সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই।

(5359)

(14) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري، تركتُهُ وشركَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(১৪) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন, আমি অংশীদারদের চেয়ে অংশীদারত্ব [শির্ক] থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারত্ব [শির্ক] সহ বর্জন করে থাকি।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেছেন: তিনি অংশীদারদের চেয়ে অংশীদারত্ব [শির্ক] থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। তিনি সবকিছু থেকেই অমুখাপেক্ষী। মানুষ যখন কোনো আনুগত্যের(নেকীর) কাজ করে এবং তাতে যদি সে আল্লাহ ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্য করে, তাহলে আল্লাহ তা বর্জন করেন, তিনি তার এ আমল কবুল করেন না এবং তিনি তা আমলকারীর দিকে ফিরিয়ে দেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমল করা ফরয; কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা একমাত্র তাঁর সম্মানিত চেহারার উদ্দেশ্যে কৃত আমলসমূহ কবুল করেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. শিরকের সকল প্রকারের থেকে সতর্ক করা হয়েছে এবং এটি আমল কবুল না হওয়ার কারণ।

২. আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতা ও তাঁর বড়ত্ব অনুভব করা, যা আমলের ক্ষেত্রে ইখলাস আনয়ন করতে সাহায্য করে।

(3342)

(15) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى». [صحيح] - [رواه البخاري]

(১৫) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে, যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত।" তারা জিজ্ঞেস করলেন, কে অস্বীকার করবে? তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "যারা আমার আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা জান্নাতে যাবে। আর যে আমার নাফরমানী করল সেই অস্বীকার করল।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে অস্বীকার করল সে ব্যতীত।

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল ! অস্বীকারকারী কে?

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন: যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করবে এং অনুসরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। আর যে তাঁর নাফরমানী করবে এবং শরী'য়তের আনুগত্য করবে না,সেই তার মন্দ আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. রাসূলের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য। আর তাঁর নাফরমানীই হলো আল্লাহর নাফরমানী।

২. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য জান্নাতে প্রবেশের আবশ্যক হয়ে যায়। অন্যদিকে তাঁর নাফরমানী জাহান্নামে প্রবেশর আবশ্যক হয়ে যায়।

৩. এ উম্মতের আনুগত্যশীলদের জন্য রয়েছে এ হাদীসে সুসংবাদ। তারা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে নাফরমানী করবে সে ব্যতীত।

৪. উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মমতাবোধ এবং তাদের সকলের হেদায়েতের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(4947)

(16) - عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». **[صحيح] - [رواه البخاري]**

(১৬) - 'উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "তোমরা আমার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমনটি খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনু মারইয়াম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল তাঁর (আল্লাহর) বান্দা। তাই তোমরা বল, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রশংসা এবং আল্লাহর গুণাবলি ও তাঁর সাথে নির্ধারিত কর্মসমূহের দ্বারা তার গুণাবলি বর্ণনা অথবা তিনি গায়েব জানেন অথবা তাকে আল্লাহর সাথে তাকে ডাকা যাবে ইত্যাদি ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও শরী'আতের সীমা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন, যেমনিভাবে খ্রিষ্টানরা ঈসা ইবনু মারইয়াম 'আলাইহিস সালামের ব্যাপারে করে থাকে। অতপর তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি আল্লাহর একজন বান্দা। তিনি তাকে সম্বোধন করতে আদেশ করেছেন: 'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল' বলে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. কারো সম্মান ও প্রশংসা করতে শরী'আতের সীমারেখা অতিক্রম করতে সতর্ক করা হয়েছে। কেননা এটি শিরকের দিকে ধাবিত করে।

২. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা থেকে সতর্ক করেছেন, তা এ উম্মতের মধ্যে সত্যিকারেই সংঘটিত হয়েছে। একদল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে। আবার আরেকদল আহলে বাইতের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে। অন্যদিকে আরেকদল আউলিয়াদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। ফলে তারা সকলেই শিরকে পতিত হয়েছে।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে 'আল্লাহর বান্দা' বলে বর্ণনা করেছেন; যাতে তিনি স্পষ্ট করেন, তিনি আল্লাহর প্রতিপালিত একজন গোলাম। সুতরাং রবের বৈশিষ্টসমূহ হতে কোনো বৈশিষ্ট তার জন্য নির্ধারণ করা জায়েয নেই।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে 'আল্লাহর রাসূল' বলে বর্ণনা করেছেন; যাতে স্পষ্ট হয়, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল। সুতরাং তাঁকে বিশ্বাস করা ও তাঁর অনুসরণ করা ফরয।

(3406)

(17) – عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৭) - আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে প্রিয়তম হই।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, একজন মুসলিম ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হতে পারবে না, যতক্ষণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা তার মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও পৃথিবীর সকল মানুষের উপরে প্রাধান্য না দিবে। আর রাসূলের প্রতি এ ভালোবাসা তাঁর আনুগত্য, তাঁকে সাহায্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা দাবী করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা ফরয। আর তাঁর ভালোবাসা সকল সৃষ্টির উপরে অগ্রগণ্য হবে।

২. পরিপূর্ণ ভালোবাসার নিদর্শন হলো: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে সাহায্য করা, সুন্নতের অনুসরণ করা, জীবন ও সম্পদ এ জন্য উৎসর্গ করা।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার দাবী হলো তিনি যা কিছু আদেশ করেছেন সেগুলোর আনুগত্য করা, তিনি যেসব সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোকে (অন্তর থেকে) বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেওয়া, তিনি যা কিছু থেকে নিষেধ এবং সতর্ক করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা, তাঁকেই অনুসরণ করা এবং বিদ'আত পরিহার করা।

৪. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকার সকল মানুষের থেকে সর্বাধিক মহান ও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তিনিই আমাদের পথভ্রষ্টতা থেকে হিদায়েত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের মাধ্যমে সফলতা অর্জনের কারণ।

(5953)

(18) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». **[صحيح] - [رواه البخاري]**

(১৮) - আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার কথা (অন্যদের নিকট) পৌঁছিয়ে দাও, তা যদি একটি মাত্র আয়াতও হয়। বনী ইসরাঈল থেকে (ঘটনা) বর্ণনা কর, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নেয়।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে তাঁর থেকে কুরআন অথবা সুন্নাহর ইলেম (অন্যদের নিকট) পৌঁছিয়ে দেওয়ার আদেশ করেছেন। যদিও তা সামান্য পরিমাণও হয় যেমন আল-কুরআনের একটি আয়াত অথবা একটি হাদীস। তবে শর্ত হলো তিনি যা মানুষের কাছে পৌঁছে দিবে এবং যেদিকে দাওয়াত দিবে সে ব্যাপারে জানতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন , বনী ইসরাঈল থেকে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যা আমাদের শরী'আহর বিরোধী নয়, সেগুলো বর্ণনা করতে কোনো ক্ষতি নেই। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে সাবধান করেছেন। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর উপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহর শরী'য়তের দাওয়াতের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ব্যক্তি যা মুখস্ত করেছে এবং বুঝেছে; তা যদিও সামান্য পরিমাণ হয়, তবুও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া দায়িত্ব।

২. শরীয়তের ইলম তালাশ করা ফরয; যাতে সে আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম হয় এবং সহীহভাবে তাঁর শরী'য়তের দাওয়াত পৌঁছাতে পারে।

৩. কোনো হাদীস অন্যের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে বা তা প্রচারের আগে এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ওয়াজিব; যাতে এ ব্যাপারে আরোপিত কঠোর শাস্তির আওতাভুক্ত না হয়।

৪. কথাবার্তায় সত্য বলা এবং হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা অবলম্বন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে; যাতে মিথ্যায় পতিত না হয়। বিশেষ করে আল্লাহর শরী'য়তের ব্যাপারে আরো কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা।

(3686)

(19) – عن المقدام بن معدِيْكَرِب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللهُ». [صحيح] – [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]

(১৯) - আল-মিকদাম ইবনু মা'দী কারিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সাবধান! অচিরেই এমন ব্যক্তির উদ্ভব হবে যে তার আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার কাছে আমার থেকে হাদীস পৌঁছালে সে বলবে: আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবই রয়েছে। সুতরাং আমরা তাতে যা হালাল

পাব তাকেই হালাল গণ্য করব এবং তাতে যা হারাম পাব তাকেই হারাম গণ্য করব। জেনে রাখ, প্রকৃত অবস্থা হলো এই যে, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তার মতই হারাম।” **[সহীহ]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, এমন একটি যামানা নিকটবর্তী হয়েছে, যে যামানাতে একদল মানুষ একত্রিত হয়ে বসে থাকবে, তাদের মধ্যে একজন তার বিছানাতে হেলান দিয়ে থাকবে, তার কাছে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস পৌঁছালে সে বলবে: আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করবে আল-কুরআনুল কারীম, আর সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং আমরা সেখানে যা হালাল হিসেবে দেখতে পাব, সেগুলোর উপরেই আমল করব, আর যা সেখানে হারাম হিসেবে দেখতে পাব, (শুধু) সেগুলো থেকেই দূরে থাকব। তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি যে বস্তুগুলো হারাম করেছেন, অথবা যেগুলো থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলোর হুকুম ঠিক আল্লাহ যেগুলো তার কিতাবে হারাম করেছেন, সেগুলোর মতই; কেননা তিনি (রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রবের পক্ষ থেকে মুবাল্লিগ (বার্তাবাহক) মাত্র।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসটিতে সুন্নাহকে (হুকুমগত দিক থেকে) মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যেভাবে কুরআনকে মর্যাদা দেওয়া হয়। কুরআনের মতোই সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা হবে।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য এবং তার অবাধ্যতাই আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতা।

৩. সুন্নাহর প্রামাণিকতা সাব্যস্ত এবং যারা সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা তা অস্বীকার করে তাদের জন্য এ হাদীসে রয়েছে অপনোদন ও জবাব।

৪. যে ব্যক্তি সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আর কুরআনের উপরে সীমাবদ্ধ থাকার দাবী করে, সে মূলত কুরআন ও সুন্নাহ উভয় থেকেই মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুত সে কুরআন অনুসরণের দাবীর ক্ষেত্রে মিথ্যুক।

৫. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওতের দলিলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করা। আর সেগুলো তিনি যে রকম বলেছেন, ঠিক অনুরূপ ঘটা।

(65005)

(20) – عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. [صحيح] - [متفق عليه]

(২০) - আয়িশাহ ও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত,তাঁরা উভয়ে বলেছেন , নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হলে তিনি তাঁর একটা চাদর নিজ মুখমন্ডলের ওপর নিক্ষেপ করতে থাকেন। যখন শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তখন মুখ হতে চাদর সরিয়ে দেন। এই অবস্থায় তিনি বললেন: "ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে"। (এ বলে) তারা যে কার্যকলাপ করত তা হতে সতর্ক করেছিলেন। **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম।]**

ব্যাখ্যা:

‘আয়িশা ও ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম আমাদের সংবাদ দিচ্ছেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হাজির হলো তখন তিনি একটি কাপড়ের অংশ তার মুখমন্ডলের ওপর রাখছিলেন। মৃত্যু যন্ত্রণার ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করা কঠিন হলে তা নিজ চেহারা থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি এই কঠিন অবস্থায় বললেন, আল্লাহ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ওপর লানত করুন এবং তাদেরকে তার রহমত থেকে বঞ্চিত করুন। কারণ, তারা তাদের নবীদের কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করেছে। বিষয়টি ভয়ঙ্কর না হলে এই অবস্থায় তা উল্লেখ করতেন না। একারণেই তাঁর উম্মাতকে ঐ কর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ আমল করা থেকে নিষেধ করেছেন। কারণ, তা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কর্ম। অধিকন্তু তা আল্লাহ তা‘আলার সাথে শিরকের উপকরণের দিকেই নিয়ে যায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নবী ও সৎব্যক্তিদের কবরকে সালাত আদায়ের মসজিদ বানানো নিষিদ্ধ। কারণ, তা শিরকের উপকরণ।

২. তাওহীদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠিন যত্ন ও গুরুত্বারোপ করা। কারণ, তা শিরকের দিকে ধাবিতকারী।

৩. ইহুদী খ্রিষ্টান এবং যারা তাদের মতো কবরের উপর পাকা করে মাজার নির্মাণ ও ওলীর কবরস্থানে মসজিদ বানায় তাদেরকে অভিশাপ করা বৈধ।

৪. কবরসমূহের ওপর সৌধ-মাজার নির্মাণ করা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের রীতি। হাদীসটিতে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৫. কবরের নিকট ও কবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় কবরকে মসজিদ বানানোর শামিল, যদিও মসজিদ নির্মাণ না করা হয়।

(3330)

(21) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». [صحيح] – [رواه أحمد]

(২১) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “হে আল্লাহ! আমার কবরকে পূজনীয় মূর্তি বানিয়ে দিয়ো না। সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ লা‘নত বর্ষণ করেছেন, যে সম্প্রদায় তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ তথা সিজদার জায়গায় পরিণত করেছে।” **[সহীহ] - [এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবের কাছে দু‘আ করেছেন , তিনি যেন তার কবরকে মূর্তির মতো না বানান, যাকে সম্মান করে মানুষ ইবাদাত করে এবং একে কিবলা বানিয়ে সিজদা করে। অতপর তিনি (নবী) সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রহমত থেকে তাদেরকে বিতাড়িত ও দূরে সরিয়ে দিয়েছেন যারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ তথা সিজদার জায়গা বানিয়েছে। কেননা নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ বানানো এগুলোর ইবাদাত করা ও তাতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখার প্রতি ধাবিত করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নবী ও সালেহীনদের কবরের ব্যাপারে শরী‘আতের সীমা অতিক্রম করলে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাতে পরিণত হয়। সুতরাং শিরকের এসব উপায় থেকে মানুষকে সতর্ক করা ওয়াজিব।

২. কবরকে সম্মান ও এর নিকটে ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা জায়েয নেই; কবরবাসী যতই আল্লাহ তা‘আলার নিকটবর্তী হোক না কেন।

৩. কবরের উপরে মসজিদ বানানো হারাম।

৪. কবরের কাছে সালাত আদায় করা হারাম; যদিও সেখানে মসজিদ না বানায়; তবে সালাতুল জানাযার ব্যাপার ভিন্ন, যদি আগে সালাতুল জানাযা পড়া না হয় তবে কবরের পাশে তা আদায় করা যাবে।

(3336)

(22) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ». [حسن]–[رواه أبو داود]

(২২) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না, আর আমার কবরকে ঈদ বা মেলায় পরিণত করো না এবং তোমরা আমার ওপর দুরূদ পড়ো। কারণ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায়।” **[হাসান] - [এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরগুলোকে সালাত থেকে বিছিন্ন করে কবরের ন্যায় করতে নিষেধ করেছেন, যেখানে সালাত আদায় হয় না। তিনি তাঁর কবর বারবার যিয়ারত করতে এবং কবরে মেলার ন্যায় জমায়েত হতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটি শিরকের উসিলা। বরং তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে তাঁর উপরে দরুদ ও সালাম পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা দূরের হোক বা কাছের, সকলের দরুদ ও সালাম সমানভাবে তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। সুতরাং বারবার তাঁর কবরের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ঘরসমূহ আল্লাহর ইবাদত মুক্ত রাখতে নিষেধ করা হয়েছে

২. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপরে দরুদ ও সালাম পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে, উক্ত

দরুদ ও সালাম তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়। বরং সফর করা হবে মসজিদে নববী যিয়ারত এবং তাতে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে।

৩. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও নির্দিষ্ট সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর বারবার যিয়ারতের মাধ্যমে তার কবরকে মেলায় পরিণত করা হারাম। এমনিভাবে অন্যান্য কবরের ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

৪. হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর রবের দেওয়া সম্মানের কথা বর্ণিত হয়েছে; যেহেতু তিনি সব সময় ও স্থান থেকে নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠ করাকে শরী'আহসম্মত করেছেন।

৫. যেহেতু কবরের কাছে সালাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়া সাহাবীদের কাছে স্বীকৃত ছিল; এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরসমূহকে কবরের ন্যায় বানাতে নিষেধ করেছেন, যেখানে সালাত আদায় হয় না।

(3350)

(23) – عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤمنين رضي الله عنها: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَنِيسَةً رَأَتْهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ، فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فِيهَا مِنَ الصُّوَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(২৩) - উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত: উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর হাবশায় দেখা 'মারিয়া' নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যে সব ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: " এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোনো সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোনো সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত। আর তাতে ঐ সব ব্যাক্তির ছবি তৈরী করে স্থাপন করতো। এরা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। "**[সহীহ] – [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর হাবশায় দেখা ‘মারিয়া’ নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে ছবি, সাজ-সজ্জা ও প্রতিমা অঙ্কন দেখেছিলেন, সেগুলো তাকে আর্শ্চয করেছে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব চিত্র নির্মাণের কারণ বর্ণনা করেন। তিনি বললেন: এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোনো সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপরে তারা মসজিদ নির্মাণ করতো, তাতে তারা সালাত আদায় করতো। আর তাতে ঐ সব ব্যাক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করতো। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, এধরনের কাজ যারা করে তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। কেননা এসব কাজ শির্কের দিকে ধাবিত করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. শিরকের উপকরণের পন্থা বন্ধ করতে কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করা অথবা এর কাছে সালাত আদায় করা অথবা মসজিদে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হারাম।

২. কবরের উপরে মসজিদ নিমার্ণ করা, এতে প্রতিচ্ছবি স্থাপন করা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের কাজ। সুতরাং অন্যরা যারাই এ ধরনের কাজ করবে তারাও তাদের (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের) অনুরূপ।

৩. যে সব প্রাণীর জীবন আছে, সে সব প্রাণীর চিত্রাঙ্কন করা হারাম।

৪. যে ব্যক্তি কবরের ওপর মসজিদ বানায় এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করে সে আল্লাহর সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।

৫. তাওহীদের দিকটা ইসলাম পুরোপুরি সংরক্ষণ করেছে। এমনকি ইসলাম শির্কের দিকে ধাবিত করে এমন সব মাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছে।

৬. নেককার লোকদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিষেধ। কেননা এ সব কাজ শির্কের দিকে ধাবিত করে।

(10887)

(24) – عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسٍ وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلٌ، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلًا، كما اتخذ إبراهيم خليلًا، ولو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك». [صحيح] - [رواه مسلم]

(২৪) - জুনদুব রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পাঁচদিন আগে তাঁকে বলতে শুনেছি, "তোমাদের কেউ আমার খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে নিষ্কৃতি চাইছি; কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন, যেমনিভাবে খলীলরূপে গ্রহণ করেছিলেন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামকে। আমি যদি আমার উম্মাতের মধ্যে কাউকে খলীলরূপে গ্রহণ করতাম, তবে আবূ বকরকেই খলীলরূপে গ্রহণ করতাম। সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও নেককারদের কবরগুলোকে মাসজিদ বানিয়েছিল। সাবধান! তোমরা কবরগুলোকে মাসজিদ বানিও না। আমি তোমাদের তা থেকে নিষেধ করছি।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা ভালোবাসার সর্বোচ্চ শিখরে, যেমনিভাবে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম তা অর্জন করেছিলেন। এ কারণে তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন; কেননা তাঁর অন্তর আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা, সম্মান ও তাঁর পরিচয় দিয়ে পরিপূর্ণ। ফলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু

বানানোর কোনো স্থান নেই। সৃষ্টিজগতের কেউ যদি তার খলীল হতেন, তবে আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু 'আনহুই হতেন। অতঃপর তিনি উম্মতকে তাঁর প্রতি ভালোবাসার শর'ঈ সীমা লঙ্ঘন করতে সাবধান করেছেন, যেমনিভাবে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা তাদের নবী ও নেককারদের কবরের সাথে করেছে, এমনকি তারা তাদের কবরকে শিরকের মাধ্যম করেছে, যেখানে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করা হয়। তারা তাদের কবরকে মসজিদ ও উপাসনালয় বানিয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে পূর্ববর্তী উম্মতের অনুরূপ (কবরকে মসজিদে পরিণত) করতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর খিলাফতের ব্যাপারে তিনি সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন।

২. কবর কেন্দ্রিক মসজিদ স্থাপন করা পূর্ববর্তী উম্মতের একটি নিকৃষ্ট কাজ ছিল।

৩. কবরকে ইবাদতের জায়গায় পরিণত করা, তাতে সালাত আদায় করা, এর উপরে মসজিদ নির্মাণ করা অথবা গম্বুজ বানানো, ইত্যাদি নিষিদ্ধ। এগুলোর কারণে শিরকে পতিত হওয়া থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

৪. সালেহীনদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন থেকে সাবধান করা হয়েছে; কেননা এগুলো মানুষকে শিরকে পৌঁছায়।

৫. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা থেকে উম্মতকে সাবধান করেছেন সেগুলোর ভয়াবহতা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু তিনি মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে এগুলোর ব্যাপারে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন।

(3347)

(25) – عن أبي الهيَّاج الأسدي قال: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. [صحيح] – [رواه مسلم]

(২৫) - আবূল হাইয়্যাজ আল আসাদী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ’আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাকে বলেছেন: আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাব না, যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তা হচ্ছে: “কোনো (জীবের) প্রতিকৃতি বা মূর্তি দেখলে তা মিটিয়ে দিবে এবং কোনো উঁচু কবর দেখলে তা সমান করে দিবে।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করে আদেশ করতেন: তারা যেন কোনো জীবের প্রতিকৃতি-রূহ বিশিষ্ট প্রাণীর প্রতিকৃতি বা মূর্তি দেখলে তা সরিয়ে ফেলে বা মুছে ফেলে।

এমনিভাবে কোনো উঁচু কবর দেখলে তা যেন তারা জমিনের সাথে সমান করে দেয় এবং কবরের উপর নির্মিত উঁচু স্থাপনা ভেঙ্গে ফেলে অথবা এমনভাবে সমতল করবে যা জমিন থেকে তেমন উঁচু হবে না; বরং এক বিঘত পরিমাণ উঁচু হতে পারে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. প্রাণীর প্রতিকৃতি করা হারাম। কেননা এগুলো শিরকের মাধ্যম।

২. যার হাতের দ্বারা অন্যায় দূর করার ক্ষমতা আছে তাকে হাতের দ্বারা অন্যায় দূর করার বৈধতা এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৩. প্রতিকৃতি, প্রতিমা তৈরি ও কবরের উপর স্থাপনা নির্মাণ ইত্যাদি জাহেলী যুগের নিদর্শনসমূহ দূর করার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(5934)

(26) – عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». [حسن] – [رواه البزار]

(২৬) - ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয় (আমার উম্মাত নয়) যে শুভ- অশুভ নির্ণয় করে অথবা যার জন্য শুভ-অশুভ নির্ণয় করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য নির্ণয় করে অথবা যার জন্য করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়, এবং যে ব্যক্তি কোনো (সুতা-তাগা ইত্যাদিতে) গিঁট দেয়। আর যদি কেউ কোনো গণক-জ্যোতিষী বা অনুরূপ ভাগ্য বা ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট গমন করে এবং তার কথা বিশ্বাস করে, সে মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর অবতীর্ণ দ্বীনের সাথে অবশ্যই কুফরী করল।" **[হাসান] - [এটি বায্যার বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মত থেকে যারা কতক কাজ করে, তাদেরকে "তারা আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়" বলে সতর্ক করেছেন সে কাজগুলো হলো:

প্রথম (مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ) :যে ব্যক্তি শুভ-অশুভ নির্ণয় করে অথবা যে ব্যক্তির জন্য শুভ-অশুভ নির্ণয় করা হয়।" এর মূল হলো: সফর অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা অন্য কোনো কাজ শুরু করার আগে একটি পাখি উড়িয়ে দেওয়া। পাখিটি যদি ডান দিকে উড়ে যায়, তবে সেটাকে শুভ মনে করে উক্ত কাজটি সম্পন্ন করা। আর পাখিটি যদি বাম দিকে উড়ে যায়, তবে সেটাকে অশুভ মনে করে কাজটি করা থেকে বিরত থাকা। সুতরাং এ ধরনের কাজ নিজে বা অন্য কে দিয়ে এ কাজ করানো জায়েয নেই। এ

ধরনের শুভ-অশুভ নির্ণয় করার মধ্যে পাখি বা পশু বা বিকলাঙ্গ ব্যক্তি, সংখ্যা বা দিন নির্ধারণ বা অন্য সকল প্রকারের শ্রুত বা দৃশ্য সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় (تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ) :অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য নির্ণয় করে অথবা যার জন্য ভাগ্য নির্ণয় করা হয়।" সুতরাং যে ব্যক্তি তারকারাজি ও অন্যান্য কোনো কিছুর সাহায্যে অদৃশ্যের ইলম জানার দাবী করবে অথবা যে ব্যক্তি গায়েব জানে এমন দাবিদার , যেমন গণক ইত্যাদি এমন কারো কাছে গমন করবে এবং সে যা বলে তা যদি বিশ্বাস করে, যেহেতু সে গায়েবের ইলম জানে বলে দাবী করে, তবে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাযিলকৃত বিধানের সাথে কুফরী করল।

তৃতীয় " (سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ) :অথবা যে ব্যক্তি যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়।" সে নিজে নিজের জন্য যাদু করে অথবা অন্য কারো মাধ্যমে যাদু করায়, যাতে তার দ্বারা কারো উপকার বা তার ক্ষতি করতে চায় , অথবা যে ব্যক্তি কোনো (সুতা-তাগা ইত্যাদিতে) গিঁট দেয়, নিষিদ্ধ ঝাড়-ফুঁক ব্যবহার করে যাদু করে এবং তাতে ফুঁ দেয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা ও তাকদীরের উপর ঈমান আনয়ন করা ফরয। শুভ-অশুভ নির্ণয় করা, কোনো কিছুতে কল্যাণ-অকল্যাণ মনে করা, যাদু করা, গণকগীরি করা অথবা এধরনের লোকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম।

২. গায়েবের ইলমের দাবী করা তাওহীদ পরিপন্থী শির্ক ।

৩. গণকের কথা বিশ্বাস এবং তার কাছে গমন করা হারাম। হাতের তালুর রেখা গণনা, হস্তরেখা, রাশিফল এগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত; যদিও তা শুধু তথ্যের জন্যে হয়, ইত্যাদি কাজও হারাম।

(5981)

(27) - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(২৭) - যাইদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী রদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাতভর আসমান থেকে বৃষ্টি হওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে হুদাইবিয়াতে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন: “তোমরা কি জান যে, তোমাদের রব কী বলেছেন?” তারা বললেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন: “আজকে আমার বান্দারা কেউ মুমিন আবার কেউ কাফির হয়ে সকাল করেছে। যে বলেছে: আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি, সে আমার উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী (মুমিন) এবং নক্ষত্রের (প্রভাবের) ব্যাপারে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে: অমুক অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে, সে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকারকারী (কাফির) এবং নক্ষত্রের উপরে ঈমান আনয়নকারী।” **[সহীহ] – [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়া-মক্কার নিকটবর্তী একটি গ্রামে ফজর সালাত আদায় করলেন। আর তা ছিল আগের রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর। যখন তিনি সালাম ফিরালেন এবং সালাত শেষ করলেন, তখন তিনি তার চেহারা মানুষের দিকে ফিরালেন। এরপরে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের মহান প্রতাপশালী রব কী বলেছেন, তা কি তোমরা জান? তখন তারা জবাব দিলেন: আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন।

তখন তিনি বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, বৃষ্টি হলে মানুষ দু’ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে: একটি দল আল্লাহর উপরে বিশ্বাসী আর অপর দল আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে অবিশ্বাসী। সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে: আমরা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি, আর বৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলার দিকেই সম্পৃক্ত করবে; সে ব্যক্তি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপনকারী (মুমিন) এবং নক্ষত্রের (প্রভাবের) ব্যাপারে অস্বীকারকারী। পক্ষান্তরে যে বলবে: আমরা অমুক অমুক তারকা বা গ্রহের কারণে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি; সে ব্যক্তি আল্লাহকে অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের উপরে বিশ্বাস স্থাপনকারী। কেননা আল্লাহ নক্ষত্রকে শরী‘আতের দিক থেকে অথবা তাকদীরের দিক থেকে কোনো রকম কারণ হিসেবে নির্ধারণ করেননি। অন্যদিকে যে ব্যক্তি বৃষ্টি ও অন্যান্য প্রকৃতির ঘটনাগুলোকে গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত:জনিত গতিবিধির সাথে সম্পৃক্ত করে, এ বিশ্বাসে যে, সেগুলোই প্রকৃত কর্তা, তাহলে সে বড় ধরণের কাফির।

হাদীসের শিক্ষা:

১. বৃষ্টি হওয়ার পরে এ কথা বলা মুস্তাহাব: “আমরা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি।”

২. যারা বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য নি‘আমাতকে সৃষ্টিগতভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের দিকে সম্পৃক্ত করে, তারা বড় ধরনের কুফরে জড়িত কাফির। আর যদি সেগুলোকে কারণ মনে করে সম্পৃক্ত করে, তাহলে সে ছোট কুফরে জড়িত ব্যক্তি; কেননা সেটি শর‘য়ী অথবা বস্তুগত কোনো কারণ নয়।

৩. নি‘আমাত কুফরের কারণ, যদি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আবার তা ঈমানের কারণ, যদি তার শুকরিয়া আদায় করা হয়।

৪. এ কথা বলা নিষিদ্ধ: “অমুক অমুক গ্রহের কারণে আমরা বৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছি।” যদিও সে তা সময়কে উদ্দেশ্য করে বলে, তবুও শিরকের পথ উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কায় তা বর্জনীয়।

৫. নি‘আমাত প্রাপ্ত হওয়া ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়ার সময়ে অন্তরকে আল্লাহ তা‘আলার সাথে সংযুক্ত রাখা আবশ্যক।

(65010)

(28) – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الرُّقَى والتَمائِمَ والتِّوَلَةَ شِرْكٌ». [صحيح] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

(২৮) - আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যাদু, তাবীজ ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শির্ক-এর অন্তর্ভুক্ত।” **[সহীহ]- [এটি আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে কতিপয় কাজকে শিরকের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

প্রথমত: অবৈধ ঝাড়ফুঁক: যেসব শিরকী বাক্য দ্বারা জাহেলী যুগের মানুষেরা আরোগ্য তালাশ করত।

দ্বিতীয়ত: তাবিজ-কবচ,পুঁতি-দানা ইত্যাদি ব্যবহার: যা বাচ্চা, পশু ও অন্যের গলায় বদ নজর এড়ানোর জন্য ঝুলানো হয়।

তৃতীয়ত: প্রেম ঘটানোর মন্ত্র: যা স্বামী স্ত্রীর উভয়ের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়।

এসব কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এগুলোকে উপায় বানানো হয়; অথচ শরী'য়তে এগুলোকে উপায় গণ্য করার ব্যাপারে শরী'য়তের দলীল সাব্যস্ত হয়নি। আবার এগুলো ইন্দ্রিয় কোনো কারণও নয়; যা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত। অন্যদিকে শরী'য়তে যেগুলোকে কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে যেমন, কুরআন তিলাওয়াত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কারণ যেমন ঔষধ যা অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত। এগুলো জায়েয; তবে বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এগুলো নিছক অসিলা মাত্র; প্রকৃত উপকার বা ক্ষতি একমাত্র আল্লাহর হাতে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে যা দ্বারা তাওহীদ ও আক্বীদা ত্রুটিযুক্ত হয়, তা থেকে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

২. অবৈধ ঝাড়ফুঁক, তা'বীজ ও জাদুটোনা করে কারো প্রেমে আকৃষ্ট করা হারাম।

৩. এ তিনটির ব্যাপারে যদি মানুষ বিশ্বাস করে যে, এগুলো রোগমুক্তির অসিলা।তবে এটি ছোট শিরক। কেননা এগুলোকে শরী'য়ত অসীলা বানায়নি। অন্যদিকে যদি কেউ বিশ্বাস করে এগুলো স্বয়ং নিজেই উপকার বা ক্ষতি করতে পারে, তবে এটি বড় শিরক হবে।

৪. শিরকী ও হারাম উপায় গ্রহণ করা থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

৫. ঝাড়ফুঁক, তা'বীজ-কবচ নিষিদ্ধ। কেননা এগুলো করা শিরক; তবে শরী'য়তসম্মত উপায়ে ঝাড়ফুঁক করা জায়েয।

৬. একমাত্র আল্লাহর সাথে অন্তরকে সম্পৃক্ত রাখা জরুরী। তাঁর থেকেই ক্ষতি ও উপকার হয়ে থাকে, তাঁর কোনো শরীক নেই। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত কারো থেকে কল্যাণ আসতে পারে না। আবার আল্লাহ ব্যতীত কেউ অকল্যাণও দূর করতে পারে না।

৭. বৈধ ঝাড়ফুঁক হলো যাতে নিম্নোক্ত তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে: ১। এ বিশ্বাস করা যে, এটি উপকরণ মাত্র। আল্লাহর আদেশ ব্যতীত এগুলো কোনো

উপকার করতে পারে না। ২। কুরআন ও আল্লাহর নাম ও সিফাত, হাদীসে বর্ণিত দু'আহ ও শরী'য়তসম্মত দু'আর দ্বারা হতে হবে। ৩। এর ভাষা বোধগম্য হতে হবে এবং তাবিজ এবং যাদুবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত কোনো কিছু হতে পারবে না।

(5273)

(29) – عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». [صحيح] – [رواه مسلم]

(২৯) - নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় স্ত্রী থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য ভেবে) কোনো কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হয় না।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে গণকের কাছে যাওয়া থেকে সর্তক করেছেন। গণক, জ্যোতিষী, হস্তরেখা ও পদরেখা দেখে ভবিষ্যৎবাণীকারী ইত্যাদি সকলেই ভবিষ্যদ্বক্তার অন্তর্ভুক্ত, তারা সকলেই কোনো কিছুর পূর্বাভাষ দেখে গায়েব জানার দাবী করে। আর তাদের কথা সত্য ভেবে শুধু তাদেরকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করলে, তাদের উক্ত পাপের শাস্তি ও বড় গুনাহের কারণে তাকে চল্লিশ দিনের সালাতের সাওয়াব থেকে আল্লাহ বঞ্চিত করেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. গণকগীরি করা, তাদের কাছে গমন ও অদৃশ্যের কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা সম্পূর্ণ হারাম।

২. গুনাহ করার শাস্তি হিসেবে কখনো মানুষ নেক আমলের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।

৩. রাশিফল ও তাতে দৃষ্টিপাত, হাতের তালু ও হস্তরেখা পড়া ইত্যাদিও হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত; যদিও তা শুধু কেউ তথ্য ও জানার আগ্রহ নিয়ে দেখে। কেননা এগুলোর সবই গণকগীরি ও গায়েবের ইলমের দাবী।

৪. যে ব্যক্তি গণকের কাছে গমন করে তার যদি এরূপ শাস্তি হয়, তাহলে যে ব্যক্তি নিজে গণকগীরি করে তার কত কঠিন শাস্তি হবে?

৫. চল্লিশ দিনে সালাত আদায় করলে তা তার জন্যে যথেষ্ট হবে, তাকে সেগুলোর কাযা করতে হবে না; তবে সেগুলো সাওয়াব হবে না।

(5986)

(30) – عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(৩০) - ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একজন লোককে বলতে শুনলেন: না, কাবার শপথ! ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আল্লাহ তা‘আলার নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা যাবে না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল সে যেন কুফরী করল অথবা শিরক করল।” **[সহীহ]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ও তাঁর সিফাত ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল, সে আল্লাহর সাথে কুফরী অথবা শিরক করল। কেননা শপথের দাবি হলো শপথকৃত বস্তুর বড়ত্ব ও সম্মান হওয়া। অথচ এধরনের বড়ত্ব ও সম্মান একমাত্র মহান আল্লাহর। সুতরাং আল্লাহর নাম ও তাঁর সিফাত ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করা যাবে না। শপথের এ শিরকটি ছোট শিরক। তবে শপথকারী যদি শপথকৃত বস্তুকে আল্লাহর সম্মানের মতো সম্মানিত মনে করে অথবা তার চেয়েও বেশি, তবে তখন তা বড় শিরক হিসেবে গণ্য হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. শপথের মাধ্যমে কোনো কিছুকে সম্মান করা শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার প্রাপ্য অধিকার। সুতরাং আল্লাহ, তাঁর নামসমূহ ও সিফাত ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শপথ করা যাবে না।

২. হাদীসে সাহাবীদের সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করার ব্যাপারে আগ্রহ বর্ণিত হয়েছে; বিশেষ করে অসৎ কাজটি যখন শিরক অথবা কুফরের মতো জঘন্য হয়।

(3359)

(31) – عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ» قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللهُ عز وجل لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟». [حسن] – [رواه أحمد]

(৩১) - মাহমূদ বিন লাবীদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমি তোমাদের ওপর যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে ছোট শির্ক।" সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ছোট শির্ক কী? তিনি বলেন: রিয়া (লোক দেখানো)। যে দিন মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী বিনিময় দিবেন। সেদিন তিনি বলবেন: দুনিয়ায় যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা আমল করতে তাদের কাছে যাও। দেখো, তাদের কাছে কোনো প্রতিদান পাও কি না "?**[হাসান] - [এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে তাঁর উম্মতের ওপর সবচেয়ে ভীতিকর বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন: তা হচ্ছে ছোট শির্ক। আর ছোট শির্ক হলো রিয়া তথা লৌকিকতা। অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো আমল করা। অতপর তিনি কিয়ামতের দিন লোক দেখানো উদ্দেশ্যে ইবাদতকারীর শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন। সেদিন তাদেরকে বলা হবে: দুনিয়ায় যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা আমল করতে তাদের কাছে যাও। দেখো, তাদের কাছে তোমাদের আমলের কোনো সাওয়াব ও পুরস্কার পাও কি না?'

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যে ইবাদত করা এবং রিয়া থেকে বেঁচে থাকাকে ওয়াজিব করা হয়েছে।

২. উম্মতের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভীর ভালোবাসা এবং তাদের হিদায়েত ও উপদেশের ব্যাপারে তাঁর ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে।

৩. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আশঙ্কা যদি সাহাবীদের সম্মুখে হয়, যারা সর্বাধিক নেককার ও পরহেযগার মানুষ ছিলেন, তাহলে তাদের পরে যারা দুনিয়াতে আগমন করেছে তাদের ব্যাপারে কতটা বেশি আশঙ্কা হতে পারে!

(3381)

(32) – عن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৩২) - আবূ মারসাদ আল গানাবী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে না।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন।

তাছাড়া তিনি কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেও নিষেধ করেছেন। এর ধরন হলো: কবর মুসল্লীর কিবলার দিকে (সম্মুখে) হওয়া। কেননা এগুলো শির্কের মাধ্যম।

হাদীসের শিক্ষা:

হাদীসে কবরস্থান বা উভয় কবরের মধ্যে বা কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে জানাযার সালাত ব্যতীত; কেননা এটি কবরের দিকে মুখ করে আদায় করার ব্যাপারে সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

২. কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা নিষেধ হওয়ার কারণ হলো শির্কের মাধ্যমকে বন্ধ করা।

৩. কবরের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা বা এর অবমাননাকে ইসলাম নিষেধ করেছে। অতএব, বাড়াবাড়ি ও অবহেলা কোনোটিই করা যাবে না।

৪. মুসলিমের মৃত্যুর পরেও তার সম্মান বলবৎ থাকে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার মতো।

(10647)

(33) – عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(৩৩) - আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "শয়তান তোমাদের মধ্য হতে একজনের কাছে আগমন করে জিজ্ঞাসা করতে থাকে: এটি কে সৃষ্টি করেছে? এটি কে সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে সে বলে: তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? অতএব যখন কেউ

এ পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে, সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বিষয়টি থেকে বিরত থাকে।” **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

শয়তানের ওয়াসওয়াসা জনিত কারণে মুমিনের কাছে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেগুলোর একটি কার্যকর চিকিৎসা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করছেন। শয়তান বলে: এটা কে সৃষ্টি করেছে? এটা কে সৃষ্টি করেছে? আসমান কে সৃষ্টি করেছে? কে জমিন সৃষ্টি করেছে? মুমিন তখন দীন, ফিতরাত ও বিবেকসূলভ উত্তর দিতে থাকে: আল্লাহ। কিন্তু শয়তান এ পর্যায়ে ওয়াসওয়াসার সীমা বন্ধ করে না; বরং সামনে এগিয়ে এক পর্যায়ে জিজ্ঞাসা করে: তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? উক্ত পর্যায়ে মুমিন ব্যক্তি এ জাতীয় ওয়াসওয়াসা তিনটি উপায়ে প্রতিহত করতে পারে: আল্লাহর প্রতি ঈমান। শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। ওয়াসওয়াসাকে সামনে বাড়তে না দিয়ে প্রতিহত করা ও বিরত থাকা।

হাদীসের শিক্ষা:

১. শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণাকে উপেক্ষা করা এবং এগুলো নিয়ে চিন্তা করা থেকে আমাদের দূরে থাকা কর্তব্য। আর আল্লাহ তা‘আলার কাছে সেগুলো দূর করার ব্যাপারে আশ্রয় কামনা করা উচিত।

২. শরী‘আহ বিরোধী প্রতিটি ওয়াসওয়াসা যা মানুষের অন্তরে আবির্ভূত হয়, তা শয়তানের পক্ষ থেকে। হা

দীসে আল্লাহ তা‘আলার সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং তাঁর মাখলূক ও নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

(65013)

(34) - عن العِرْباضِ بن ساريةَ رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فوَعَظَنا مَوعظةً بليغةً وَجِلتْ منها القلوبُ، وذَرَفتْ منها العيونُ، فقيل: يا رسول الله، وعظتَنَا موعظةَ مُودِّعٍ فاعهد إلينا بعهد. فقال: «عليكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبدًا حبشيًّا، وسترون من بعدي اختلافًا شديدًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجِذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(৩৪) - ইরবাদ বিন সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন, তাতে অন্তর ভীত হলো এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এ যেন বিদায়ী ভাষণ। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন। তিনি বললেন: "আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (আমীরের) কথা শোনা ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোনো নিগ্রো দাস আমীর হয়। (স্মরণ রাখো) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরো এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুত করে ধরো। আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদ'আত) থেকে বেঁচে থাক। কারণ, প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।" **[সহীহ] - [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে তাদের অন্তরসমূহ ভীত হলো এবং চোখ দিয়ে অশ্রু সিক্ত হলো। ফলে তারা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

তাদেরকে ওয়াজে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ফলে তারা তাঁর কাছে অন্তিমকালীন উপদেশ চাইল, যাতে তারা তাঁর মৃত্যুর পরে সেগুলো আঁকড়ে ধরে রাখতে পারেন। তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আমি তোমাদেরকে মহান আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করতে অসিয়াত করছি। আর তা অর্জিত হবে ওয়াজিব কাজসমূহ করা ও হারাম কাজসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে। এছাড়াও আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার ব্যাপারে; যদিও তোমাদের উপর কোনো নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যকার নিম্নস্তরের কোনো লোকও যদি আমীর হয়, তবুও তোমরা তার আনুগত্য লজ্জা পেয়ো না; বরং তোমরা তার আনুগত্য করো, যাতে ফিতনা ছড়িয়ে না পড়ে। কেননা তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখতে পাবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব ফিতনা ও মতানৈক্য থেকে বেঁচে থাকার পন্থা বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো নবীর সুন্নাত ও তাঁর মৃত্যুর পরে সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে। তারা হলেন: আবূ বকর সিদ্দীক, উমার ইবন খাত্তাব, উসমান ইবন আফফান ও আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমা'ঈন। তাদের সুন্নাত মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুত করে ধরে থাকবে অর্থাৎ তাদের সুন্নাতের উপর অটল থাকা এবং তা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা। তিনি দ্বীনের মধ্যে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদ'আত) থেকে বেঁচে থাকতে সতর্ক করেছেন। কারণ, প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা এবং এর অনুসরণ করার গুরুত্ব হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে।

২. উত্তম নসীহাহ ও অন্তরসমূহ নরমকারী কথার গুরুত্ব এ হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে খুলাফায়ে রাশেদীনদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন: আবূ বকর সিদ্দীক, উমার ইবন খাত্তাব, উসমান ইবন আফফান ও আলী ইবন আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

৪. দ্বীনের মধ্যে কোনো কিছু আবিষ্কার তথা বিদ‘আত সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা প্রত্যেক বিদ‘আতই পথভ্রষ্টতা।

৫. যিনি মুমিনদের কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন, ভালো কাজে তার কথা শোনা ও তার আনুগত্য করা।

৬. সর্বদা সকল কাজে মহান আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করার গুরুত্ব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

৭. এ উম্মতের মধ্যে নানা মতানৈতক্য সংঘটিত হয়েছে। এসব মতানৈক্যের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া অত্যাবশ্যক।

(65057)

(35) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ». **[صحيح] - [رواه مسلم]**

(৩৫) - আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি (আমীরের) আনুগত্য থেকে বের হলো এবং জামা’আত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো তারপর মারা গেল, সে জাহিলিয়াতের মরা মরল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতলে

যুদ্ধ করল, গোত্রপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্র-প্রীতির দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কোনো ব্যাপার থাকে না) আর নিহত হয়, সেটা জাহিলি মরা। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপর বিদ্রোহ করে এবং ভালো মন্দ সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করে। মু'মিনকেও রেহাই দেয় না এবং যার সাথে সে ওয়াদাবদ্ধ হয় তার ওয়াদাও রক্ষা করে না, সে আমার কেউ নয়, আমিও তার কেউ নই"।

[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি শাসকদের আনুগত্য থেকে বের হলো এবং ইমামের বায়আতের ওপর ঐকমত্য পোষণকারী ইসলামের জামাআত পরিত্যাগ করল, তারপর জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও আনুগত্য ত্যাগ করা অবস্থায় মারা গেল, সে জাহিলিয়্যতের মতোই মারা গেল, যারা কোনো আমীরকে মানতো না এবং কোনো এক জামাআতের সাথে সম্পৃক্ত হতো না, বরং তারা বিভিন্ন দল ও গ্রুপে বিভক্ত ছিল, একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো।

...নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি এমন পতাকার অধীনে যুদ্ধ করল যেখানে হক থেকে বাতিল স্পষ্ট নয়, স্রেফ জাতি অথবা গোত্রের স্বার্থে গোস্বা করে, দীন ও হককে সাহায্য করার জন্যে নয়, ভালো-মন্দ যাচাই না করে ও না জেনে কেবল গোত্রপ্রীতির স্বার্থে যুদ্ধ করে, যখন সে এই অবস্থায় মারা গেল, তার মৃত্যুটি জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুর মত হলো।

আর যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ওপর বিদ্রোহ করল, তার উম্মতের নেককার ও বদকার সবাইকে হত্যা করে, আর সে যা করে তার পরিণতির কোনো পরওয়া করে না এবং মুমিনদের হত্যা

করার শাস্তির ভয় করে না, কাফিরদের অথবা শাসকদের ওয়াদাকে পূর্ণ করে না, বরং তা কেবল ভঙ্গ করে, তাহলে এটা কবীরা গুনাহ। যে এরূপ করল সে এই কঠোর হুঁশিয়ারীর উপযুক্ত হলো।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহর নাফরমানী ব্যতিরেকে শাসকদের আনুগত্য করা ওয়াজিব।

২. হাদীসটিতে যে ইমামের আনুগত্য থেকে বের হলো এবং মুসলিমদের জামাআত ত্যাগ করল তার প্রতি কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে, যখন সে এই অবস্থায় মারা গেল, জাহিলিয়্যাতের তরিকার ওপর মারা গেল।

৩. হাদীসে গোত্রপ্রীতির যুদ্ধ থেকে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৪. ওয়াদা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

৫. আনুগত্য করা ও মুসলিমদের জামাআত আঁকড়ে থাকার ভেতর অনেক কল্যাণ, নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও ভালো অবস্থার স্থিতি রয়েছে।

৬. জাহিলিদের অবস্থার সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞা।

৭. মুসলিমদের জামাআত আঁকড়ে থাকার নির্দেশ।

(58218)

(36) – عن مَعقِلِ بن يَسار المُزَنِيِّ رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(৩৬) - মা'কিল ইবনু ইয়াসার আল-মুযানী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে বান্দাকে আল্লাহু জনসাধারণের (জনতার) দায়িত্বশীল করেছেন; অথচ সে মারা যাওয়ার সময় তাদের প্রতারণাকারী, তবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দেন। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেককে মানুষের প্রতিনিধি ও দায়িত্বশীল করেছেন; হোক তা সাধারণ প্রতিনিধিত্ব যেমন: আমীর হওয়া অথবা বিশেষ প্রতিনিধিত্ব যেমন: পুরুষ তার গৃহে ও নারী তার গৃহে কর্তা। সুতরাং সে যদি তার জনসাধারণের হকে ত্রুটি করে, বা তাদের সাথে প্রতারণা করে, তাদের কল্যাণকামী না হয়ে তাদের দুনিয়াবী ও আখেরাতের হক বিনষ্ট করে, তবে সে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ শাস্তির হুঁশিয়ারি শুধু রাষ্ট্র প্রধানের ও তার প্রতিনিধিদের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং আল্লাহ যাকেই জনগণের দায়িত্বভার দান করেন তারা সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

২. সুতরাং যারাই মুসলিমদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাদের ওয়াজিব হলো, সকলের জন্য কল্যাণ কামনা করা। তাদের উপর অর্পিত আমানত সঠিকভাবে আদায় করার চেষ্টা করা এবং খিয়ানত থেকে সাবধান হওয়া।

৩. জনগণের সাধারণ বা বিশেষ, ছোট বা বড় যেকোনো ধরনের দায়িত্বভার গ্রহণ করা একটি গুরু দায়িত্ব।

(5335)

(37) - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤمنين رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قَالُوا: أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لَا، مَا صَلَّوْا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৩৭) - মু'মিন জননী উম্মে সালামাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "অচিরেই এমন কতক শাসকের উদ্ভব ঘটবে, তোমরা তাদের (কিছু) কাজ পছন্দ করবে এবং (কিছু)

কাজ অপছন্দ করবে। যেজন তাদের ভাল কাজ পছন্দ করল সে মুক্তি পেল এবং যেজন তাদের কে (অন্তর থেকে) অপছন্দ করল সে নিরাপদ হলো। কিন্তু যেজন তাদের (মন্দ কাজ) পছন্দ করল এবং অনুরসরণ করল (সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো)।" সাহাবীগণ জানতে চাইলেন: আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি বললেন: "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী থাকবে।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, আমাদের উপর একদল শাসক শাসন করবেন। আমরা তাদের (কিছু) ভালো কাজ পছন্দ করবে; কেননা সেগুলো শরী'আহ অনুযায়ী তারা করে থাকবে এবং তাদের (কিছু) মন্দ কাজ অপছন্দ করব; কেননা সেগুলো শরী'আহ পরিপন্থী হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অন্তর থেকে তাদের মন্দকাজকে অপছন্দ ও ঘৃণা করল, যেহেতু সে তাদের মন্দ কাজের প্রতিবাদ করতে সক্ষম নয়; তাহলে সে গুনাহ ও নিফাকী থেকে মুক্ত থাকল। আর যে ব্যক্তি হাত ও জবানের দ্বারা তাদের মন্দ কাজের প্রতিবাদ করতে সক্ষম এবং সে তার প্রতিবাদ করল, সেও গুনাহ ও তাতে অংশগ্রহণ করা থেকে নিরাপদ রইল। কিন্তু যে ব্যক্তি তাদের মন্দ কাজ পছন্দ করল এবং তা অনুসরণ করল, তবে সে তেমনি ধ্বংস হবে যেমনিভাবে মন্দকাজ সম্পন্নকারীরা ধ্বংস হয়েছে।

সাহাবীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাইলেন: আমাদের যেসব শাসকগণ উপরিউক্ত দোষে দোষী, আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব না? তিনি তাদেরকে লড়াই করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন: "না, যতক্ষণ তারা সালাত আদায়কারী থাকবে।"

হাদীসের শিক্ষা:

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতের একটি নিদর্শন হলো ভবিষ্যতে যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে, সে সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া এবং তিনি যেভাবে সংবাদ দিয়েছেন, তা সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে।

২. খারাপ কাজ পছন্দ করা ও তাতে শরীক হওয়া জায়েয নেই; বরং তা অপছন্দ ও প্রতিবাদ করা ওয়াজিব।

৩. যখন কোনো শাসক শরী'আহ বিরোধী কোনো কাজ করে, তখন তার আনুগত্য করা জায়েয নেই।

৪. মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে বের হওয়া জায়েয নেই; যেহেতু এতে আরো বেশি ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে, রক্তপাত ঘটবে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। সুতরাং অত্যাচারী ও পাপিষ্ঠ শাসকের অপছন্দনীয় কাজ সহ্য করা, তাদের অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করা উপরোক্ত রক্তপাত ও বিশৃঙ্খলার চেয়ে বেশি সহজ।

৫. সালাতের গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। এটি কুফর ও ইসলামের মাঝে পার্থক্যকারী।

(3481)

(38) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ». **[صحيح] - [رواه مسلم]**

(৩৮) - 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার এই ঘরে বলতে শুনেছি: "হে আল্লাহ ! যে আমার উম্মাতের কর্তৃত্ব লাভকারী যদি তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে তুমি তার প্রতি রূঢ় হও, আর আমার উম্মাতের কর্তৃত্ব লাভকারী যদি তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে,তুমি তার প্রতি নম্র ও সদয় হও।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

মুসলিমদের ছোট বড় যেকোনো ধরনের দায়িত্বভার যারা গ্রহণ করেন, চাই তা রাষ্ট্রীয় সাধারণ দায়িত্ব হোক বা আংশিক দায়িত্ব, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যারা তাদের প্রতি রূঢ় ও কষ্টদায়ক আচরণ করে এবং তাদেরক প্রতি কোমল আচরণ করে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সমজাতীয় আচরণ কঠোরতা আরোপ করেন।

পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রতি কোমল আচরণ করবে ও তাদের কাজগুলো সহজ করবে আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি কোমল হবেন এবং তাদের কাজগুলো সহজ করবেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. যিনি মুসলিমদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তার উচিত সাধ্যমত কোমল হওয়া।

২. সমজাতীয় কাজের বিনিময়ও সমজাতীয় হয়ে থাকে।

৩. কোমলতা ও কঠোরতার মাপকাঠি হলো যা কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হবে না।

(5330)

(39) – عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» **قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ:** «لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

[صحيح] – [رواه مسلم]

(৩৯) - তামীম আদ-দারী রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নসীহত প্রতিষ্ঠাই দীন।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কার জন্য? তিনি বললেন: "আল্লাহর, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম সাধারণ জনগণের।" **[সহীহ]** - **[এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, দীন হচ্ছে ইখলাস ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত; যাতে আল্লাহ যেভাবে যা কিছু ফরয করেছেন তা কমতি বা প্রতারণা না করে সেভাবেই পরিপূর্ণতার সাথে আদায় করা যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো: কার জন্য নসীহত প্রতিষ্ঠা ? তিনি বললেন:

প্রথমত: আল্লাহর জন্য নসীহত: আর তা হলো একমাত্র তাঁরই জন্য আমল করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা, তাঁর রুবুবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত এবং নাম ও সিফাতসমূহের উপরে ঈমান আনা, তাঁর আদেশকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেওয়া।

দ্বিতীয়ত: তাঁর কিতাব তথা আল-কুরআনের নসীহত: আর তা হলো: আমরা বিশ্বাস স্থাপন করব যে, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তাঁর সর্বশেষ কিতাব। এটি পূর্ববর্তী সকল শরী'য়াতকে রহিতকারী। আমরা আল-কুরআনকে সম্মান করব, যথাযথ হক আদায়সহ তিলাওয়াত করব, এর মুহকাম (স্পষ্ট বিধিবিধান সম্বলিত আয়াত) অনুযায়ী আমল করব, এর মুতাশাবিহাতসমূহের (অবোধগম্য) ব্যাপারে সোপর্দ করব, এর বিকৃত ব্যাখ্যাকারীদের অপব্যাখ্যাকে প্রতিহত করব, এর উপদেশসমূহ দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করব, এর ইলম সম্প্রচার করব এবং এর প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিব।

তৃতীয়ত: তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য নসীহত: তা হলো, আমরা বিশ্বাস করব যে, তিনি সর্বশেষ রাসূল, তিনি যা নিয়ে আগমন করেছেন সেগুলোকে অন্তর থেকে স্বীকৃতি দেব, তাঁর আদেশ পালন করব ও নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকব। তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন একমাত্র সে অনুযায়ীই আমরা আল্লাহর ইবাদত করব, তাঁর অধিকারকে বড় মনে করে

মর্যাদা দিব, তাঁকে সম্মান করব, তাঁর দাওয়াত সম্প্রসারণ করব, তাঁর শরী'য়তের প্রচার-প্রসার করব এবং তাঁর থেকে সকল প্রকারের অপবাদ দূর করব।

চতুর্থত: মুসলিম শাসকদের জন্য নসীহত: হকের ব্যাপারে তাঁদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করব, ক্ষমতা নিয়ে তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না, আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে তার কথা শুনব এবং মান্য করব।

পঞ্চমত: মুসলিম সাধারণ জনগণের জন্য নসীহত: আর তা হলো: তাদের প্রতি সুন্দর আচরণ করা, তাদেরকে দীনের প্রতি দাওয়াত দেওয়া, তাদের থেকে কষ্টকর জিনিস অপসরণ করা, তাদেরকে ভালোবাসা, সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করা।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নসীহত বাস্তবায়ন সকলের জন্য প্রযোজ্য।

২. দীনে নসীহতের মর্যাদা অপরিসীম।

৩. দীন (ইসলাম) হলো: বিশ্বাস-স্বীকৃতি, কথা ও কর্মের সমষ্টি।

৪. নসীহতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: ধোঁকা-প্রতারণা থেকে নসিহত গ্রহীতার জন্য অন্তরকে পবিত্র করা এবং তার জন্য কল্যাণ কামনা করা।

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদানের অন্যতম নীতি হলো, তিনি প্রথমে বিষয়টি সংক্ষেপে উল্লেখ করে, পরে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা।

৬. অনুরূপ তাঁর অন্যতম নীতি হলো, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরুতে ও পরবর্তীতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর জন্য নসিহতকে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন, অতপর তাঁর কিতাবের, অতপর তাঁর রাসূলের, অতপর মুসলিম নেতাদের এবং তারপরে সাধারণ মানুষের জন্য নসিহতের কথা উল্লেখ করেছেন।

(4309)

(40) - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7]. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ». [صحيح] - [متفق عليه]

(৪০) - 'আয়িশাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 7]

যার অর্থ: "তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত 'মুহকাম', এগুলো কিতাবের মূল আর অন্যগুলো 'মুতাশাবিহ', সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফেৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে: আমরা এগুলোতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে'; এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।" [সূরা আলে-ইমরান: ০৭]। আয়িশাহ বলেছেন: তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "যখন তুমি কাউকে দেখবে সে এমন কিছুর অনুসরণ করছে, যার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে, তাহলে জেনে রাখবে, তারাই হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক

যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন- ‘তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।”
[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]

ব্যাখ্যা:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ: “তিনিই আপনার প্রতি এই কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত ‘মুহকাম’, এগুলো কিতাবের মূল আর অন্যগুলো ‘মুতাশাবিহ’, সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে শুধু তারাই ফেৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে মুতাশাবিহাতের অনুসরণ করে। অথচ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে: আমরা এগুলোতে ঈমান রাখি, সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে’; এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।” এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনিই তাঁর নবীর উপরে কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে, যেগুলো স্পষ্ট অর্থ বহনকারী এবং দ্ব্যর্থহীন বিধান সম্বলিত, যার মধ্যে কোনো ধরণের অস্পষ্টতা নেই। এগুলোই হচ্ছে কিতাব তথা কুরআনের মূল এবং প্রত্যাবর্তনস্থল। এটা পরস্পর দ্বন্দের সময়ে প্রত্যাবর্তনস্থল। অন্যদিকে কুরআনে এমন কিছু আয়াতও রয়েছে, যেগুলো একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে, যেগুলোর অর্থ কতিপয় মানুষের নিকটে অস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় অথবা তারা মনে করে যে, এ আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের বিরোধ রয়েছে। এরপরে আল্লাহ তা‘আলা এ ধরণের আয়াতগুলোর ব্যাপারে মানুষের আচরণ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যাদের অন্তরে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার ব্যাপারটি থাকে, তারা মুহকাম (দ্ব্যর্থহীন) আয়াতগুলোকে পরিত্যাগ করে। আর তার বিপরীতে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে এমন দ্ব্যর্থবোধক

আয়াতগুলোকে গ্রহণ করে থাকে। এর দ্বারা তারা সন্দেহ ছড়ানো এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। এছাড়াও তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুকুলে এর ব্যাখ্যা করার আশা করে। আর অপরপক্ষে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ জানেন যে এটা মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক), তাই তারা এটাকে মুহকাম আয়াতের প্রতি ফিরিয়ে দেয়। আর উক্ত আয়াতগুলির উপরে ঈমান আনে যে, এগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকেই, তাই সংশয় অথবা পারষ্পারিক বিরোধের কোনো অবকাশই নেই। কিন্তু এ থেকে সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী ছাড়া কেউই উপদেশ বা নসীহত গ্রহণ করতে পারে না। এরপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন 'আয়িশাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তিনি যখন এমন কাউকে দেখবেন, যারা মুতাশাবিহ আয়াতকে অনুসরণ করে, তখন জেনে রাখবে, এরাই হচ্ছে ঐসব লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে" তাদের থেকে সতর্ক থাকবে এবং তাদের প্রতি কর্ণপাত করবে না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. কুরআনের মুহকাম আয়াত হচ্ছে: যে আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট এবং বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন। আর মুতাশাবিহ হচ্ছে: যা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে এবং চিন্তা-ভাবনা ও

২. গভীরভাবে বোঝার প্রয়োজন হয়।

৩. বক্রতার অধিকারী, বিদ'আতী ব্যক্তি, যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সমস্যার উত্থাপন করে এবং তাদের মধ্যে সন্দেহ আরোপ করে, তাদের সাথে মেলামেশার ক্ষেত্রে সতর্কতা রয়েছে এতে।

৪. আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলার বাণী: (وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) যার অর্থ: "এবং জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ছাড়া আর কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না।" এটি বক্র মানুষিকতার লোকদের জন্য অপমান এবং গভীর জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য প্রশংসা। তথা: যারা উপদেশ গ্রহণ করে না, শিক্ষা নেয় না এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক নয়।

৫. মুতাশাবিহ বিষয়ের অনুসরণ অন্তরের বক্রতার কারণ।

৬. মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতসমূহ, যার অর্থ অনেক সময় বোঝা যায় না, এমন আয়াতগুলোকে মুহকাম (দ্ব্যর্থহীন) আয়াতের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক।

৭. ঈমানদার এবং পথভ্রষ্টদের পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন করার জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কতিপয় আয়াতকে মুহকাম ও কতিপয় আয়াতকে মুতাশাবিহ হিসেবে নাযিল করেছেন।

৮. কুরআনে মুতাশাবিহ আয়াত থাকাতে আলিমদের অন্যদের উপরে মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে এবং 'আকলের কমতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য; যেন তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে।

৯. ইলমের গভীরতার ফযীলত এবং তাতে দৃঢ় থাকার প্রয়োজনীয়তা।

১০. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ এ আয়াতের "اللَّه" শব্দে ওয়াক্বফ করা (থামা) নিয়ে মুফাসসিরীন আলিমগণ দুটি মত পোষণ করেছেন। যারা "اللَّه" শব্দে ওয়াক্বফ করেছেন, তাদের নিকটে তাউয়ীল (تَأْوِيل) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- কোনো বস্তু সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে জানা, এবং এমন বিষয়সমূহ যা জানার কোনো উপায় নেই, যেমন: রূহের কার্যক্রম এবং কিয়ামাত- যেগুলো আল্লাহ তা'আলা তাঁর স্বীয় ইলমের মধ্যে রেখে দিয়েছেন। আর সুগভীর

জ্ঞানের অধিকারীগণ সেগুলো উপরে ঈমান রাখেন এবং এর হাকীকতকে আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করেন, এতে করে তারা নিজেরা নিরাপদ থাকেন এবং অন্যদেরকেও নিরাপদ রাখেন। আর যারা "اللَّهُ" শব্দে ওয়াক্ফ না করে মিলিয়ে পড়েছেন, তাদের নিকটে তাউয়ীল (تَأْوِيل) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাফসীর, ব্যাখ্যাকরণ এবং বক্তব্যকে সুস্পষ্টকরণ। সুতরাং তা আল্লাহ তা'আলা জানেন, আবার সুগভীর জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তা জানেন। আর তাই তারা এগুলোর উপরে ঈমান রাখেন এবং এগুলোকে মুহকাম আয়াতসমূহের দিকে ফিরিয়ে দেন।

(65062)

(41) – عن أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৪১) - আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় কাজ দেখতে পাবে, সে যেন উক্ত অন্যায়কে তার হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তবে সে যেন তার জিহ্বা (ভাষা) দ্বারা তা পরিবর্তন করে। যদি সে তাতেও সক্ষম না হয়, তবে সে যেন তার অন্তর দিয়ে [চেষ্টা করে এবং ঘৃণা করে]। আর এটিই হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধ্যানুসারে অন্যায় কাজকে প্রতিহত ও পরিবর্তন করতে আদেশ করেছেন। আর অন্যায় কাজ হচ্ছে এমন প্রতিটি কাজ যা থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন। সুতরাং যখন কেউ কোনো

অন্যায় কাজ দেখবে, তার জন্য আবশ্যক হবে যে, সে তার হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করবে, যদি তার ক্ষমতা থাকে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে তার জিহ্বা (কথা) দিয়ে তা পরিবর্তন করবে, এভাবে যে, সে উক্ত অন্যায় কাজে জড়িত ব্যক্তির কাছে ঐ অন্যায় কাজটির ক্ষতিকর দিকসমূহ বর্ণনা করবে। আর উক্ত অন্যায় কাজের বিপরীতে তাকে কল্যাণকর কাজের পথ দেখাবে। যদি সে এ স্তরেও অক্ষম হয়ে থাকে, তবে সে তা প্রতিহত ও পরিবর্তন করবে তার অন্তর দিয়ে। আর সেটি এভাবে যে, সে এ অন্যায় কাজকে ঘৃণা করবে এবং মনে দৃঢ় প্রত্যয়ী হবে যে, যদি তার সামর্থ্য থাকত, তবে সে অবশ্যই তা প্রতিহত ও পরিবর্তন করত। অন্যায়কে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ঈমানের সবচেয়ে নিম্নতম স্তর হচ্ছে অন্তরের মাধ্যমে প্রতিবাদ বা পরিবর্তন করা।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসটি অন্যায়কে পরিবর্তন ও প্রতিরোধের (পদ্ধতি) বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি।

২. এতে অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। আর প্রত্যেককেই তা স্বীয় সাধ্য ও ক্ষমতা অনুসারে করতে হবে।

৩. অন্যায় থেকে নিষেধ করা দীনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর এটি কারো থেকেই রহিত (স্থগিত) হয় না। প্রতিটি মুসলিমই তার সাধ্য অনুসারে এ কাজের ব্যাপারে দায়বদ্ধ।

৪. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ হচ্ছে ঈমানের একটি বৈশিষ্ট্য। আর ঈমান কমে এবং বাড়ে।

৫. অন্যায় কাজ থেকে নিষেধের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে: উক্ত কাজটি অন্যায় (মন্দ) হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞান থাকা।

৬. অন্যায়কে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে: এটি পরিবর্তন করতে গিয়ে আরও মারাত্মক অন্যায় সংঘটিত না হওয়া।

৭. অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করার কিছু আদব এবং শর্ত রয়েছে, যেগুলো অবশ্যই মুসলিমকে জানতে হবে।

৮. অন্যায়কে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে শর‘ঈ কৌশল , ইলেম ও দূরদর্শিতার প্রয়োজন।

৯. অন্যায়কে অন্তরের দ্বারা অস্বীকার ও ঘৃণা না করাটা ঈমানের দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

(65001)

(42) – عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৪২) - আবূ মাস‘ঊদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, আমার বাহন ধ্বংস হয়ে গেছে, আপনি আমাকে একটি বাহন প্রদান করুন। তিনি বললেন: “আমার কাছে তো তা নেই।” সে সময় এক ব্যক্তি বললো, আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান তাকে দিবো যে তাকে বাহন দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “যে ব্যক্তি কোনো উত্তম বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে, তার জন্য আমলকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে।” **[সহীহ্] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, আমার বাহন ধ্বংস হয়ে গেছে, আপনি আমাকে একটি পশু দান করুন, যা আমি বাহন হিসেবে ব্যবহার করে আমার গন্তব্যে পৌঁছতে পারব। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, তাঁর কাছে এমন কোনো বাহন নেই যাতে সে আরোহণ করতে পারে। তখন উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান তাকে দিবো যে তাকে বাহন দিতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সংবাদ দিলেন, সে ব্যক্তি অভাবীকে তার প্রয়োজন মিটাতে সন্ধান দেওয়ায় সেও উক্ত দানকারী ব্যক্তির সাথে সাওয়াবের অংশীদারি।

হাদীসের শিক্ষা:

১. কল্যাণকর কাজের সন্ধান দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২. কল্যাণকর কাজের সন্ধান দেওয়া মুসলিম সমাজের যৌথ দায়িত্বভার গ্রহণ করার ও একে অন্যের সম্পূরকতার অন্যতম কারণ, যে ব্যাপারে হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. মহান আল্লাহ অনুগ্রহ সুপ্রশস্ত হওয়ার প্রমাণ।

৪. হাদীসটি ব্যাপক মূলনীতি নির্ধারণকারী হাদীস, যা সকল প্রকারের কল্যাণকর কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৫. কোনো মানুষ যখন সাহায্যপ্রার্থীর অভাব পূরণ করতে সক্ষম হয় না, তখন সে যাতে অন্যকে দেখিয়ে দেয়, যিনি তার অভাব পূরণ করতে পারে।

(5354)

(43) – عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». [حسن] - [رواه أبو داود وأحمد]

(৪৩) - ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।"

[হাসান]-[এটি আবু দাউদ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোনো কাফির অথবা ফাসিক অথবা নেককার সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে- আর তা হলো তাদের আক্বীদা অথবা ইবাদত অথবা চাল-চলন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে। কেননা বাহ্যিক অনুকরণ মূলত অভ্যন্তরীণ ও মনের অনুসরণ-অনুকরণে পৌঁছে দেয়। নি:সন্দেহে কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। কখনও কখনও তা তাদের প্রতি ভালোবাসা, তাদেরকে সম্মান করা এবং তাদের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এসব বাহ্যিক অনুসরণ ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ ও ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর কাছে এসব থেকে পানাহ চাই।

হাদীসের শিক্ষা:

১. কাফির ও ফাসিকের অনুসরণ-অনুকরণ করতে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

২. সৎ লোকদের সাদৃশ্য পোষণ ও তাদের অনুসরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

৩. কখনো কখনো বাহ্যিক অনুসরণ অন্তরের ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

৪. নিছক বাহ্যিক অনুসরণ-অনুকরণ ও এ ধরনের কাজের কারণে মানুষ শাস্তির উপযুক্ত ও গুনাহগার হয়ে থাকে।

৫. কাফিরদের দ্বীন ও তাদের নিজস্ব কৃষ্টি-কালচার ও প্রথার অনুসরণ করা নিষেধ। তবে উপরিউক্ত বিষয় না হয়ে যদি ভিন্ন কিছু হয়, যেমন শিল্প ইত্যাদি তাদের থেকে শিক্ষা লাভ করা হয়, তবে তা নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

(5353)

(44) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৪৪) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহুদি হোক আর খ্রিষ্টান, যে ব্যক্তিই আমার এ রিসালাতের খবর শুনেছে; অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মারা যাবে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।" **[সহীহ্] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম করে বলেছেন, এ উম্মতের ইয়াহুদি, খ্রিষ্টান বা অন্য যেকোনো কারো কাছে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের দাওয়াত পৌঁছল, অতপর সে তাতে ঈমান না এনে যদি মারা যায়, তবে অবশ্যই সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য এবং তাঁর অনুসরণ করা সকলের উপর ফরয। তাছাড়া তাঁর আনিত শারী'আহর মাধ্যমে পূর্ববর্তী সব শারী'আহ রহিত (বাতিল) হয়ে গেছে।

২. সুতরাং যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করবে, তার অন্যান্য নবী রাসূল 'আলাইহিমুস সালামের উপর আনিত ঈমান কোনো কাজে আসবে না।

৩. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনেনি, তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, সে মূলত ওযরগ্রস্ত (ক্ষমাপ্রাপ্ত)।

৪. পরকালে তার বিষয় আল্লাহর উপর ন্যস্ত থাকবে।

৫. কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার ইসলাম উপকারে আসবে; যদিও সে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করে। এমনকি যদিও সে ভীষণ অসুস্থতার সময় ইসলাম কবুল করে, যদি তার রূহ কণ্ঠে না পৌঁছে।

৬. কাফিরদের ধর্মকে বিশুদ্ধ মনে করা- তন্মধ্যে ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্ম-কুফরী।

৭. হাদীসে ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মূলত অন্যান্য ধর্ম বাতিল হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করার জন্যে। কেননা ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের আসমানী কিতাব থাকা সত্ত্বেও তাদের অবস্থা যেহেতু এমন, সুতরাং যাদের আসমানী কিতাব নেই তারা বাতিল হওয়া আরো অধিক উপযুক্ত। সুতরাং তাদের সকলের উপর ফরয হলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত দ্বীনে প্রবেশ করা এবং তাঁর অনুসরণ করা।

(3272)

(45) – عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك المُتَنَطِّعُون» قالها ثلاثًا. [صحيح] - [رواه مسلم]

(৪৫) - আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হোক।" তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন। **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে দ্বীনের ও দুনিয়াবী ব্যাপারে, কথা ও কাজে হিদায়েত ও ইলেম ব্যতীত নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীদের ধ্বংস ও ক্ষতির কথা বর্ণনা করেছেন। সীমালঙ্ঘনকারীগণ শরী'আতের সে সীমারেখা অতিক্রম করেছে যা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করেছেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সকল ক্ষেত্রে কঠোরতা ও লৌকিকতা করা হারাম। সবসময় কঠোরতা পরিহার করতে উৎসাহিত করা হয়েছে; বিশেষ করে ইবাদত ও সৎ লোকদের সম্মানের ক্ষেত্রে।

২. ইবাদত ও অন্য ক্ষেত্রে পূর্ণতা তালাশ করা প্রশংসনীয় কাজ; তবে তা যেন অবশ্যই শরী'আহ অনুসারে হয়।

৩. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাগিদ দেওয়া মুস্তাহাব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত বাক্যটি তিনবার বলেছেন।

৪. হাদীসে ইসলামের উদারতা ও সহজতা বর্ণিত হয়েছে।

(3420)

(46) – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৪৬) - আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের তাকদীর আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি আরো বলেছেন: "তখন তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজগতের তাকদীরে যা ঘটবে তা বিস্তারিতভাবে লাওহে মাহফুযে আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিখে রেখেছেন, যেমন: জীবন, মৃত্যু ও রিযিকসহ অন্যান্য বিষয়সমূহ। আর সেগুলো মহান আল্লাহর ফয়সালা অনুযায়ী অবশ্যই কার্যকর হচ্ছে। সুতরাং যা কিছুই ঘটবে সবকিছু আল্লাহর নির্ধারণ (তাকদীর) ও

ফয়সালার কারণেই হবে। অতএব, বান্দার জন্য যা পাওয়ার ছিল, তা কখনো ছুটে যাওয়ার নয়, আবার যা ছুটে যাওয়ার ছিল, তা কখনো পাওয়ার নয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাকদীর ও ফয়সালার উপরে ঈমান আনা আবশ্যক।

২. তাকদীর হচ্ছে: সকল বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার ইলম, তাঁর লিখন, তাঁর ইচ্ছা পোষণ ও সকল বিষয় আল্লাহর সৃষ্টি করা।

৩. আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তাকদীর লিখিত, এ ব্যাপারে ঈমান আনার ফলাফল হচ্ছে: আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি ও পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

৪. আসমান-যমীন সৃষ্টির পূর্বে রহমান (আল্লাহ)-এর 'আরশ পানির উপরে ছিল।

(65038)

(47) – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ: «أَنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَهُ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ المَلَكُ، فَيُؤْذَنُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ: رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا». [صحيح] – [متفق عليه]

(৪৭) - আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত: আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসেবে প্রত্যায়িত: "নিশ্চয় তোমাদের যেকোনো ব্যক্তি তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত অবস্থান করে, তারপরে একটি জমাট রক্ত হিসেবে অনুরূপ অবস্থান করে, তারপরে একটি গোশতের টুকরা

হিসেবে অনুরূপ অবস্থান করতে থাকে। তারপরে আল্লাহ সেখানে ফেরেশতা পাঠান। তাকে চারটি বিষয়ের আদেশ করা হয় এবং সে তা লিপিবদ্ধ করে দেন: ব্যক্তির রিযিক, তার জীবন, তার কর্মকাণ্ড এবং সে সৌভাগ্যবান নাকি হতভাগ্য। তারপরে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ জান্নাতের আমল করতে থাকবে, এমনকি তার মধ্যে এবং জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজ দূরত্ব থাকবে, তখন তার দিকে লিপিবদ্ধ (তাকদীর) এগিয়ে আসবে আর সে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে থাকবে, ফলশ্রুতিতে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আবার তোমাদের কেউ জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করতে থাকবে, এমনকি তার মধ্যে এবং জাহান্নামের মধ্যে মাত্র এক গজ দূরত্ব থাকবে, তখন তার দিকে লিপিবদ্ধ (তাকদীর) এগিয়ে আসবে আর সে জান্নাতীদের ন্যায় আমল করতে থাকবে, ফলশ্রুতিতে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

ইবনু মাস‘ঊদ রদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তিনি তার বর্ণনার ব্যাপারে সত্যবাদী এবং তিনি সত্যবাদী হিসেবে প্রত্যায়িত, যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা তাকে সত্যায়ন করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: নিশ্চয় তোমাদের যেকোনো ব্যক্তির সৃষ্টির ধরন হলো: যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে গমন করে, তখন স্ত্রীর গর্ভে পৃথক হওয়া বীর্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত নুত্বফা হিসেবে (নিষিক্ত অবস্থায় থাকে। এরপরে তা ‘আলাক্কায় পরিণত হয়, আর তা হলো- জমাট রক্তপিণ্ড। আর এ অবস্থায় দ্বিতীয় চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। তারপর তা চিবানো যাওয়া পরিমাণ মাংসের টুকরাতে পরিণত হয়। আর এ অবস্থায় তৃতীয় চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। তারপরে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি ফেরেশতা প্রেরণ করেন, তৃতীয় চল্লিশ দিন পার হওয়ার পরে উক্ত ফেরেশতা তার মধ্যে রূহ

ফুঁকে দেন। এবং ফেরেশতাকে চারটি বিষয় লিখার আদেশ দেওয়া হয়: তা হচ্ছে- তার রিযিক, উক্ত ব্যক্তি তার গোটা জীবনে কী পরিমাণ নি'আমাত ভোগ করবে। এবং তার সময়কাল, তথা- দুনিয়াতে তার অবস্থান কাল। তার আমল: সে কী হবে? দুর্ভাগা নাকি সৌভাগ্যবান। তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কসম করেছেন যে, একজন ব্যক্তি জান্নাতীদের আমলই করতে থাকে। তার সে আমলমানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে নেক আমলই হয়। এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র একগজ দূরত্ব বাকী থাকে, অর্থ্যাৎ: জান্নাতে প্রবেশ করা ও তার মধ্যে মাত্র এতটুকু দূরত্ব থাকে, যেভাবে কোনো ভূমিতে প্রবেশের সময় একগজ পরিমাণ দূরত্ব বাকী থাকে। তখন তার ভাগ্য-লিখন ও তার জন্য নির্ধারিত বিষয় তার দিকে অগ্রসর হয়, এ সময়ে সে জাহান্নামীদের ন্যায় আমল করে, আর এটিই তার শেষ অবস্থা হয়, এ কারণে সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। কেননা আমল কবূল হওয়ার জন্য তার উপরে সুদৃঢ় থাকা এবং (অবস্থার) পরিবর্তন না করা শর্ত। অপরপক্ষে মানুষের মধ্যে এমন একদল মানুষ রয়েছে, যারা জাহান্নামীদের মত আমল করে সেখানে প্রবেশের কাছাকছি চলে যায়, এমনকি তার মধ্যে এবং জাহান্নামের মধ্যে মাত্র একগজ যমীন পরিমাণ দূরত্ব বাকী থাকে। তখন তার ভাগ্য-লিখন ও তার জন্য নির্ধারিত বিষয় তার দিকে অগ্রসর হয়, তখন সে জান্নাতীদের মতো আমল করতে থাকে এবং জান্নাতে প্রবেশ করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. প্রতিটি কাজের শেষ ও চূড়ান্ত গন্তব্য পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্ত ও তাকদীরের প্রতিই প্রত্যাবর্তিত হবে।

২. আমলের আকৃতিতে প্রতারিত হওয়া থেকে সতর্ক করা হয়েছে; কেননা শেষ আমলই ধর্তব্য।

(65037)

(48) – عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(৪৮) - ইবনু মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটে আর জাহান্নামও অনুরূপ।” **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নাম মানুষের অতি নিকটে, যেমন কারো পায়ের জুতার ফিতা তার পায়ের পৃষ্ঠেই। কেননা, কোনো ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি ভালো কাজ করল তার দ্বারা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অথবা কোনো গুনাহ করল আর তা তার জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. কল্যাণকর কাজে উৎসাহ প্রদান করা; যদিও তা যত কম হোক। অকল্যাণ কাজ থেকে ভীতিপ্রদর্শন; যদিও তা কম হোক।

২. একজন মুসলিমের জীবনে আল্লাহর কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাঁর ভয়-ভীতি উভয়টি থাকা অত্যাবশ্যকীয়। তাছাড়া সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলার কাছে হকের উপর অবিচল থাকার দু‘আ করা, যাতে সে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী হন এবং এ ব্যাপারে কোনো অবস্থাতে নিজেকে ধোঁকায় না ফেলে।

(3581)

(49) - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(৪৯) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "জাহান্নাম প্রবৃত্তি দিয়ে বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ ও অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন , জাহান্নাম এমন সব হারাম অথবা ফরয আদায়ে ত্রুটিপূর্ণ জিনিস দ্বারা বেষ্টিত ও ঘেরাওকৃত যা মানুষের অন্তরের প্রবৃত্তি পছন্দ করে। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ ও অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে।" সুতরাং যে ব্যক্তি এসব প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে সে জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। অন্যদিকে জান্নাত এমন সব জিনিস দ্বারা বেষ্টিত যা মানুষের অন্তর অপছন্দ করে, যেমন: আল্লাহর আদেশসমূহ নিয়মিত পালন করা, হারাম কাজ বর্জন করা এবং এসবের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। সুতরাং মানুষ যখন এসব বাধা তুচ্ছজ্ঞান করে নিজে (জান্নাত পাওয়ার) আপ্রাণ প্রচেষ্টা করবে তখন সে জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. প্রবৃত্তিতে পতিত হওয়ার অন্যতম কারণ হলো শয়তান অন্যায় ও খারাপ কাজকে সুশোভিত করে মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করে; যাতে তার অন্তর সেটিকে সুন্দর হিসেবে দেখে। অতপর সে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

২. হারাম প্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকা; কেননা তা জাহান্নামের পথ। অপছন্দনীয় জিনিসের উপর ধৈর্যধারণ করা; কেননা তা জান্নাতের পথ।

৩. এ হাদীসে নফসের মুজাহাদা তথা যথাযথ আত্মপ্রোচেষ্টা করা ও বেশি বেশি ইবাদত করতে প্রচেষ্টা চালানো, আনুগত্যপূর্ণ অপছন্দনীয় জিনিস হলেও এবং দু:খে-কষ্টে ধৈর্যধারণ করার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

(3702)

(50) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْجَنَّةِ، فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَرَجَعَ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ. قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَى النَّارِ وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَرَجَعَ فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَا يَدْخُلُهَا أَحَدٌ. فَأَمَرَ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، فَرَجَعَ وَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا». [حسن] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي]

(৫০) - আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: "যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি জিবরীল 'আলাইহিস সালামকে জান্নাতে প্রেরণ করে বললেন: তুমি জান্নাতের দিকে তাকাও এবং এর অধিবাসীদের জন্য আমি যা প্রস্তুত করে রেখেছি তাও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করো। জিবরীল জান্নাত দেখে ফিরে আসলেন। তারপরে বললেন: আপনার ইজ্জতের কসম! যেকোনো ব্যক্তি এটা সম্পর্কে শোনা মাত্রই সেখানে প্রবেশ করবে। তারপরে আল্লাহ জান্নাতের চারপাশে কষ্টকর বিষয় দ্বারা ঢেকে দেওয়ার জন্য আদেশ করলেন। তারপর বললেন: তুমি আবার তা দেখে এসো এবং তার অধিবাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রেখেছি, তা পর্যবেক্ষণ করো। তারপর জিবরীল জান্নাতের দিকে নজর দিলেন, তখন সেখানে সব কষ্টকর বিষয়গুলো দেখে বললেন: আপনার ইজ্জতের কসম! আমি ভয় পাচ্ছি যে, সেখানে কেউই প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন: যাও জাহান্নাম দেখে এসো এবং সেখানে আমি তার অধিবাসীদের জন্য যা

প্রস্তুত করে রেখেছি, তা পর্যবেক্ষণ করো। তখন তিনি সেখানে তাকালেন আর দেখতে পেলেন যে, তার এক অংশ অন্য অংশের উপরে আছড়ে পড়ছে। তিনি ফিরে এসে বললেন: আপনার ইজ্জতের কসম! এখানে কেউ প্রবেশ করবে না। তখন আল্লাহ তা‘আলা তার চারপাশে প্রবৃত্তির লালসা বা কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে দেওয়ার আদেশ দিলেন। তারপরে তাকে বললেন: যাও, এবার দেখে এসো। তিনি সেখানে তাকানো মাত্র দেখলেন তার চারপাশে সব কামনা-বাসনার বস্তুগুলো দ্বারা আবৃত রয়েছে। তখন তিনি ফিরে এসে বললেন: আমি ভয় পাচ্ছি যে, যেই সেখান থেকে বাঁচার চেষ্টা করুক না কেন, সে তাতে প্রবেশ করবেই।” **[হাসান]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি জিবরীল ‘আলাইহিস সালামকে বললেন: তুমি জান্নাতের দিকে যাও আর তাতে দৃষ্টিপাত করো। তখন জিবরীল সেখানে গেলেন, তার ভিতরে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং ফিরে এলেন। তারপরে জিবরীল বললেন: হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! যেকোনো ব্যক্তি সেখানে থাকা নি‘আমাত, সম্মান-মর্যাদা ও কল্যাণের ব্যাপারে শুনবে, সে অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করতে চাইবে এবং এর জন্য আমল করবে। তারপরে আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতকে মানুষের কাছে কষ্টকর ও কঠিন বিষয় দ্বারা ঢেকে দিলেন, যেমন: আদেশসমূহ পালন করা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি সেখানে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করবে, তাকে উক্ত কষ্টকর বিষয়সমূহ পাড়ি দিতে হবে। জান্নাতকে কষ্টকর বিষয় দ্বারা ঢেকে দেওয়ার পরে আল্লাহ

তা‘আলা বললেন: হে জিবরীল! তুমি যাও আর জান্নাত দেখে এসো। সুতরাং জিবরীল সেখানে যেয়ে তা দেখলেন, তারপরে এসে বললেন: হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! আমার ভয় হচ্ছে যে, জান্নাতের পথে এত কষ্ট ও কাঠিন্য থাকার কারণে সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ যখন জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন: হে জিবরীল! তুমি যাও আর তা দেখে এসো। তখন তিনি যেয়ে তা প্রত্যক্ষ করলেন। তারপরে এসে জিবরীল বললেন: হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! যেকোনো ব্যক্তি জাহান্নামের কষ্ট, শাস্তি ও সংকটের কথা শুনবে, সে অবশ্যই সেখানে প্রবেশ করাকে অপছন্দ করবে এবং সেখানে প্রবেশ করানোর উপকরণ ও কারণসমূহ থেকে দূরে অবস্থান করবে। তারপর আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামকে দুনিয়াবী কামনা-বাসনা, লালসা দ্বারা আবৃত করে দিলেন, এবং এগুলো তার প্রবেশের পথে রেখে দিলেন। তারপর জিবরীলকে বললেন: হে জিবরীল! যাও আর দেখে এসো। তখন জিবরীল সেখানে গেলেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন এবং ফিরে এসে বললেন: হে আমার রব! আপনার ইজ্জতের কসম! আমি ভীত, শঙ্কিত ও আতঙ্কিত যে, এখান থেকে কেউই নিষ্কৃতি পাবে না; যেহেতু এর চারপাশে লালসা ও কামনা-বাসনা রয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় অস্তিত্বে রয়েছে মর্মে ঈমান আনতে হবে।

২. গায়েবের উপর এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে এসেছে তার প্রতিটি বিষয়ের উপরে ঈমান আনা আবশ্যক।

৩. কষ্টকর বিষয়ে সবর অবলম্বন করার গুরুত্ব; কেননা তা জান্নাতে পৌঁছানোর পথ।

৪. হারাম কাজ থেকে দূরে থাকার গুরুত্ব; কেননা তা জাহান্নামে পৌঁছানোর পথ।

৫. জান্নাত কষ্টকর বিষয় দ্বারা এবং জাহান্নামকে কামনা, বাসনা দ্বারা ঢেকে দেওয়াটা দুনিয়ার জীবনে (মানুষের) পরীক্ষার দাবী বহন করে।

৬. জান্নাতের পথ অত্যন্ত কঠিন এবং দুর্গম। যাতে ঈমানের সাথে প্রচুর ধৈর্য ও সংগ্রাম করার প্রয়োজন পড়ে। পক্ষান্তরে জাহান্নামের পথ পার্থিব কামনা-বাসনা ও লালসা দ্বারা পরিপূর্ণ।

(65034)

(51) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ: «فُضِّلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(৫১) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কাছে বিদ্যমান আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তরভাগের একভাগ।" জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল: এটা যদি যথেষ্ট হতো। তিনি বললেন: “এ আগুনের উপরে জাহান্নামের আগুনকে এমন ঊনসত্তর গুণ বর্ধিত করা হয়েছে যে, তার প্রতিটি অংশ একই রকম গরম।” **[সহীহ্] –[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিচ্ছেন যে, জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের সত্তর ভাগের একভাগের সমান। সুতরাং আখিরাতের আগুন দুনিয়ার আগুন থেকে ঊনসত্তর গুণ বেশী উত্তপ্ত হবে। যার প্রতিটি ভাগই দুনিয়ার আগুনের উত্তাপের সমপরিমাণ হবে। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয় দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে আযাব প্রদানের ক্ষেত্রে।

তখন তিনি বললেন: জাহান্নামের আগুনকে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে ঊনসত্তরগুণ বর্ধিত করা হয়েছে। যার প্রতিটি অংশই উত্তপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যটির সমান।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে সতর্ক করা হয়েছে, যেন তারা জাহান্নামে পৌঁছায় এমন কাজ থেকে দূরে থাকে।

২. জাহান্নামের আগুন, আযাবের ভয়াবহতা এবং তার প্রচন্ড উত্তপ্ত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

(65036)

(52) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ لَأَقْرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56]. [صحيح] – [رواه مسلم]

(৫২) - আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাকে বলেছিলেন: “আপনি বলুন: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ তথা: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবূদ নেই, তাহলে আমি আপনার জন্য কিয়ামাতের দিন সাক্ষ্য দেব।” তিনি বলেছিলেন: যদি কুরাইশরা আমাকে এ কথা বলে তিরস্কার না করত, তাকে একাজ করতে ভয় তাড়িত করেছে, তাহলে আমি তোমার চোখকে শীতল করতাম। তখন আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করলেন:

إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

যার অর্থ: “নিশ্চয় তুমি যাকে চাও, তাকে হিদায়াত দিতে পারবে না, বরং আল্লাহ যাকে খুশি হিদায়াত দেন।” [সূরা আল-কাসাস: ৫৬]। **[সহীহ]** - **[এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা আবু তালিবের মৃত্যু শয্যায় তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেছিলেন যেন সে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত মাবূদ নেই' একথাটি উচ্চারণ করেন। যাতে করে তিনি তার জন্য কিয়ামাতের দিনে সুপারিশ করতে পারেন এবং তার ইসলাম গ্রহণের সাক্ষ্য দিতে পারেন। আবু তালিব তা বলতে অস্বীকার করেছিল, এ ভয়ে যে, কুরাইশরা তাকে গালি-গালাজ করবে একথা বলে- সে দুর্বল হওয়ার কারণে ও মৃত্যুর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারপরে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: যদি এমনটি না হতো, তবে আমি তোমার অন্তরকে খুশি করে দিতে পারতাম শাহাদাত উচ্চারণের মাধ্যমে এবং তোমার সন্তুষ্ট হওয়া পর্যন্ত তোমার আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করে দিতাম! তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করলেন, যা স্পষ্ট করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের তাওফিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে হিদায়াত প্রদানের মালিক নন, বরং একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের তাওফীক দেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিজগতকে পথ দেখানো, বর্ণনা করা, পরামর্শ প্রদান এবং সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে আহ্বানের মাধ্যমে হিদায়াতের পথ দেখান।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মানুষের কথার ভয়ে হক বা সত্যকে পরিত্যাগ না করা উচিত।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ প্রদর্শন এবং নসীহত করার মাধ্যমে হিদায়াত দিতে পারেন, তবে তিনি হিদায়াতের তাওফীকদাতা নন।

৩. ইসলামের দিকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে অসুস্থ কাফির ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার বৈধতা।

৪. প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দিকে আহবান করার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগ্রহের প্রকাশ।

(65069)

(53) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ المِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا». [صحيح] - [متفق عليه]

(৫৩) - আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর রদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার হাউযটি এক মাসের সমান দূরত্ব। এর পানি দুধ অপেক্ষা বেশী সাদা, মেশক অপেক্ষা বেশী সুগন্ধিময়, এর পানপাত্র আসমানের তারকারাজির সমান। যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে, সে আর কখনো পিপাসিত হবে না।" **[সহীহ্] – [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, কিয়ামাতের দিন তার একটি হাউয থাকবে, যার দৈর্ঘ্য এক মাসের সমান দূরত্ব এবং প্রশস্ততাও হবে অনুরূপ। আর তার পানি হবে দুধ থেকেও অধিক সাদা, এর সুবাস হবে অত্যন্ত চমৎকার এবং মিশকের চেয়েও উত্তম। আর এর পানপাত্রের আধিক্য আকাশে বিদ্যমান তারকারজির ন্যায়। যে ব্যক্তি উক্ত পানপাত্রে এ হাউয থেকে পানি পান করবে, সে আর পিপাসিত হবে না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযে অনেক পানি সঞ্চিত থাকবে, সেখানে কিয়ামাতের দিনে তার উম্মাতের ঈমানদার ব্যক্তিরা উপনীত হবে।

২. যে ব্যক্তি হাউয থেকে পানি পান করবে সে নি'আমাত প্রাপ্ত হবে, তাই সে আর কখনো পিপাসা বোধ করবে না।

(65030)

(54) - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ، فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: وهَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ} [مريم: 39]، وَهَؤُلاَءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا {وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} [مريم: 39]». [صحيح] - [متفق عليه]

(৫৪) - আবু সাঈদ আল-খুদরী রদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: “মৃত্যুকে সাদা-কালো মিশ্রিত একটি ভেড়ার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে। তারপরে একজন ঘোষক ডেকে বলবেন: হে জান্নাতের অধিবাসীগণ! তখন তারা ঘাড় উঁচু করে তাকাবে আর উক্ত ঘোষক বলবেন: তোমরা কী একে চিনতে পারছ? তারা বলবে: জি, এটা হচ্ছে মৃত্যু। আর এটা প্রত্যেক ব্যক্তিই দেখতে পাবে। তারপরে ঘোষক আবার ডেকে বলবেন: হে জাহান্নোমের অধিবাসীগণ! তখন তারাও ঘাড় উঁচু করে তাকাবে। আর উক্ত ঘোষক বলবেন: তোমরা কী একে চিনতে পারছ? তারা বলবে: জি, এটা হচ্ছে মৃত্যু। আর এটা তাদের প্রত্যেকেই দেখতে পাবে। তারপরে ভেড়াটিকে যবাই করা হবে আর উক্ত ঘোষক বলবেন: হে জান্নাতের অধিবাসীগণ, স্থায়ীত্ব, আর কোনো মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামের অধিবাসীগণ! স্থায়ীত্ব, আর কোনো মৃত্যু নেই। এরপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন:

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

যার অর্থ: “আর তাদেরকে পরিতাপ দিবসের ব্যাপারে সতর্ক করো, যখন ফয়সালা হয়ে যাবে অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে থাকবে।” [মারইয়াম: ৩৯]। এবং

এ সমস্ত লোকেরা দুনিয়াদার, যারা গাফিলতির মধ্যে থাকবে । {وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} যার অর্থ: "আর তারা ঈমানও আনবে না।" [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৩৯]। **[সহীহ্] -[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামাতের দিনে মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে পুরুষ ভেড়ার আকৃতিতে আর ভেড়াটি সাদা ও কালো রঙ মিশ্রিত হবে। তারপরে ডাকা হবে: হে জান্নাতীরা! তখন তারা তাদের ঘাড়গুলো বাড়িয়ে তাদের মাথাগুলো উঁচু করে তাকাবে। একজন ঘোষক তাদেরকে তখন জিজ্ঞাসা করবেন: তোমরা কী একে চিনতে পারছ? তারা বলবে: হ্যাঁ, এটা তো মৃত্যু। জান্নাতীদের প্রত্যেকেই এটি দেখবে এবং চিনতে পারবে। তারপরে ঘোষক ডেকে বলবেন: হে জাহান্নামীরা! তখন তারাও তাদের ঘাড়গুলো বাড়িয়ে তাদের মাথাগুলো উঁচু করে তাকাবে। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন: তোমরা কী একে চিনতে পারছ? তারা বলবে: হ্যাঁ, এটা তো মৃত্যু। আর জাহান্নামীদের প্রত্যেকেই এটা দেখতে পাবে। তারপরে মৃত্যুকে যবাই করা হবে। তারপরে উক্ত ঘোষক বলবেন: হে জান্নাতীরা, স্থায়ীদের ন্যায় স্থায়ীত্ব, আর কখনো মৃত্যু হবে না। হে জাহান্নামীরা, স্থায়ীদের ন্যায় স্থায়ীত্ব, আর কখনো মৃত্যু হবে না। আর এতে করে মুমিনদের নি'আমাত বেড়ে যাবে আর কাফিরদের আযাবের যন্ত্রণাও বৃদ্ধি পাবে। তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করলেন:

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

যার অর্থ: "আর তাদেরকে পরিতাপ দিবসের ব্যাপারে সতর্ক করো, যখন ফয়সালা হয়ে যাবে অথচ তারা গাফিলতির মধ্যে থাকবে। আর তারা ঈমানও আনবে না।" সুতরাং কিয়ামাতের দিনে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে পার্থক্য করা হবে, আর প্রত্যেকে যেখানে সে স্থায়ীভাবে থাকবে,

সেখানে প্রবেশ করবে। আর তাই সেদিন খারাপ লোকের জন্য অনুতাপ ও পরিতাপের বিষয় হবে যে, সে ভালো কাজ করেনি। আর অল্প আমলকারীর পরিতাপ হবে যে, তার ভালো কাজের পরিমাণ বেশী হয়নি।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আখিরাতে স্থায়ীভাবে মানুষের থাকার স্থান হবে হয়তো জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

২. এ হাদীসে কিয়ামাত দিবসের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে যে, সেটি দুঃখ-দুর্দশা ও পরিতাপের দিন।

৩. হাদীসে জান্নাতীদের স্থায়ী আনন্দ ও জাহান্নামীদের স্থায়ী উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

(65035)

(55) – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَو أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا». [صحيح] - [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

(৫৫) - 'উমার ইবনুল খত্তাব রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য তাওয়াক্কুল (ভরসা) রাখতে, তবে তিনি তোমাদেরকে রিজিক দান করতেন, যেমন পাখিকে তিনি রিযিক দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে (বাসা থেকে) বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে (বাসায়) ফিরে।" **[সহীহ] – [এটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়া ও দীনের ব্যাপারে উপকার সাধন ও ক্ষতি দূরীকরণে আমাদেরকে মহান আল্লাহর উপর

যথাযোগ্য তাওয়াক্কুল (ভরসা) করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন। কেননা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দিতে বা দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারে না এবং তিনি ব্যতীত কেউ উপকার বা কোনো ক্ষতিও করতে পারে না। মহান আল্লাহর উপর সত্যিকারে তাওয়াক্কুল রেখে যেসব উপায়-উপকরণ উপকার সাধন করতে এবং ক্ষতি প্রতিহত করতে সাহায্য করে আমাদেরকে সেসব উপায়-উপকরণ গ্রহণ করতে হবে। আমরা যখন এরূপ করব তখন আল্লাহ আমাদেরকে রিযিক দান করবেন যেভাবে তিনি পাখিদেরকে দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে (বাসা থেকে) বের হয়, অতপর সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে (বাসায়) ফিরে আসে। উপায় অবলম্বন বর্জন ও অলসতা করে ঘরে বসে না থেকে রিযিকের সন্ধানে পাখিদের বাসা থেকে বের হওয়ার এ কাজটি একটি উপায় গ্রহণ মাত্র।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসে তাওয়াক্কুলের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। এটি রিযিক অন্বেষণের সর্বাধিক উপায়।

২. তাওয়াক্কুল করা কাজের ক্ষেত্রে উপায় গ্রহণের বিরোধী নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, প্রকৃত তাওয়াক্কুল সকাল-সন্ধ্যায় রিযিক অন্বেষণের বিরোধিতা করে না।

৩. শরী'য়ত অন্তরের আমলের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে। আর অবশ্য তাওয়াক্কুল হলো অন্তরের কাজ।

৪. নিছক উপায়ের সাথে সম্পর্ক দ্বীনের মধ্যে অসম্পূর্ণতা। আবার (শুধু তাওয়াক্কুল করে) উপায়-উপকরণ বর্জন করা বিবেকের অসম্পূর্ণতা।

(4721)

(56) – عن أبي ذر رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৫৬) - আবু যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: "হে আমার বান্দারা! আমি আমার নিজ সত্তার উপর জুলুম করাকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর জুলুম-অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ছিলে দিশেহারা, তবে আমি যাকে সুপথ দেখিয়েছি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত, তবে আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে আহার চাও, আমি তোমাদের আহার করাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই বস্ত্রহীন; কিন্তু আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত। তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাব।

হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন ভুল করে থাক। আর আমিই সব ভুল ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিব। হে আমার বান্দারা তোমরা কখনো আমার অনিষ্ট করতে পারবে না, যাতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই এবং তোমরা কখনো আমার উপকার করতে পারবে না, যাতে আমি উপকৃত হই। হে আমার বান্দারা! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের মানুষ ও জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচাইতে বেশি ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার অন্তরের মতো হয়ে যাও তাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের সকল মানুষ ও সকল জিন জাতির মধ্যে যার অন্তর সবচাইতে পাপিষ্ঠ তোমরা সবাই যদি তার অন্তরের মতো হয়ে যাও তাহলে আমার রাজত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না। হে আমার বান্দা! তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবদার করে আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি তাহলে আমার কাছে যা আছে তাতে এর চাইতে বেশী কিছু হ্রাস পাবে না, যেমন কেউ সমুদ্রে একটি সুচ ডুবিয়ে দিলে যতটুকু তা থেকে হ্রাস পায়। হে আমার বান্দারা। আমি তোমাদের ’আমলই তোমাদের জন্য সংরক্ষিত রাখি। এরপর পুরোপুরিভাবে তার বিনিময় প্রদান করে থাকি। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণ অর্জন করে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে তা ব্যতীত অন্য কিছু পায়, তবে সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ নিজের উপর যুলুম করা হারাম করেছেন এবং তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যেও তা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব একে অন্যের উপর যুলুম

করবে না। সৃষ্টিকুল সবাই ছিলো সত্য পথ থেকে দিশেহারা, পথভ্রষ্ট। তবে তিনি যাকে সুপথ দেখিয়েছেন এবং তাওফিক দিয়েছেন সে ব্যতীত। যে ব্যক্তি তাঁর কাছে হিদায়াত প্রার্থনা করে, তিনি তাকে তাওফিক দেন এবং হিদায়াত দান করেন। সৃষ্টিকুল সবাই আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী, তাদের সকল দিক থেকে তারা তাঁর কাছে অভাবী । তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে আল্লাহ তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন এবং তিনি তার জন্য যথেষ্ট। বান্দাগণ রাতদিন গুনাহ করতে থাকে। আর আল্লাহ তাদের গুনাহসমূহ গোপন রাখেন এবং বান্দা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি তাদেরকে মাফ করে দেন। তারা কখনো আল্লাহর কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না, আবার কখনো তাঁর কোনো উপকারও করতে পারবে না। তারা সবাই যদি আল্লাহকে সর্বাধিক ভয়কারী লোকের মতো হয়ে যায়, তবুও তাদের এ তাকওয়া আল্লাহর রাজত্বের মধ্যে কিছুই বৃদ্ধি করবে না। পক্ষান্তরে তারা যদি সবাই সবচাইতে পাপিষ্ঠ লোকের অন্তরের অধিকারী মতোহয়ে যায়, তাদের পাপসমূহ কখনও তাঁর রাজত্বের মধ্যে কিছুই হ্রাস করতে পারবে না। কেননা তারা সকলেই আল্লাহর কাছে দুর্বল, তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী, সবসময়, সকল স্থানে এবং সকল অবস্থায় তারা আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী, অভাবী। অন্যদিকে মহান আল্লাহ সবদিক থেকে অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত। তাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই তাঁর কাছে আবদার করে, প্রার্থনা করতে থাকে, আর তিনি যদি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করেন তাহলে আল্লাহর কাছে যা আছে তাতে কিছুই হ্রাস পাবে না। যেমন কেউ সমুদ্রে একটি সুচ ডুবিয়ে দিয়ে অতপর তা সমুদ্র থেকে তুলে আনলে কোনো কিছুই হ্রাস পায় না। আর এটি মহান আল্লাহর পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষীতা ও অভাবমুক্ত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বান্দার আমলসমূহ সংরক্ষণ করেন এবং তা গণনা করে রাখেন। অতপর তিনি কিয়ামতের দিন তা পরিপূর্ণভাবে তাদেরকে দান করবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার কাজের উত্তম প্রতিদান পাবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে, যেহেতু তিনি তাকে আনুগত্যের কাজ করতে তাওফিক দান করেছিলেন। অন্যদিকে যে ব্যক্তি তার আমলে মন্দ প্রতিদান পাবে, সে যেন নিজের নফসে আম্মারাকে (খারাপ কাজে আদেশকারী নফস) দোষারোপ করে, যে নফস তাকে মন্দ কাজের আদেশ দিয়েছে, যা তাকে ক্ষতিতে ও পরাজয়ে পৌঁছে দিয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়সাল্লাম তাঁর মহান রব থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এ ধরনের হাদীসকে হাদীসে কুদসী বা হাদীসে ইলাহী বলা হয়। এ হাদীসের শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর তরফ থেকে। তবে এতে কুরআনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে না, যেসব বৈশিষ্ট্য কুরআনকে অন্য সকল কিছু থেকে আলাদা করে, যেমন কুরআনের তিলাওয়াত ইবাদত, এ কুরআন স্পর্শ করতে হলে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়, কুরআনের চ্যালেঞ্জ এবং কুরআনের অনুরূপ কিছু আনয়ন করতে অক্ষমতা ইত্যাদি।

২. বান্দা ইলম ও হিদায়েতের যা কিছু অর্জন করে তা মহান আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়েত এবং তাঁর শিক্ষা দেওয়া ইলম।

৩. বান্দার যা কিছু কল্যাণ অর্জিত হয় তা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে হয়ে থাকে। অন্যদিকে বান্দার যা কিছু অকল্যাণ সাধিত হয়, তা তার নিজের পক্ষ থেকে এবং তার খামখেয়ালীপনার কারণে।

৪. যে ব্যক্তি ভালো কাজ করে তা আল্লাহর তাওফিকেই করতে সক্ষম হয়। তার ভালো কাজের প্রতিদান মহান আল্লাহর তরফ থেকে অনুগ্রহ। সুতরাং তাঁর জন্যই সকল প্রশংসা। অন্যদিকে যে ব্যক্তির অকল্যাণ সাধিত হয়, সে জন্য সে নিজেকেই দোষারোপ করবে।

(4810)

(57) – عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: «{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ}[هود: 102]» [صحيح] – [متفق عليه]

(৫৭) - আবূ মূসা আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ তা’আলা যালিমদের ঢিল দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন, তখন আর ছাড়েন না।” (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এ আয়াত পাঠ করেন: “আর এরকমই বটে আপনার রবের পাকড়াও, যখন তিনি কোনো জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের জুলুমের কারণে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড় যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠিন।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১০২] **[সহীহ]** – **[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে পাপাচার, শিরক ও মানুষের হকের ব্যাপারে যুলুম করা থেকে সতর্ক করেছেন। কেননা আল্লাহ তা’আলা যালিমদের ঢিল দেন, সুযোগ দেন, আয়ু এবং সম্পদ বাড়িয়ে দেন। ফলে তাৎক্ষণিক তাদের শাস্তি দেন না। তবে তারা যদি তাওবা না করে, অধিক যুলুমের কারণে তাদের পাকড়াও করেন, তখন আর সুযোগ এবং ছেড়ে দেন না।

অতপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিচের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন: “আর এরকমই বটে আপনার রবের পাকড়াও, যখন তিনি কোনো জনপদবাসীকে পাকড়াও করেন তাদের জুলুমের কারণে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড় যন্ত্রণাদায়ক, অত্যন্ত কঠিন।” [সূরা হূদ, আয়াত: ১০২]

হাদীসের শিক্ষা:

১. জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য উচিত হলো দ্রুত তাওবা করা। যুলুমের সাথে সম্পৃক্ত হলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে না করা।

২. মহান আল্লাহ কর্তৃক যালিমদের অবকাশ এবং তাৎক্ষণিক শাস্তি না দিয়ে তাদেরকে সুযোগ দেওয়া এরপর যদি তাওবা না করে তাদের শাস্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়া ।

৩. উম্মতদের জন্য আল্লাহর শাস্তির অন্যতম কারণ যুলুম।

৪. আল্লাহ যখন কোনো জনপদকে ধ্বংস করেন, সেখানে যদি নেককারগণ থাকেন (তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে) তারা কিয়ামতের দিন তাদের স্বীয় নেক আমল অবস্থায় উত্থিত হবে। গণহারে আপতিত শাস্তি তাদের (পরকালে) কোনো ক্ষতি করবে না।

(5811)

(58) – عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً». [صحيح] - [متفق عليه]

(৫৮) - ইবনু ’আব্বাস রদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান রব হতে (হাদীসে কুদসী) বর্ণনা করে বলেন যে: “আল্লাহ ভাল-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৎ কাজের ইচ্ছা করল; কিন্তু তা বাস্তবে করল না, আল্লাহ তাঁর কাছে এর জন্য পূর্ণ একটি সাওয়াব লিখবেন। আর

সে ভাল কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবেও সম্পাদন করল, আল্লাহ তাঁর কাছে ঐ ব্যক্তির জন্য দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত, এমন কি এর চেয়ে বহুগুণ সাওযাব লিখে দেন। আর যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করল; কিন্তু তা বাস্তবায়ন করল না, আল্লাহ তাঁর কাছে তার জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখবেন। আর যদি সে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তবে তার জন্য আল্লাহ মাত্র একটা গুনাহ লিখবেন।” **[সহীহ়] -[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, মহান আল্লাহ ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতপর দু’জন ফেরেশতাকে কিভাবে তা লিখতে হবে, তা বর্ণনা করে দিয়েছেন।

সুতরাং কেউ কোনো সৎ কাজের দৃঢ় ইচ্ছা করলেই আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ সাওয়াব লিখে দেন; যদিও সে তা বাস্তবায়ন না করতে পারে। আর যদি সে উক্ত ভালো আমল করে, তাহলে আল্লাহ তাকে দশ গুণ থেকে সাতশ’ গুণ পর্যন্ত, এমন কি এর চেয়েও বহুগুণ সাওয়াব লিখে দেন। সাওয়াবের আধিক্যের পরিমাণ ব্যক্তির অন্তরের নিয়ত, ইখলাস ও উপকারের ব্যাপকতা ইত্যাদি হিসেবে হয়ে থাকে।

আর যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, অতপর সে তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তাকে পূর্ণ একটি সাওয়াব লিখে দেন। আর যদি সে ব্যস্ততা বা কাজটি সম্পন্ন করার উপকরণের অভাবে তা করতে না পারে, তবে তার জন্য কিছুই লেখা হয় না। আর যদি সে অক্ষমতার কারণে উক্ত মন্দ কাজটি না করে, তবে তার নিয়াত অনুসারে এর প্রতিদান লেখা হয়। আর যদি সে উক্ত মন্দ কাজটি বাস্তবায়ন করেই ফেলে, তবে তার জন্য মাত্র একটি গুনাহ লেখা হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসে মহান আল্লাহ কর্তৃক উম্মাতে মুহাম্মাদীর সাওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি ও তা তাঁর কাছে লিখে রাখা এবং গুনাহ বহুগুণে বৃদ্ধি না করার ব্যাপারে তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

২. কর্ম ও এর প্রভাবের ক্ষেত্রে নিয়াতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. মহান আল্লাহর করুণা, অনুগ্রহ ও ইহসান যে, তিনি তাঁর বান্দা ভালো কাজের নিয়াত করলেই তার জন্য একটি সাওয়াব লিখে দেন; যদিও সে উক্ত ভালো কাজটি সম্পন্ন না করে থাকে।

(4322)

(59) - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(৫৯) - আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন লোক বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে যা করেছি তার জন্য কি আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন: “যে ইসলামে ভালো কর্ম করবে, সে জাহিলী যুগে যা করেছে তার জন্যে তাকে পাকড়াও করা হবে না। আর যে ইসলামে অন্যায় কাজ করবে, তাকে প্রথম ও শেষের (অপরাধের) জন্যে পাকড়াও করা হবে।” **[সহীহ] – [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে ইসলামে প্রবেশ করার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে তা সুন্দরভাবে পালন করে এবং সে এক্ষেত্রে একনিষ্ঠ ও সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তার ইসলামপূর্ব পাপের ব্যাপারে

হিসেব নেওয়া হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করার পরেও মুনাফিক হয়ে অথবা দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হওয়ার মতো অন্যায় করবে, সেক্ষেত্রে তার কুফুরী ও ইসলামী জীবনের সব পাপের ব্যাপারে হিসেব নেওয়া হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সাহাবীদের ইসলামপূর্ব জাহিলী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে ভয় পাওয়া এবং এ ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা।

২. এ হাদীসে ইসলামের উপরে অটল থাকার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩. হাদীসে ইসলামে প্রবেশ করার ফযীলত এবং ইসলাম পূর্বের সকল পাপকে মোচন করে দেয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. মুরতাদ ও মুনাফিক ব্যক্তির জাহিলী যুগে তার কৃত সকল পাপের জন্য হিসেব নেওয়া হবে। এছাড়াও ইসলামে থাকাকালীন সময়ে তার করা প্রতিটি অন্যায়ের হিসেব নেওয়া হবে।

(65002)

(60) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ، لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَ {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ}[الفرقان: 68]، وَنَزَلَت: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ} [الزمر: 53]. [صحيح] – [متفق عليه]

(৬০) - ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, কিছু মুশরিক লোক বহু হত্যা করে এবং বেশি বেশি ব্যভিচার করে। তারপর তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আপনি যা বলেন এবং যেদিকে আহ্বান করেন, তা অতি উত্তম। আমাদের যদি অবগত করতেন, আমরা যা করেছি, তার কাফফারা কী? এ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়: (অর্থ) "এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য

কোনো মাবূদ কে ডাকে না, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন, তাকে না-হক হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না"। [ফুরকান:৬৮] আরো অবতীর্ণ হয়- "হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না।" [যুমার:৫৩] **[সহীহ্]** – **[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

মুশরিকদের কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল, তারা ইতঃপূর্বে বহু হত্যা এবং অনেক ব্যভিচার করেছে। তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল: ইসলাম ও তার শিক্ষার দিকে আপনার আহ্বান খুবই ভালো, কিন্তু আমাদের অবস্থা কী এবং আমরা যে শিরক ও কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত হয়েছি; তার কোনো কাফফারা আছে কী?

তখন আয়াত দু'টি নাযিল হলো, যেখানে আল্লাহ তাদের অধিক গুনাহ ও মহাপাপে পতিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের তাওবা কবুল করেছেন, যদি এরূপ না হতো, তাহলে তারা তাদের কুফরীতে ও সীমালঙ্ঘনে অব্যাহত থাকত এবং কখনো এই দীনে প্রবেশ করত না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইসলামের ফযীলত ও তার মহত্ব প্রমাণিত হয় এবং তা পূর্বের সকল পাপ মোচন করে দেয়।

২. বান্দাদের প্রতি আল্লাহর প্রশস্ত রহমত, ক্ষমা ও দয়া সাব্যস্ত হয়।

৩. এখানে শিরক হারাম, অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম, যেনা হারাম এবং যে এসব পাপে লিপ্ত হবে তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারীর বর্ণনা রয়েছে।

৪. ইখলাস ও নেক আমল সম্বলিত সত্যিকার তাওবা কুফরসহ সকল কবিরাহ গুনাহ মোচন করে দেয়।

৫. আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতা'আলার রহমত থেকে নিরাশ ও হতাশ হওয়া হারাম।

(65071)

(61) – عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ، فَهَلْ افِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ». [صحيح] – [متفق عليه]

(৬১) - হাকীম ইবনু হিযাম রদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমি জাহিলী যুগে যেসব ভালোকাজ করতাম, যেমন: দান-সদকা, দাস আযাদ, রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদিতে আমার কোনো সওয়াব হবে কি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তুমি তোমার পূর্বের ভালোকাজের সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছ।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, কোনো কাফির ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহিলী যুগে করা তার নেক আমলসমূহ যেমন: সদকা, দাস মুক্ত করা অথবা রক্তের সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদির কারণে সে সওয়াব প্রাপ্ত হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. দুনিয়া থেকে কাফির অবস্থায় মারা গেলে কোনো কাফির ব্যক্তির সৎকাজের কারণে সে আখিরাতে কোনো ধরণের সওয়াব পাবে না।

(65016)

(62) – عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৬২) - আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ কোনো মুমিনের ভালোকাজের ব্যাপারে জুলুম করেন না; দুনিয়াতেও তিনি তার পুরস্কার দিয়ে থাকেন আবার আখিরাতেও তার প্রতিদান দিবেন। পক্ষান্তরে কাফির ব্যক্তিকে তার ভালোকাজ, যেগুলো সে আল্লাহর জন্য করেনি, সেগুলোর কারণে খেতে দেন এভাবে সে আখিরাতে উপনীত হবে আর তখন তার এমন কোনো ভালোকাজ অবশিষ্ট থাকবে না, যার বিনিময়ে তাকে পুরস্কার দেয়া হবে।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনের উপরে আল্লাহর মহাকরুণা ও কাফিরদের ক্ষেত্রে তাঁর ন্যায় বিচারের বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং মুমিন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোনো ভালোকাজের সওয়াবের হ্রাস করা হয় না; বরং স্বীয় আনুগত্যের কারণে সে দুনিয়াতেও ভালো ফলাফল পায় আবার আখিরাতেও তার প্রতিদান জমা করা থাকে; আবার কখনো কখনো পুরো প্রতিদান আখিরাতের জন্য সংরক্ষিত থাকে। আর কাফির ব্যক্তির ভালোকাজের প্রতিদান আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়াতে নি‘আমাতের মাধ্যমে দিয়ে থাকেন। এভাবে যখন সে আখিরাতে উপনীত হয়, তখন সেখানে তার প্রতিদান প্রাপ্তির কোনো উপায় থাকে না। কেননা যে ভালো কাজ উভয়স্থানে উপকার করবে, এমন ভালোকাজের অধিকারীকে অবশ্যই মুমিন হতে হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. যে কুফুরী অবস্থায় মারা যাবে, তার কোনো আমল তার উপকারে আসবে না।

(65015)

(63) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: «أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(৬৩) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান রব থেকে বর্ণনা করে বলেছেন: "জনৈক বান্দা পাপ করে বলল, হে আমার রব! আমার পাপ মার্জনা করে দাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন: আমার বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছে, যিনি পাপ মার্জনা করেন এবং পাপের কারণে ধরেন। এ কথা বলার পর সে আবার পাপ করে এবং বলে, হে আমার রব ! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার এক বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছে যিনি পাপ মার্জনা করেন এবং পাপের কারণে তাকে ধরবেন। তারপর সে পুনরায় পাপ করে বলে, হে আমার রব! আমার পাপ মাফ করে দাও। এ কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বলেন, আমার বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছে, যিনি বান্দার পাপ মার্জনা করেন এবং পাপের কারণে পাকড়াও করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বান্দা! এখন যা ইচ্ছা তুমি আমল করো। আমি তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছি।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান রবের থেকে বর্ণনা করে বলেন, বান্দা যখন পাপ করে, অতঃপর বলে, হে আমার রব! আমার পাপ মার্জনা করে দাও- তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা পাপ

করেছে, অপতর সে জানে যে, তার একজন রব আছেন, যিনি পাপ মোচন করেন, তিনি তার পাপ গোপন রাখেন এবং মার্জনা করেন অথবা পাপের কারণে তাকে শাস্তি দেন। তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। অতপর বান্দা আবার পাপ করে। অতঃপর সে বলে, হে আমার রব! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছে যিনি পাপ মার্জনা করেন। অতঃপর তিনি তার পাপ গোপন রাখেন এবং মার্জনা করেন অথবা পাপের কারণে তাকে শাস্তি দেন। তখন আল্লাহ বলেন: আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তারপর সে পুনরায় পাপ করে বলে: হে আমার রব! আমার পাপ মাফ করে দাও। এ কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বলেন, আমার বান্দা পাপ করেছে এবং সে জানে যে, তার একজন রব আছে, যিনি বান্দার পাপ মার্জনা করেন। ফলে তিনি তার পাপ গোপন রাখেন এবং মার্জনা করে দেন অথবা পাপের কারণে শাস্তি দেন। এরপর আল্লাহ বলেন: আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তারপর তার এ ধরনের কর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বান্দা! তুমি যা ইচ্ছে আমল করো। সে এভাবেই পাপ করতে থাকে, অতপর লজ্জিত হয়ে পাপ ছেড়ে দেয় এবং পুনরায় পাপে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে; কিন্তু নফস তার উপর জয়ী হয়ে যায়, অতপর পুনরায় পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে যখনই এভাবে পাপ করতে থাকবে, আবার তাওবা করবে, আল্লাহ তাকে বারবারই ক্ষমা করে দিবেন। কেননা তাওবা পূর্বের সকল গুনাহ নি:শেষ করে দেয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. বান্দার প্রতি মহান আল্লাহর এত প্রশস্ত রহমত, মানুষ যখনই পাপ করে এবং পাপের পরে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে আল্লাহ তখনই তার তাওবা গ্রহণ করেন।

২. আল্লাহর প্রতি ঈমানদার বান্দা তার রবের ক্ষমা প্রত্যাশী এবং তাঁর শাস্তির ভয় করে। ফলে অপরাধ হলেই দ্রুত তার রবের কাছে তাওবা করে এবং গুনাহের উপর বলবৎ থাকে না।

৩. প্রকৃত তাওবার শর্তসমূহ: গুনাহ পুরাপুরি ত্যাগ করা, অপরাধ করে লজ্জিত হওয়া, পুনরায় গুনাহে ফিরে না যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় করা। আর তাওবা যদি বান্দার ধন-সম্পদ অথবা মান-সম্মান অথবা জীবন ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত যুলুম কেন্দ্রিক হয়ে থাকে তবে অতিরিক্ত আরেকটি শর্ত যুক্ত হবে। আর তা হলো: হকদারের থেকে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি লাভ অথবা তার হক ফেরত দেওয়া।

৪. আল্লাহ সম্পর্কে বান্দার জ্ঞানের গুরুত্ব এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যা বান্দাকে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলেম বানায়। বান্দা যখনই ভুল করে, তখনই তাওবা করে। ফলে সে নিরাশ হয় না এবং সীমালঙ্ঘনও করে না।

(4817)

(64) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُولُ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟». **[صحيح] – [متفق عليه]**

(৬৪) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমাদের মহান ও বরকতময় রব প্রতি রাতে যখন তার শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। আর বলেন, কে আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব, কে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করব, কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব?” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, মহান ও বরকতময় আল্লাহ প্রতি রাতে শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। তিনি বান্দাহদেরকে তাঁকে ডাকতে উৎসাহিত করেন। যে তাঁকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। তিনি বান্দাহদেরকে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে অনুপ্রেরণা দেন। যে ব্যক্তি তাঁর কাছে চায়, তিনি তাকে তা দান করেন। যে ব্যক্তি তাঁর কাছে পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তিনি তাকে ক্ষমা করে দেন ও তার তাওবা কবুল করেন। তিনি মুমিন বান্দাহদেরকে ক্ষমা করে থাকেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. রাতের শেষ তৃতীয়াংশের এবং তাতে দু‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২. এ হাদীসটি শোনার পর একজন মানুষের জন্য উচিত, দু`আ কবুলের সময়টিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কঠোর আগ্রহী হওয়া।

(10412)

(65) – عن النُّعمان بن بَشير رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ –وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ–: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ». **[صحيح] – [متفق عليه]**

(৬৫) - নুমান ইবনু বাশীর রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: -এ সময় নু’মান

রদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর দুই আঙ্গুল দ্বারা উভয় কানের দিকে ইঙ্গিত করেন-: “নিশ্চই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু অস্পষ্ট বিষয়, অধিকাংশ লোকই সেগুলো জানে না। যে ব্যক্তি এ সব অস্পষ্ট বিষয় থেকে দূরে থাকে, সে তার দীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে। আর যে লোক অস্পষ্ট বিষয়ে পতিত হবে, সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে। যেমন কোনো রাখাল সংরক্ষিত (সরকারী) চারণভূমির আশ-পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে যে, পশু তার অভ্যন্তরে যেয়ে ঘাস খাবে। সাবধান! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান! আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়সমূহ। জেনে রাখো, দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে। যখন তা সুস্থ থাকে, তখন সমস্ত শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো, তা হল 'ক্বলব' (হৃদয়)।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বস্তু হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। ইসলামী শরী‘আতে সকল বস্তু তিন প্রকারের হয়ে থাকে। ১। সুস্পষ্ট হালাল ২। সুস্পষ্ট হারাম ৩। হালাল-হারাম হওয়ার ব্যাপারে অস্পষ্ট , অধিকাংশ মানুষ যার হুকুম জানে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয়সমূহ পরিহার করে, সে ব্যক্তি হারামে পতিত হওয়া থেকে দূরে থেকে তার দীনের ব্যাপারে নিরাপদ থাকে। তাছাড়া সেসব সংশয় পূর্ণ জিনিসে পতিত হওয়ার কারণে মানুষের সমালোচনা থেকে মুক্ত থেকে তার মান-সম্মানও নিরাপদ থাকে। আর যে ব্যক্তি এসব সংশয়পূর্ণ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকে না, সে হয় হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ে অথবা মানুষ (তার সমালোচনা করে) তার সম্মানহানী করে। যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে একটি উপমা পেশ করেছেন যে, সে ব্যক্তি এমন একজন রাখালের ন্যায় যে সংরক্ষিত (সরকারী) চারণভূমির আশ-পাশে পশু চরায়। এটি সংরক্ষিত

চারণভূমির অতি নিকটে হওয়ায় আশংকা রয়েছে যে, তার পশুগুলো এর অভ্যন্তরে গিয়ে ঘাস খেয়ে ফেলবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি সংশয়পূর্ণ বস্তুতে লিপ্ত হয়, সেও উক্ত সন্দেহজনক কাজটির মাধ্যমে হারামের অতি নিকটবর্তী হয়ে পড়ে, হতে পারে যে, সে অচিরেই হারামে নিপতিত হয়ে পড়বে। এরপরে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, মানুষের দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে, যার নাম ক্বলব (অন্তর)। শরীরের সুস্থতা এর সুস্থতার মাধ্যমেই হয়ে থাকে এবং এর অসুস্থতার মাধ্যমেই শরীর অসুস্থ হয়ে থাকে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে সেসব সন্দেহজনক বস্তু থেকে বিরত থাকতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, যেগুলোর হুকুম সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নি।

(4314)

(66) – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ». [صحيح] - [رواه الترمذي]

(৬৬) - ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে (আরোহী) ছিলাম। তিনি বললেন: “ওহে বালক, আমি তোমাকে কিছু কালেমা শিখিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে। তিনি তোমার হিফাযত করবেন; আল্লাহর হিফাযত করবে, তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে, যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে

রাখো, সমস্ত উম্মতও যদি তোমার উপকার করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ যা তোমার তকদীরে লিখে রেখেছেন তা ছাড়া কোনো উপকার করতে পারবে না। আর সব উম্মত যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে তোমার তাকদীরে আল্লাহ তা'আলা যা লিখে রেখছেন তা ছাড়া তোমার কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, আর লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।" **[সহীহ] - [এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি তখন ছোট ছিলেন। একদিন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আরোহী ছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিচ্ছি যার দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন:

তুমি আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে, তাঁর আদেশসমূহ এমনভাবে পালন করবে এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকবে যে, তোমাকে তাঁর আনুগত্য ও নৈকট্যে পাওয়া যাবে এবং তাঁর গুনাহ ও অপরাধে তোমাকে পাওয়া যাবে না। তুমি এমন করতে পারলে তোমার প্রতিদান হলো, আল্লাহ তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের মন্দ থেকে হিফাযত করবেন, তুমি যেখানেই থাকো তিনি তোমার কাজে তোমাকে সাহায্য করবেন।

তুমি যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে চাইবে না। কেননা তিনিই একমাত্র মাবূদ যিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনায় সাড়া দেন।

আর যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে।

তোমার কাছে যেন এমন ইয়াকীন জন্মায় যে, জমিনবাসী যদি সকলে একত্রিত হয়েও তোমার উপকার করতে চায় তবুও আল্লাহ যা তোমার তকদীরে লিখে রেখেছেন তা ছাড়া কোনো উপকার তারা তোমার করতে পারবে না। আর পৃথিবীর সকলে মিলেও যদি তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে তোমার তাকদীরে আল্লাহ তা‘আলা যা লিখে রেখছেন তা ছাড়া তোমার কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না।

সকল বিষয় মহান আল্লাহ তার হিকমত ও ইলম অনুযায়ী আগেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার কোনো পরিবর্তন হয় না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. তাওহীদ, শিষ্টাচার ও দ্বীনের বিষয়াবলি ছোট ও শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

২. সমজাতীয় কাজের বিনিময় সমজাতীয় হয়ে থাকে।(যেমন কর্ম তেমন ফল)

৩. আল্লাহর উপরই নির্ভর করা, একমাত্র তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করার নির্দেশ। তিনিই হলেন সর্বোত্তম অভিভাবক।

৪. আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালা, তাকদীরের ভালো-মন্দ ও এর উপর সন্তুষ্ট থাকার উপর ঈমান আনা। তিনি সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন।

৫. যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন এবং তিনি তাকে হেফাযত করেন না।

(4811)

(67) – عَنْ سُفْيان بنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ». [صحيح] – [رواه مسلم وأحمد]

(৬৭) - সুফিয়ান ইবন আব্দুল্লাহ আল সাকাফী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনি আমাকে ইসলাম সমন্ধে এমন কথা বলে দিন, আপনার পরে যেনো তা আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«قُلْ: آمَنْتُ بِاللّٰهِ، ثُمَّ اسْتَقِمْ»

“তুমি বলো, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। ”**[সহীহ]- [এটি মুসলিম ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

সাহাবী সুফ্ইয়ান ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলামের এমন একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থবোধক কথা শিক্ষা দিতে বলেছেন, যা তিনি তাঁকে ব্যতীত অন্য কাউকে আর জিজ্ঞেস করবেন না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: তুমি বলো: আমি আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করলাম। তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম যে, তিনি আমার রব, ইলাহ (উপাস্য), আমার প্রকৃত মাবূদ, তাঁর কোনো শরীক নেই। অতঃপর আল্লাহর ফরযকৃত বিধান আদায় এবং হারামকৃত জিনিস থেকে বিরত থেকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করো এবং এর উপর অবিচল থাকো।

হাদীসের শিক্ষা:

১. দ্বীনের মূল হলো আল্লাহর রুবুবিয়্যাত, উলূহিয়্যাত, আসমা ওয়াস-সিফাতের প্রতি ঈমান আনা।

২. ঈমান আনার পরে ঈমানের উপর অবিচল থাকার গুরুত্ব, নিয়মিত ইবাদত চালিয়ে যাওয়া এবং এর উপর সুদৃঢ় থাকা।

৩. কাজসমূহ গ্রহণের শর্ত হলো ঈমান।

৪. আল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে ঈমানের মূলনীতি, ঈমান আনয়নের ফলে অন্তরের কর্মসমূহ এবং আল্লাহর প্রতি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ ইত্যাদি শামিল করে।

৫. ইসতিকামাহ হলো ওয়াজিবসমূহ করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে কোনো পথে অবিচল থাকা।

(65018)

(68) – عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৬৮) - 'উসমান ইবনু 'আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি অযু করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ বের হয়ে যায়, এমন কি তার নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন , যে ব্যক্তি অযুর সুন্নত ও আদবসহকারে উত্তমরূপে অযু করবে, তবে তা তার অপরাধ ক্ষমা ও ভুল-ত্রুটি মাফের কারণ হবে। এমন কি তার হাত পায়ের নখের ভিতর থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যাবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে অযুর সুন্নাত ও আদবসমূহ সহকারে অযু শেখা ও সে অনুযায়ী আমল করার প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২. অযুর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এবং এটি সগীরাহ গুনাহর কাফফারা স্বরূপ। অন্যদিকে কবীরাহ গুনাহ তাওবাহ ব্যতীত ক্ষমা হয় না।

৩. এক্ষেত্রে গুনাহ মাফের শর্ত হলো কোনো ভুল-ত্রুটি ব্যতীত পরিপূর্ণতার সাথে অযু করা, যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বর্ণনা করেছেন।

৪. এ হাদীসে বর্ণিত গুনাহ মাফ করার বিষয়টি কবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকা ও তা থেকে তাওবার সাথে শর্তযুক্ত। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন:

(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ). [النساء: 31]

"তোমরা যদি সেসব কবীরা গুনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের বারণ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিব।" [সূরা আন-নিসা: ৩১]

(6263)

(69) - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ، وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى. [صحيح] - [متفق عليه]

(৬৯) - আবূ আইয়ূব আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যখন তোমরা পায়খানায় আসবে, তখন তোমরা কিবলামুখী হয়ে বসবে না, অথবা কিবলার দিকে পিঠ করেও বসবে না, বরং তোমরা পূর্ব-পশ্চিম দিকে ঘুরে বসবে।” আবূ আইয়ূব বলেছেন: আমরা শামে এসে দেখলাম যে, শৌচাগারগুলো কিবলার দিকে মুখ করে তৈরী করা, তখন আমরা অন্যদিক ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতাম। **[সহীহ] -[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন তার প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন কিবলাকে সামনে রেখে কিবলামুখী না হয়ে বসে, আবার যেন সে কিবলাকে পিছনে পিঠের দিকে রেখেও না বসে। বরং তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, মদীনাবাসীর

ন্যায় কিবলার দিক হলে, সে পূর্ব অথবা পশ্চিমের দিকে ঘুরে বসবে। তারপরে আবূ আইয়ূব রদিয়াল্লাহু আনহু সংবাদ দিচ্ছেন, তারা যখন শামে গেলেন, তখন তারা প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রস্তুতকৃত শৌচাগারগুলোকে কা'বা অভিমুখী দেখতে পেলেন। তখন তারা তাদের শরীরকে কা'বার দিক থেকে ঘুরিয়ে রাখতেন। আবার সেই সাথে তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমাও চাইতেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এর হিকমত হচ্ছে কা'বা আল-মুশাররাফার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তার মর্যাদা দেওয়া।

২. প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার স্থান থেকে বের হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৩. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক উত্তম শিক্ষাদান; কেননা যখন তিনি নিষিদ্ধ বিষয়টির উল্লেখ করলেন তখন (পাশাপাশি) বৈধ বস্তুর দিক-নির্দেশনাও দিয়ে দিলেন।

(3078)

(70) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». [صحيح] – [متفق عليه]

(৭০) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "অযু নষ্ট হলে পুনরায় অযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের কারো সালাত কবুল করবেন না।" **[সহীহ]- [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো: ত্বাহারাত (পবিত্রতা অর্জন)। সুতরাং কেউ সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করলে তাকে অবশ্যই অযু করতে হবে; যদি তার অযু

ভঙ্গের কারণসমূহের কোনো একটি কারণ সংঘটিত হয়, যেমন: পায়খানা বা পেশাব করা অথবা ঘুম বা অন্য কোনো অযু ভঙ্গকারী কারণ সংঘটিত হওয়া।

হাদীসের শিক্ষা:

১. অপবিত্র ব্যক্তির সালাত গ্রহণ করা হয় না, যতক্ষণ সে বড় অপবিত্রতা থেকে গোসলের মাধ্যমে এবং ছোট অপবিত্রতা থেকে অযুর মাধ্যমে পবিত্র না হয়।

২. অযু হলো: হাতে পানি নিয়ে মুখের অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে কুলি করে বের করা। অতঃপর নাকের ভিতরে শ্বাস নিয়ে পানি টেনে নিবে, অতঃপর নাক পরিষ্কার করে সে পানি বের করে দিবে। অতঃপর তিনবার চেহারা ধৌত করবে। অতঃপর কনুইসহ হাত তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করবে। অতঃপর টাখনুসহ পা তিনবার ধৌত করবে।

(3534)

(71) – عن عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَس بن مالك قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. [صحيح] – [رواه البخاري]

(৭১) - 'আমর বিন আমির সূত্রে আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের সময় উযূ করতেন। আমি বললামঃ আপনারা কী করতেন? তিনি বললেন: হাদাস (উযূ ভঙ্গের কারণ) না হওয়া পর্যন্ত আমাদের (পূর্বের) উযূ যথেষ্ট হতো। **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওয়াব ও ফজিলত লাভ করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সালাতের জন্যে উযূ করতেন, যদিও তার উযূ ভঙ্গ না হতো।

যতক্ষণ উযূ অবস্থায় থাকবে এক উযূ দ্বারা একাধিক ফরয সালাত আদায় করা বৈধ রয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক সালাতের জন্যে উযূ করার আমলটি অধিকাংশ সময় করেছেন।

২. প্রত্যেক সালাতের জন্যে উযূ করা মুস্তাহাব।

৩. এক উযূ দ্বারা একাধিক সালাত আদায় করা বৈধ।

(65080)

(72) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً. [صحيح] - [رواه البخاري]

(৭২) - ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একবার উযূ করেছেন। **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো যখন উযূ করতেন তখন উযূর অঙ্গসমূহের প্রত্যেকটি অঙ্গ একবার করে ধৌত করতেন। যেমন তিনি একবার চেহারা ধৌত করতেন—কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া চেহারারই অন্তর্ভুক্ত—, এবং দুই হাত ও দুই পা একবার করে ধৌত করতেন। এটা হলো ওয়াজিব পরিমাণ।

হাদীসের শিক্ষা:

১. উযূর অঙ্গগুলো ধোয়ার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো একবার। আর যা বেশী হবে তা মুস্তাহাব।

২. কোনো কোনো সময় একবার একবার ধৌত করা বৈধ।

৩. মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে বৈধ হলো একবার।

(65081)

(73) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. [صحيح] - [رواه البخاري]

(৭৩) - আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূতে দু’বার দু’বার করে ধুয়েছেন। **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো সময় যখন উযূ করতেন, উযূর অঙ্গসমূহ হতে প্রত্যেক অঙ্গকে দু’বার করে ধুতেন—কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া চেহারার অন্তর্ভুক্ত—, এবং দুই হাত ও দুই পা দুইবার (ধুতেন)।

হাদীসের শিক্ষা:

১. অঙ্গসমূহ ধোয়ার ক্ষেত্রে ওয়াজিব হলো একবার। আর যা বেশী হবে তা মুস্তাবাহ।

২. কখনো কখনো অঙ্গগুলো দুইবার দুইবার ধৌত করা বৈধ।

৩. মাথা মাসেহ করার ক্ষেত্রে বৈধ হলো একবার।

(65082)

(74) - عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وَقَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(৭৪) - ‘উসমান ইবনু ‘আফফান -এর মুক্ত করা দাস হুমরান হতে বর্ণিত। সে দেখেছে, ‘উসমান ইবনু আফফান উযূর পানি নিয়ে ডাকলেন। তারপর তিনি পানির পাত্র হতে তাঁর উভয় হাতের উপর ঢাললেন এবং তাঁর

দুই হাত তিনবার ধুলেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত পানিতে ঢুকালেন। অতঃপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও নাক ঝাড়লেন। অতঃপর তাঁর মুখমন্ডল তিনবার ও তাঁর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন, অতঃপর তাঁর মাথা মাসেহ করলেন। অতঃপর প্রত্যেক পা তিনবার ধুলেন; তারপর বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আমার এই উযূর ন্যায় উযূ করতে দেখেছি। এবং তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার এই উযূর ন্যায় উযূ করল, তারপর দু’রাক‘আত সালাত আদায় করল তাতে সে তার মনে কোনো কিছু উদয় করলো না, আল্লাহ্ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন”। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ব্যবহারিক পদ্ধতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অযুর বিবরণ শিক্ষা দিয়েছেন যেন তা সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট হয়। তিনি একটি পাত্রে পানি তলব করলেন এবং তাঁর দুই হাতে তিনবার পানি ঢাললেন, তারপর তাঁর ডান হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন। তার দ্বারা পানি নিয়ে তাঁর মুখে নাড়লেন ও বের করলেন। তারপর নিজের শ্বাস দ্বারা নাকের ভেতর পানি নিলেন। তারপর বের করলেন ও নাক ঝাড়লেন। তারপর তাঁর চেহারা তিনবার ধুলেন। তারপর তাঁর দুই হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন, তারপর তাঁর হাত পানি দ্বারা ভিজিয়ে একবার মাথার ওপর মাসেহ করলেন। তারপর তাঁর দুই পা টাখনুসহ তিনবার ধৌত করলেন।

যখন তিনি অযু হতে ফারিগ হলেন তাদের সংবাদ দিলেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অযুর ন্যায় অযু করতে দেখেছেন। এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাঁর অযুর ন্যায় যে অযু করবে এবং আল্লাহর সামনে তাঁর অন্তরকে হাজির রেখে দুই

রাকাত সালাত আদায় করবে, আল্লাহ এই পরিপূর্ণ অযু ও একনিষ্ঠ সালাতের বিনিময় দান করবেন। এ দুটি আমল তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ঘুম থেকে না ওঠে থাকলেও অযুর শুরুতে পাত্রের ভেতর দুই হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে দুই হাত ধৌত করা মুস্তাহাব। আর যদি রাতের ঘুম থেকে জাগ্রত হয় তখন দুই হাত ধৌত করা ওয়াজিব।

২. শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রকে বুঝানো এবং ইলমকে তাঁর গভীরে প্রোথিত করার সবচেয়ে নিকটতম নিয়ম প্রয়োগ করা উচিত। আর তারই একটি অংশ হলো ব্যবহারিক নিয়মে শিক্ষা প্রদান করা।

৩. মুসল্লির কর্তব্য হলো, অন্তরে উদয় হওয়া দুনিয়ার ব্যস্ততা সংক্রান্ত কল্পনাগুলো প্রতিহত করা, কারণ সালাতের ভেতর অন্তরের উপস্থিতি হলো তার পূর্ণতা ও সম্পন্ন হওয়ার নিদর্শন। অন্যথায় কল্পনাসমূহ থেকে নিরাপদ থাকা অসম্ভব, কাজেই তার ওপর আবশ্যক হলো নিজের নফসের সাথে জিহাদ করা এবং তাতে লাগামহীন না হওয়া।

৪. অযুতে ডান দিককে প্রাধান্য দেওয়া মুস্তাহাব।

৫. কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ও নাক পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

৬. মুখমন্ডল, দুই হাত ও দুই পা তিনবার ধৌত করা মুস্তাহাব। আর একবার হলো ওয়াজিব।

৭. আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করার বিষয়টি হাদীসে উল্লিখিত বিবরণ মোতাবেক অযু ও দুই রাকাত সালাত: উভয়ের ওপর প্রযোজ্য হবে।

৮. অযুর অঙ্গসমূহ হতে প্রত্যেক অঙ্গের একটি সীমা রয়েছে: দৈর্ঘ্যে (লম্বালম্বি) মুখমন্ডলের সীমা হলো: মাথার স্বাভাবিক চুল গজানোর স্থান থেকে দাড়ি ও থুতনির নীচ পর্যন্ত। আর প্রস্থে সীমা হলো কান থেকে কান পর্যন্ত। হাতের সীমা হলো: হাতের আঙ্গুলের মাথা থেকে বাহু ও প্রগণ্ডাস্থি (বাহুর ওপরের অংশ) এর জোড়া (কনুই) পর্যন্ত। মাথার সীমা হলো: মুখমন্ডলের চারপাশ থেকে চুল গজানোর স্বাভাবিক স্থান থেকে ঘাড়ের ওপর পর্যন্ত, আর কান মাসেহ করা মাথার-ই অংশ। পায়ের সীমা হলো: পা ও পায়ের গোছার মধ্যবর্তী জোড়াসহ পুরো পা ধৌত করা।

(3313)

(75) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

ولفظ مسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(৭৫) - আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন অযু করে তখন সে যেন নাকে পানি দেয়, এরপর যেন নাক ঝেড়ে নেয়। আর যে ইস্তিঞ্জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন অযুর পানিতে হাত ঢুকানোর আগে তা ধুয়ে নেয়; কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে।"

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে: “তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে, তখন সে যেন তার হাত তিনবার না ধোয়া পর্যন্ত পাত্রে না ঢুকায়। কারণ সে জানেনা যে, তার হাত রাতে কোথায় ছিল। ” **[সহীহ]- [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে তাহারাতের কতিপয় বিধান বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো: প্রথমত: যখন কেউ অযু করবে, তখন সে শ্বাসের সাহায্যে তার নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে নিবে। দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি নির্গত নাপাকী পানি ব্যবহার না করে পরিষ্কার করতে চায়, যেমন পাথর ইত্যাদি দ্বারা, সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করে। সর্বনিম্ন তিন এবং সর্বোচ্চ সংখ্যা হলো যতক্ষণ না নির্গত ময়লা দূর হয় এবং মলদ্বার পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়। তৃতীয়ত: যে কেউ রাতের বেলায় ঘুম থেকে জাগে, সে যেন অযুর করার জন্য পাত্রে হাত প্রবেশ না করায়। যতক্ষণ না তা পাত্রের বাহিরে তিনবা ধুয়ে নিবে। কারণ, সে তো জানে না, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় কোথায় থাকে। সুতরাং সে নাজাসাত থেকে মুক্ত থাকা নিশ্চিত নয়। তাছাড়াও শয়তান হয়ত এর সাথে এমন ময়লা কিছু নিয়ে এসেছে যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর বা পানি নষ্ট করে ফেলে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. অযুতে নাকে পানি দেওয়া। আর তা হলো শ্বাসের সাহায্যে নাকের অভ্যন্তরে পানি প্রবেশ করানো। এমনিভাবে নাক থেকে পানি বের করে ফেলা। তাছাড়া নাক ঝেড়ে ফেলা। আর তা হলো শ্বাসের সাহায্যে নাক থেকে স্বজোরে পানি বের করে নাক ঝেড়ে ফেলা।

২. বেজোড় সংখ্যক দিয়ে ঢিলা কুলুপ করা মুস্তাহাব।

৩. রাতে ঘুম থেকে উঠে তিনবার হাত ধৌত করা শরী'আহসম্মত।

(3033)

(76) – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(৭৬) - ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন: "এদের 'আযাব দেয়া হচ্ছে; তবে কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব হতে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত।" তারপর তিনি একখানি কাঁচা খেজুরের ডাল নিয়ে ভেঙ্গে দু'ভাগ করলেন এবং প্রত্যেক কবরের ওপর গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কেন এমন করলেন? তিনি বললেন: "আশা করা যেতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি শুকিয়ে না যায় তাদের আযাব হালকা করা হবে।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা দু'টি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় তিনি বললেন: এ কবরবাসী দু'জনকে 'আযাব দেয়া হচ্ছে; তবে তোমাদের দৃষ্টিতে কোনো গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের আযাব দেয়া হচ্ছে না; যদিও তা আল্লাহর কাছে গুরুতর অপরাধ। তাদের একজন পেশাব হতে নিজেকে ও তার পোষাক পরিচ্ছেদকে হেফাযত করত না। আর অপরজন মানুষের মাঝে চোগলখোরী করে বেড়াত। ফলে সে মানুষের মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি, ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদির মানসে একজনের কথা অন্যের কাছে বর্ণনা করত।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নামীমাহ (চোগলখোরী) ও পেশাব পায়খানা থেকে সতর্ক না থাকা কবীরাহ গুনাহ এবং কবরের আযাবের কারণ।

২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর নবুওয়াতের প্রমাণ প্রকাশের জন্যে কতিপয় গায়েব-যেমন কবরের আযাব তাঁর কাছে প্রকাশ করতেন।

৩. কাঁচা খেজুরের দুটি ডাল ভেঙ্গে দু'ভাগ করে প্রত্যেক কবরের ওপর একখানি গেড়ে দেওয়ার এ কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যেই খাস ছিলো। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উক্ত কবরবাসীর অবস্থা জানিয়েছেন। সুতরাং এর উপর অন্যদের তুলনা করা যাবে না। কেননা অন্যান্য লোকের কবরের অবস্থা কেউ জানে না।

(3010)

(77) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». [صحيح] – [رواه النسائي وأحمد]

(৭৭) - 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়।" **[সহীহ]- [নাসায়ী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আরাক গাছ বা অনুরূপ কোনো গাছের ডাল দিয়ে দাত মাজন মুখের ময়লা আবর্জনা ও দুর্গন্ধ থেকে মুখকে পবিত্র করে। আর মিসওয়াক করা বান্দার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম উপায়; কেননা এতে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশের মান্যতা। এছাড়াও মিসওয়াকে রয়েছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মিসওয়াকের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে বেশি বেশি মিসওয়াক করতে উৎসাহিত করেছেন।

২. আরাক গাছের কাঠ দ্বারা মিসওয়াক করা উত্তম। ব্রাশ ও পেস্টের স্থলাভিষিক্ত হবে।

(3588)

(78) - عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. [صحيح] - [متفق عليه]

(৭৮) - হুযাইফা রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে (সালাতের জন্য) উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন। **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়শই মিসওয়াক করতেন এবং তার আদেশ দিতেন। আর কিছু সময়ে এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, যেমন রাতে উঠার সময় মিসওয়াক করা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর দাঁত ঘষতেন এবং সিওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. রাতের ঘুমের পরে সিওয়াক ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ হয়। কারণ ঘুমের কারণে মুখের গন্ধ পরিবর্তন হয় আর সিওয়াক হল পরিষ্কারের যন্ত্র।

২. পূর্বের অর্থ গ্রহণ করে বলা যায় যে, মুখে প্রত্যেকবার দুর্গন্ধ তৈরি হওয়ার সময় মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ হয়।

৩. সাধারণভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বৈধতা এবং এটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত এবং একটি মহৎ শিষ্টাচার।

৪. পুরো মুখে মিসওয়াক করার মধ্যে রয়েছে: দাঁত, মাড়ি এবং জিহ্বা।

৫. মিসওয়াক হলো আরাক গাছ বা অন্য গাছ থেকে কাটা একটি ডাল। এটি মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করতে ব্যবহার করা হয় এবং মুখকে সুগন্ধময় করে ও দুর্গন্ধ দূর করে।

(3063)

(79) – عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ». [صحيح] – [متفق عليه]

(৭৯) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সাত দিনে এক দিন গোসল করা। এই দিন সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে"। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক সাবালক মুসলিমের উপর হক হলো, সপ্তাহের সাত দিনের এক দিনে গোসল করা। এই দিন পবিত্রতা ও পরিচ্ছনতার জন্যে সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে। সাত দিনের ভেতর উত্তম হলো জুমার দিন। যেমন কতক বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়। বস্তুত জুমার দিন সালাতের পূর্বে গোসল করা গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব, যদিও সে বৃহস্পতিবার গোসল করে থাকেন। ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাণী: "মানুষেরা নিজ নিজ পেশা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, যখন তারা জুমায় যেত তাদের সে অবস্থাতেই চলে যেত। তাদেরকে বলা হলো, "যদি তোমরা গোসল করে নিতে"। বুখারী। তার অপর বর্ণনায় রয়েছে: "তাদের গন্ধ ছিল"। অর্থাৎ ঘাম ইত্যাদির গন্ধ ছিল। তবু তাদেরকে বলা হলো, "যদি তোমরা গোসল করে নিতে"। অতএব অন্যদের ওপর ওয়াজিব না হওয়া বেশী শ্রেয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইসলামের গুরুত্ব প্রদান ও যত্নবান হওয়া।

২. জুমার দিনের গোসল সালাতের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব।

৩. যদিও শরীর বলাতে মাথা অর্ন্তভুক্ত হয়েছে, তারপরও গুরুত্বারোপ করার জন্য মাথাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. মানুষ কষ্ট পায় এমন দুর্গন্ধ যার সাথে থাকবে তার ওপর গোসল করা ওয়াজিব।

৫. জুমার ফজিলতের কারণে সব দিন থেকে জুমার দিন গোসল করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

(65084)

(80) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: «الفِطْرَةُ خمسٌ: الخِتَانُ والاستحدادُ وقصُّ الشَّارِبِ وتقليمُ الأظفارِ وَنَتْفُ الآبَاطِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(৮০) - আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “ফিতরাত (ভালো স্বভাব) পাঁচটি: খাতনা করা, (নাভির নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, গোঁফ ছোট করা, নখ কাটা ও বগলের পশম উপড়ে ফেলা।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীন-ইসলাম ও রাসূলদের সুন্নাত থেকে পাঁচটি ফিতরাত (স্বভাব) বর্ণনা করেছেন:

প্রথমটি হলো: খাতনা করা, আর তা হলো পুরুষাঙ্গের মাথার ওপর থেকে অতিরিক্ত চামড়া কেটে ফেলা এবং নারীর যোনিপথে (পুরুষাঙ্গ) প্রবেশ স্থানের ওপর থেকে চামড়ার মাথা কেটে ফেলা।

দ্বিতীয়টি হলো: (নাভির নীচে) ক্ষুর ব্যবহার করা, আর তা হলো নাভির নীচের চুল যা পেশাবের রাস্তার আশ-পাশে রয়েছে তা মুন্ডিয়ে ফেলা।

তৃতীয়টি হলো: গোঁফ ছোট করা, আর তা হলো পুরুষের ওপরের ঠোঁটে যা গজায় তা এমনভাবে ছোট করা যেন ঠোঁট প্রকাশ পায়।

চতুর্থটি হলো: নখ কাটা।

পঞ্চমটি হলো: বগলের পশম উপড়ে ফেলা।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের যেসব সুন্নাতকে মহব্বত করেন এবং তাতে সন্তুষ্ট হোন ও তার নির্দেশ প্রদান করেন; তা পূর্ণতা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের দিকে আহ্বান করে।

২. এসব জিনিসের প্রতি খেয়াল রাখার বিধান এবং তার থেকে বে-খেয়াল না হওয়া।

৩. এসব অভ্যাসের দুনিয়াবী ও দীনি অনেক ফায়দা রয়েছে; যেমন নিজের অবয়বকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা, শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, পবিত্রতার প্রতি যত্নশীল থাকা, কাফিরদের বিরোধিতা করা ও আল্লাহর নির্দেশ পালন করা।

৪. অন্যান্য হাদীসে এই পাঁচটি অভ্যাস ছাড়া বেশী অভ্যাস উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা প্রভৃতি।

(3144)

(81) – عَنْ الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [صحيح] – [متفق عليه]

(৮১) - মুগীরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলাম। (উযূ করার সময়) আমি তাঁর মোজা দু'টি খুলার জন্য ঝুঁকলে তিনি বললেন: "ও দু'টো থাক, আমি পবিত্র অবস্থায় ও দু'টি পরেছিলাম।" (এই বলে) তিনি তার উপর মাসেহ করলেন। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক সফরে ছিলেন। অতঃপর তিনি অযু করলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'পা ধৌত করার পালা এলো, তখন মুগীরাহ ইবন শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাঁর পায়ের মোজা দু'টি খুলতে হাত বাড়িয়ে দিলেন, যাতে তিনি তাঁর পা ধৌত করতে পারেন। তখন নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ও দু'টো থাক, এ দু'টো খুলো না; কারণ আমি পবিত্র অবস্থায় পা দু'টি মোজা দুটিতে প্রবেশ করেছিলাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পা না ধুয়ে মোজার উপর মাসেহ করলেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মোজার উপর মাসেহ তখনই শরী'আহ অনুমোদিত হবে যখন তা ছোট অপবিত্রতা থেকে অযুর মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার জন্যে করা হবে। কিন্তু বড় অপবিত্রতার জন্যে গোসলের প্রয়োজন হলে তখন অবশ্যই পা ধৌত করতে হবে।

২. মোজার উপর মাসেহ করতে ভিজা হাত মোজার উপরিভাগে টেনে নিতে হবে। মোজার নিচের অংশে নয়।

৩. মোজার উপর মাসেহ করার শর্ত হলো এটি পূর্ণ অযুর পরে পরিধান করা, যে অযুতে পা পানি দ্বারা ধৌত করা হয়েছে। মোজাটি স্বয়ং পবিত্র হওয়া, পায়ের অযুর জন্যে ধৌত করার অংশ ঢেকে থাকা। আর এর দ্বারা ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে মাসেহ করা; বড় অপবিত্রতা থেকে বা যে কারণে গোসল ফরয হয়, তাতে না করা। শরী'আহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাসেহ করা। আর তা হলো: মুকীমের জন্যে একদিন একরাত এবং মুসাফিরের জন্যে তিনদিন তিনরাত।

৪. চামড়ার মোজার উপর মাসেহের উপরে অন্যান্য মোজাকে কিয়াস করা, যা দ্বারা দু'পা ঢেকে থাকে। সুতরাং সেসব মোজা দ্বারাও মাসেহ করা জায়েয।

৫. হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আখলাক ও শিক্ষা ফুটে উঠেছে। কেননা তিনি মুগীরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে মোজা খুলতে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছেন। যাতে তিনি তাকে আত্মিক প্রশান্তি দিতে পারেন এবং বিষয়টির হুকুম জানাতে পারেন।

(3014)

(82) - عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤمنين رضي الله عنها أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاَةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي». [صحيح] - [متفق عليه]

(৮২) - উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার ইস্তিহাযা (মেয়েদের অনিয়মিত রক্ত ঝরা) হয়েছে এবং পবিত্র হচ্ছি না। আমি কি সালাত ছেড়ে দিব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "না, ওটা শিরার (ধমনি) রক্ত। তবে এরূপ হওয়ার আগে নিয়মিত যতদিন হায়েয হতো সে কয়দিন সালাত অবশ্যই ছেড়ে দাও। তারপর গোসল করে নিবে ও সালাত আদায় করবে।"**[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

ফাতিমা বিনত আবূ হুবায়শ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমার হায়েযে রক্ত বন্ধ হয় না, হায়েযের সময় শেষ হলেও তা চলতে থাকে (অর্থাৎ আমার ইস্তিহাযা, সব সময়ই রক্ত ঝরে)। এটি কি হায়েযের বিধানের মতোই? তাই আমি কি সালাত ছেড়ে দিব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: ওটা ইস্তিহাযার রক্ত। এটি শিরার (ধমনীর) রক্ত, যা রেহমের নিম্নস্তরের শিরা হতে বের হয়। এটি মূলত হায়েযের রক্ত নয়। অতএব ইস্তিহাযা হওয়ার আগে সাধারণ সময়ে যতদিন হায়েয হতো সে কয়দিন সালাত ও সাওম ও অন্যান্য ইবাদত যা হায়েয অবস্থায় ছেড়ে দিতে হয়, সেগুলো ছেড়ে দিবে। অতঃপর যখন হায়েযের সময়সীমা শেষ হবে, তারপরে হায়েযের থেকে গোসল করে নিবে। সুতরাং তুমি রক্তাক্ত জায়গাটি প্রথমে ধুয়ে নিবে। অতঃপর তোমার শরীর উত্তমরূপে ধৌত করবে, অপবিত্রতা দূর করতে পরিপূর্ণভাবে গোসল করবে। অতঃপর সালাত আদায় করবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নারীর হায়েযের সময়সীমা শেষ হলে গোসল করা ফরয।

২. ইস্তিহাযা অবস্থায় সালাত আদায় করা ফরয।

৩. হায়েয: এটি হলো সৃষ্টিগত ও স্বভাবজনিত রক্ত যা প্রাপ্ত বয়স্কা নারীদের যৌনাঙ্গ থেকে নির্ধারিত সময়ে বের হয়।

৪. ইস্তেহাযা: এমন রক্ত যা অভ্যাসগত সময়ের বাহিরে রেহমের নিম্নস্তর হতে বের হয়, রেহেমের গভীর থেকে নয় ।

৫. হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের পার্থক্য: হায়েযের রক্ত কালো, ঘন, পাতলা নয়, দুর্গন্ধময়। অন্যদিকে ইস্তেহাযার রক্ত লাল, পাতলা, গাঢ় নয় এবং এটি দুর্গন্ধযুক্ত নয়।

(3029)

(83) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৮৩) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের কেউ যখন তার পেটে কোনো কিছু অনুভব করে, তারপর তার সন্দেহ হয় যে, পেট থেকে কিছু বের হল কি না। তখন সে মসজিদ থেকে বের হবে না যতক্ষণ না শব্দ শোনে অথবা গন্ধ পায়”। (অর্থাৎ ওযু ভঙ্গের পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত যেন বের না হয়।) **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, যখন মুসল্লির পেটে কোনো জিনিস দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং সেখান থেকে কোনো জিনিস বের হলো কি হলো না সন্দেহ হয়, তখন যতক্ষণ না বাতাসের আওয়াজ শোনে অথবা

গন্ধ শোঁকে সালাত ভঙ্গকারী হাদাস (নাপাক) সম্পর্কে নিশ্চিত না হবে, সালাত থেকে বের হবে না এবং পুনরায় উযূ করার জন্যে সালাত ভঙ্গ করবে না, কেননা সন্দেহ নিশ্চিত বস্তুকে বাতিল করতে পারে না, ইতঃপূর্বে সে পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, এখানেে উযুভঙ্গ হলো সন্দেহযুক্ত।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এই হাদীস ইসলামের নীতিসমূহের একটি নীতি এবং ফিকহের কায়দাসমূহের একটি কায়দা, তা হলো নিশ্চিত বিষয় সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না এবং পূর্বে যে অবস্থার ওপর ছিল তার ওপর থাকাই হলো নীতি, যতক্ষণ না তার বিপরীত অবস্থা নিশ্চিত হবে।

২. সন্দেহ পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী নয়, কাজেই নাপাক হওয়া নিশ্চিত না হলে মুসল্লি তার পাক (উযূর) হালতে বহাল থাকবেন।

(65083)

(84) – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৮৪) - ‘উমার ইবনুল খত্তাব রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “মুওয়াযযিন যখন ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’ বলে, তোমাদের কোনো ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তখন তার জবাবে বলে: ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’। যখন মুওয়াযযিন

বলে 'আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এর জবাবে সেও বলে: 'আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'। অতঃপর মুওয়াযযিন বলে: 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসূলুল্লাহ' এর জবাবে সে বলে: 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রসূলুল্লাহ'। অতঃপর মুওয়াযযিন বলে: 'হাইয়্যা আলাস সলাহ' এর জবাবে সে বলে: 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। অতঃপর মুওয়াযযিন বলে: 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ' এর জবাবে সে বলে: 'লা- হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহ'। অতঃপর মুওয়াযযিন বলেঃ 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' এর জবাবে সে বলে: 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর মুওয়াযযিন বলে: 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এর জবাবে সে বলে: 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ'। আযানের এ জবাব দেয়ার কারণে সে জান্নাতে যাবে"। **[সহীহ্] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

আযান হলো মানুষদেরকে সালাতের ওয়াক্ত প্রবেশ করার ঘোষণা প্রদান করা; আর আযানের বাক্যসমষ্টি হলো ঈমানের আকিদাকে অন্তর্ভুক্তকারী বাক্যসমষ্টি।

এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান শ্রবণ করার সময় করণীয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর তা হলো মুওয়াযযিন যা বলবেন শ্রবণকারী তাই বলবেন। কাজেই মুওয়াযযিন যখন বলবেন 'আল্লাহু আকবার' শ্রবণকারী তখন বলবেন, 'আল্লাহু আকবার', এভাবে বাকিটা। তবে মুওয়াযযিনের হাইয়্যা 'আলাস সালাহ ও হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ বলার সময় ব্যতিরেকে, তখন শ্রবণকারী 'লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবেন"।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর অন্তর থেকে ইখলাসের সাথে উক্ত বাক্যগুলো মুওয়াযযিনের সাথে বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আযানের শব্দাবলীর অর্থ: ‘আল্লাহু আকবার’: অর্থাৎ আল্লাহু সুবহানাহু প্রত্যেক জিনিস থেকে বড়, মহান ও মহিমান্বিত।

‘আশ-হাদু আল-লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’: অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবূদ নেই।

‘আশ-হাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ’: অর্থাৎ আমি আমার অন্তর ও জিহ্বা দ্বারা স্বীকার করছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। সম্মানিত আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর আনুগত্য করা ওয়াজিব।

‘হাইয়্যা ‘আলাস সালাহ’: অর্থাৎ তোমরা সালাতে আসো। আর শ্রোতার কথা: ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ এর অর্থ হলো: আল্লাহ তা‘আলার তাওফিক ছাড়া আনুগত্য করার বাধা থেকে মুক্ত হওয়া এবং আনুগত্য করা ও কোনো কিছু করার কোনো ক্ষমতা নেই।

‘হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ’: অর্থাৎ সফলতার উপকরণের দিকে আসো; আর তা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া ও জান্নাত লাভ করে ধন্য হওয়া।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুওয়াযযিন যেরূপ বাক্য বলেন, সেরূপ বাক্য বলে তাঁর উত্তর দেওয়ার ফজিলত, তবে দুই ‘হাই‘আলা..’ এর জায়গায় ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলবে।

(65086)

(85) – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنها أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৮৫) - আবদুল্লাহ বিন 'আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার ওপর দুরূদ পাঠ করো। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্যে আল্লাহর কাছে ওসীলাহ প্রার্থনা করো। কেননা, ওসীলাহ জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওসীলাহ প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফাআত অর্জন হয়ে যাবে"।

[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

ব্যাখ্যা:

যে ব্যক্তি মুয়াযযিনকে সালাতের আযান দিতে শুনবে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মুয়াযযিনের পরে উত্তর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে মুয়াযযিনের কথার মতই বলবে। তবে দু'টি হায়আলাহ.. ব্যতিরেকে, কারণ তারপরে

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

[লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ] বলবে। তারপর আযান শেষ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত (দরূদ) পেশ করবে। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁর ওপর একবার সালাত পেশ করবে আল্লাহ তা'আলা তার কারণে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। বান্দার ওপর আল্লাহর সালাত পেশ করার (অন্য) অর্থ হলো: আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য ফেরেশতাদের সামনে প্রশংসা করা।

অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট তাঁর নিজের জন্যে অসীলা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর তা হলো জান্নাতে মর্যাদাপূর্ণ একটি বিশেষ স্থান, আর তা হলো সবচেয়ে উঁচু মকাম। আল্লাহর সকল বান্দা থেকে কেবল একজন বান্দার জন্যে সে স্থান অর্জন ও উপযুক্ত হবে। আর সেই একক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কেউ হবেন না। কারণ, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলূক।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি তাঁর জন্যে অসীলাহর দোয়া করবে তার সুপারিশ তাঁর জন্যে অর্জন হয়ে যাবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুয়াযযিনের জাওয়াবের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ।

২. মুয়াযযিনকে জাওয়াব দানের পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করার ফজিলত।

৩. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত পাঠ করার পর তাঁর জন্যে অসীলাহ প্রার্থনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ।

৪. অসীলাহর অর্থ ও মহান মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে এখানে। আর তা একজন বান্দা ছাড়া কারো জন্যে উপযুক্ত হবে না।

৫. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার বর্ণনা যে, তিনি একাই সেই উঁচু স্থানের জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন।

৬. যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে অসীলাহ প্রার্থনা করবে, তার জন্যে সুপারিশ অর্জন হবে।

৭. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিনয়, অসীলা একমাত্র তাঁর জন্যে খাস হওয়া সত্ত্বেও উম্মাতের কাছে তা প্রাপ্তির জন্যে দোয়া চেয়েছেন।

৮. আল্লাহ তা‘আলার রহমত ও অনুগ্রহের বিশালতা। কারণ, একটি নেকির বিনিময় তার দশগুন।

(65087)

(86) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৮৬) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক অন্ধ ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কোনো লোক নেই, যে আমাকে মসজিদে নিয়ে আসবে। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজ ঘরে সালাত আদায়ের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি চলে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: “তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও?” তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তবে তুমি (জামা‘আতে) উপস্থিত হবে।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এক অন্ধ লোক নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার এমন কোনো লোক নেই, যে আমাকে হাত ধরে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে মসজিদে নিয়ে আসবে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জামা‘আতে উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি চলে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তবে তুমি আযানের সাড়া দিবে অর্থাৎ জামা’আতে উপস্থিত হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. জামা‘আতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। কেননা কোনো জরুরী ও অত্যাবশ্যকীয় কাজের ক্ষেত্রেই রুখসত তথা অনুমতির প্রয়োজন হয়।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী“ «فَأَجِبْ»: তবে তুমি (জামা’আতে) উপস্থিত হবে” এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে ব্যক্তি আযান শুনবে তার জন্য জামা‘আতে উপস্থিত হয়ে সালাত আদায় করা ওয়াজিব। কেননা আদেশসূচকের মূল হলো ওয়াজিব তথা অত্যাবশ্যকীয় হওয়া।

(11287)

(87) - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:
«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৮৭) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন: "পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ আদায় করা এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান পালন করা, এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে; যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত, প্রত্যেক সপ্তাহে জুমু'আ সালাত এবং প্রতি বছর রমযান মাসের সাওম পালন সেগুলোর মধ্যবর্তী সময়ের সগীরা গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে; তবে শর্ত হলো কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যদিকে কবীরা গুনাহ যেমন যিনা, মদ পান ইত্যাদি তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. গুনাহসমূহ কবীরা ও সগীরা দু'প্রকারের হয়ে থাকে।

২. সগীরা গুনাহ তখনই কাফফারা হবে যখন কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে।

৩. কবীরা গুনাহ হলো সেসব গুনাহ যেগুলোর ব্যাপারে দুনিয়াবী সাজার হুকুম বর্ণিত হয়েছে অথবা এসবের ব্যাপারে আযাব অথবা আল্লাহর অসন্তুষ্টি অথবা হুমকি অথবা এতে লিপ্তকারীকে লানত ইত্যাদি মাধ্যমে পরকালীন হুমকির কথা বলা হয়েছে। যেমন যিনা ও মদ্যপান ইত্যাদি।

(3591)

(88) - عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: {الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، -وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي-، فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(৮৮) - আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: "মহান আল্লাহ বলেছেন: আমার এবং আমার বান্দার মাঝে সালাতকে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। বান্দা যখন বলে,

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের রবের জন্য), আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়) আল্লাহ তা'আলা বলেন: বান্দা আমার প্রশংসা ও গুণগান করেছে। সে যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (তিনি বিচার দিনের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে। আল্লাহ আরো বলেন: বান্দা তার সমস্ত কাজ আমার উপর সমর্পণ করেছে। সে যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি) তখন আল্লাহ বলেন, এটি আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার। (এখন) আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়। যখন সে বলে,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ

(আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করুন। যেসব লোকদের উপর আপনি নি'আমাত দান করেছেন তাঁদের পথে , তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে; তখন আল্লাহ বলেন: এসবই আমার বান্দার জন্যে এবং আমার বান্দার জন্যে রয়েছে সে যা চায়। **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিচ্ছেন, আল্লাহ তা'আলা হাদীসে কুদসীতে বলেছেন, আমি সালাতে সূরা ফাতিহাকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করেছি। আমার জন্যে অর্ধেক আর বান্দার জন্যে অর্ধেক।

প্রথম অর্ধেক: আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও বড়ত্ব বর্ণনা। আমি তাকে তাঁর উত্তম প্রতিদান প্রদান করব।

দ্বিতীয় অর্ধেক: অনুনয়, বিনয় ও দোয়া। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেই এবং সে যা চায় তা প্রদান করি।

অতএব, মুসল্লি যখন বলে ,

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের রব আল্লাহর জন্য), আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। সে যখন বলে

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(তিনি অতিশয় দয়ালু এবং করুণাময়); আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা ও গুণগান করেছে এবং আমার মাখলূকের ওপর আমার ব্যাপক নিয়ামতের কথা স্বীকার করেছে। সে যখন বলে ,

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

(তিনি বিচার দিনের মালিক), তখন আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে।) আর এটা ব্যাপক সম্মান।

আর সে যখন বলে,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

(আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি) তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যকার ব্যাপার।

অতএব, এই আয়াতের (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) থেকে শুরু পর্যন্ত হলো আল্লার জন্যে। আর তার বিষয় হলো আল্লাহর জন্যেই সকল ইবাদতের স্বীকৃতি এবং তাঁরই জন্য ইবাদত আঞ্জাম দেওয়া। এর দ্বারা আল্লাহর জন্যে প্রথম অর্ধেক শেষ হলো।

দ্বিতীয় অর্ধেক যা বান্দার জন্যে তা হলো (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) ,থেকে শেষ পর্যন্ত। আর তা হলো আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা এবং সাহায্য করার ওপর তাঁর প্রতিশ্রুতি তলব করা।

অতএব, যখন সে বলে,

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ

আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করুন। যেসব লোকদের উপর আপনি নি'আমাত দান করেছেন তাঁদের পথে , তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে; তখন আল্লাহ বলেন: এই অনুনয়-বিনয় ও দোয়া হলো আমার বান্দার পক্ষ থেকে, কাজেই আমার বান্দার জন্যে রয়েছে সে যা চায়। আমি তার দোয়া কবুল করলাম।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সূরা ফাতিহার মর্যাদা অনেক মহান। আল্লাহ তা'আলা তার (সালাত) নামকরণ করেছেন।

২. এতে বর্ণনা রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের প্রতি যত্নশীল। যেহেতু বান্দা তাঁর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও বড়ত্ব বর্ণনা করেছে; যার ফলে তিনিও তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাকে প্রদানের ওয়াদা করেছেন সে যা চায়।

৩. এই মহান সূরাটিতে আল্লাহর প্রশংসা, আখিরাতের আলোচনা, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা, সঠিক পথের হিদায়েতের প্রার্থনা ও বাতিল রাস্তা থেকে সতর্ক করাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৪. মুসল্লি সূরা ফাতিহা পড়ার সময় এই হাদীস স্মরণ করলে সালাতে তাঁর একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে।

(65099)

(89) – عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». [صحيح] - [رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]

(৮৯) - বুরায়দাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমাদের ও তাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সালাত। যে তা পরিত্যাগ করল সে কুফুরী করল।" **[সহীহ]- [এটি তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম ও অমুসলিম কাফির, মুনাফিকদের মাঝে প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের কথা বর্ণনা করেছেন। কাজেই যে তা পরিত্যাগ করল সে কুফুরী করল।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সালাতের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্যকারী।

২. ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা ইসলামের বিধান সাব্যস্ত হবে, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা দ্বারা নয়।

(65094)

(90) – عن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৯০) - জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেয়া"। **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরয সালাত ত্যাগ করা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তিনি সংবাদ দিয়েছেন, বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পতিত হওয়ার মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেয়া। কারণ, সালাত হলো ইসলামের দ্বিতীয় রোকন আর ইসলামে তার গুরুত্ব অনেক বেশী। অতএব যে সালাত ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করে ত্যাগ করবে সে সকল মুসলিমের নিকট কাফির। আর যদি শিথিলতা ও অলসতাবশত একেবারেই তা ত্যাগ করে সেও কাফির। এই মাসআলার ওপর সাহাবীদের ঐক্যমত্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর যদি কখনো ছাড়ে কখনো পড়ে সেও এই কঠিন হুঁশিয়ারির সম্মুখীন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সালাত ও সালাতের প্রতি যত্নশীল থাকার গুরুত্ব। কারণ তা কুফর ও ঈমানের মাঝে পার্থক্যকারী।

২. সালাত ত্যাগ ও নষ্ট করা বিষয়ে কঠিন সতর্ক বাণী।

(65093)

(91) – عن سالم بن أبي الجَعْدِ قال: قال رجل: ليتني صَلَّيتُ فاسترحْتُ، فكأنّهم عابُوا ذلك عليه، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أَرِحْنا بها». [صحيح] – [رواه أبو داود]

(৯১) - সালিম ইবনু আবুল জা'দ সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যাক্তি বললেন, যদি আমি সালাত আদায় করতাম তাহলে প্রশান্তি পেতাম, তারা যেন বিষয়টি অপছন্দ করল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "হে বিলাল! সালাত কায়িম করো। আর তার মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি দাও"। **[সহীহ] - [এটি আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

সাহাবীদের একজন বললেন, যদি আমি সালাত আদায় করতে পারতাম তাহলে প্রশান্তি পেতাম, তখন তার পাশে থাকা উপস্থিত লোকজন যেন সেটিকে দোষ মনে করল। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: হে বিলাল! জোরে সালাতের আজান দাও এবং তার ইকামত দাও , যেন আমরা তার মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করতে পারি। কারণ, তার ভেতর আল্লাহর সাথে কথোপকথন এবং অন্তর ও রূহের প্রশান্তি রয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সালাতের মাধ্যমে অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়। কারণ, তাতে আল্লাহর সাথে একান্তে কথোপকথন রয়েছে।

২. ইবাদতে অলসতা প্রদর্শনকারীকে তিরস্কার করা।

৩. যে ব্যক্তি নিজের ওপর থাকা ওয়াজিব আদায় করল এবং তার নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলো, তার প্রশান্তি ও আত্মতৃপ্তির অনুভূতি হাসিল হলো।

(65095)

(92) – عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنه كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا، فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. [صحيح] - [متفق عليه]

(৯২) - আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি রমযান ও রমযান ছাড়া ফরজ হোক বা অন্য কোনো সালাত হোক, দাঁড়িয়ে শুরু করার সময় "আল্লাহু আকবার" বলতেন, আবার রুকূ‘তে যাওয়ার সময় "আল্লাহু আকবার" বলতেন। অতঃপর (রুকূ‘ হতে উঠার সময়) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতেন, সিজদা্য় যাওয়ার পূর্বে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলতেন। অতঃপর সিজদার জন্য অবনত হবার সময় আল্লাহু আকবার বলতেন। আবার সিজদা্ হতে মাথা উঠানোর সময় "আল্লাহু আকবার " বলতেন। অতঃপর (দ্বিতীয়) সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন এবং সিজদা্ হতে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলতেন। দু’ রাক‘আত আদায় করে দাঁড়ানোর সময় আবার তাকবীর বলতেন। সালাত শেষ করা পর্যন্ত প্রতি রাক‘আতে এরূপ করতেন। সালাত শেষে তিনি বলতেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্য হতে আমার সালাত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সালাতই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাত ছিল। **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের পদ্ধতিসমূহের একটি অংশ বর্ণনা করছেন এবং তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতের ইচ্ছা করে দাঁড়াতেন তখন ইহরামের তাকবীর বলতেন, অতঃপর যখন রুকুতে যেতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং সাজদার সময় ও যখন সাজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন এবং যখন দ্বিতীয় সাজদা করতেন এবং যখন তার থেকে মাথা উঠাতেন এবং যখন তিন অথবা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে প্রথম দুই রাকাতের প্রথম তাশাহহুদের বৈঠকের পর উঠতেন তখন তাকবীর বলতেন। অতঃপর সালাত শেষ না করা পর্যন্ত পুরো সালাতে এরূপ করতেন। তবে রুকু থেকে পিঠ সোজা করার সময় বলতেন: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ অতঃপর দাঁড়িয়ে বলতেন: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

অতঃপর আবূ হুরাইরাহ সালাত শেষে বলতেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমাদের মধ্য হতে আমার সালাত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতের বিবরণ ছিল।

হাদীসের শিক্ষা:

১. প্রত্যেক ওঠা ও নামার সময় তাকবীর হবে, তবে কেবল রুকু থেকে ওঠার সময় বলবে

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

২. সাহাবীগণের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও তার সুন্নাত সংরক্ষণের প্রতি আগ্রহ।

(65098)

(93) – عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ». [صحيح] – [متفق عليه]

(৯৩) - ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি। কপাল দ্বারা এবং তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে এর অন্তর্ভুক্ত করেন, আর দু’ হাত, দু’ হাঁটু এবং দু’ পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা। আর আমরা যেন চুল ও কাপড় গুটিয়ে না নেই।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে সালাতের সময় সাতটি অঙ্গ দ্বারা সিজদা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে সাতটি অঙ্গ হলো:

প্রথম অঙ্গ: কপাল: নাক এবং দু’চোখের উপরে চেহারার অগ্রভাগ। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করে বলেন, কপাল ও নাক সাত অঙ্গের একটি অঙ্গ। তিনি আরো তাগিদ দেন যে, সিজদাকারী সিজদার সময় নাক দ্বারা যমীন স্পর্শ করবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্গ: দু’ হাত।

চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্গ: দু’ হাঁটু।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্গ: দু’ পায়ের আঙ্গুলসমূহ।

তিনি আমাদেরকে আরো আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন যমীনে সিজদার সময় আমাদের চুল ও কাপড় না গুটাই; বরং এগুলো ছেড়ে দিবো, যাতে এগুলোও সিজদার সময় যমীনের উপর বিছিয়ে থাকে এবং অন্যান্য অঙ্গের সাথে এগুলোও সিজদা করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সালাতে সাত অঙ্গের দ্বারা সিজদা করা ফরয।

২. সালাতে কাপড় ও চুল গুটানো মাকরূহ।

৩. মুসল্লির উপর ওয়াজিব হলো ধীরস্থির ও প্রশান্তির সাথে সালাত আদায় করা। আর তা হবে সাত অঙ্গের দ্বারা যমীনে সিজদা করার মাধ্যমে। এতে স্থির হয়ে সিজদা করবে, যাতে শরী'আহ বিধিবদ্ধ যিকির ও দু'আ যথাযথভাবে আদায় করা যায়।

৪. পুরুষের চুল গুটানো নিষেধ; কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞা নারীর জন্যে নয়। কেননা নারীর জন্যে সালাতে তা ঢেকে রাখা সতরের অন্তর্ভুক্ত।

(10925)

(94) – عن جَرِيْر بنِ عبدِ الله رضي الله عنه قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً –يَعْنِي الْبَدْرَ– فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا» ثُمَّ قَرَأَ: «{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}» [صحيح] – [متفق عليه]

(৯৪) - জারীর বিন আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি রাতে (পূর্ণিমার) চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: "তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রব্বকে দেখতে পাবে, যেমনি তোমরা এ চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না(ভিড়ে ঠেলাঠেলিও করবেনা)। অতএব, তোমরা যদি সক্ষম হও, সূর্য উঠার আগের সালাত ও সূর্য ডুবার পূর্বের সালাত (যথাযথভাবে) আদায় করতে পরাজিত হবে না, তাহলে তাই করো।" অতপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:

«{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}»

"কাজেই তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করো সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে। "**[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

একরাতে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি চৌদ্দ তারিখ রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন: মুমিনগণ অবশ্যই প্রকৃতই স্বচক্ষে তাদের রবকে দেখতে পাবে, কোনো সন্দেহহীনভাবেই। তারা তাদের রবকে দেখতে কোনো ভিড়, কষ্ট বা অসুবিধে হবে না। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: অতএব, তোমরা যদি সক্ষম হও যে, সূর্য উঠার আগের (ফজরের) সালাত ও সূর্য ডুবার পরের (মাগরিবের) সালাত আদায় করতে যেসব জিনিস বাধার সৃষ্টি করে, সেগুলোকে ছিন্ন করতে, তবে তাই করো। তোমরা এ দু'ওয়াক্তের সালাত জামা'আতের সাথে ওয়াক্তমতো পরিপূর্ণভাবে আদায় করো। কেননা এগুলো মহান আল্লাহকে দেখার উপায়। অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করলেন:

«{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ}»

"কাজেই তোমার রবের প্রশংসার তাসবীহ পাঠ করো সূর্য উদয়ের আগে ও অস্ত যাওয়ার আগে।"

হাদীসের শিক্ষা:

১. ঈমানদারদের জন্যে সুসংবাদ যে, তারা জান্নাতে মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে।

২. দাওয়াতের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো: তাগিদ দেওয়া, উৎসাহিত করা এবং উপমা পেশ করা।

(5657)

(95) – عن جُندب بن عبد الله القَسْرِي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ، ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৯৫) - জুনদুব ইবনু আব্দুল্লাহ আল-কাসরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করলো সে আল্লাহর যিম্মাদারিতে থাকল। অতএব আল্লাহ যেন আপন যিম্মাদারীর কোনো বিষয় সম্পর্কে তোমাদের বিপক্ষে বাদী না হন। কারণ তিনি যার বিপক্ষে আপন দায়িত্বের কোনো ব্যাপারে বাদী হবেন, তাকে (নিশ্চিত) ধরতে পারবেনই। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে ফেলবেন।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করলো সে আল্লাহর হেফাযত, যিম্মাদারি ও সংরক্ষণে থাকলো। তিনি তার থেকে বিপদাপদ দূর করবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন।

অতপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবধান করেছেন যে, ফজরের সালাত ত্যাগ করে অথবা মুসল্লির প্রতি সীমালঙ্ঘন করে বা তাকে লাঞ্ছিত করে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে, যে ব্যক্তি এমন করবে সে ব্যক্তি নিরাপত্তার দেয়াল ভেঙ্গে ফেলল যার ফলে সে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর তিনি তার বিপক্ষে এমন অধিকারসমূহের ব্যাপারে বাদী হবেন যা সে লঙ্ঘন করেছে। আর আল্লাহ যার বিপক্ষে বাদী হবেন তাকে তিনি নিশ্চিতভাবেই পাকড়াও করবেন। অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে ফেলবেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে ফজরের সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করে, তার যদি কেউ মন্দ ও ক্ষতি করার ইচ্ছাতে মুখামুখি হয়, তার জন্য কঠোর সতর্কতা রয়েছে এ হাদীসে।

৩. যারা আল্লাহর নেককার বান্দাহদের বিরুদ্ধে লাগে, আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেন।

(5435)

(96) – عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال: بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(৯৬) - বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: শীঘ্র ‘আসরের সালাত আদায় করে নাও। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ‘আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার ‘আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।” **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃতভাবে আসরের সালাত সময় মতো আদায় না করে বিলম্বে আদায় করা থেকে সতর্ক করেছেন। আর যে ব্যক্তি আসরের সালাত বিলম্বে পড়ে বা ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয় এবং সে খালি হয়ে যায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আসরের সালাত প্রথম ওয়াক্তে ও দ্রুত আদায় করতে এবং এ সালাতের প্রতি যত্নবান হতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি আসরের সালাত ত্যাগ করে, তার ব্যাপারে রয়েছে কঠোর হুঁশিয়ারী। এ সালাতকে তার সময় থেকে পিছিয়ে দেয়া, তা ছাড়া যে কোনো জিনিস হাত ছাড়া করার চেয়ে মারাত্মক।কেননা এটি হলো সেই সর্বোত্তম-মধ্যবর্তী সালাত, যে সালাতের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণীতে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন:

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى

"তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষত সর্বশ্রেষ্ঠ-মধ্যবর্তী সালাতের।" [সূরা আল-বাক্বারাহ, ২৩৮]

(6261)

(97) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]».

[صحيح] - [متفق عليه]

(৯৭) - আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যদি কেউ কোনো সালাত ভুলে যায়, তাহলে যখন তা স্মরণ করবে, তখনই তা আদায় করবে। এ ছাড়া সালাতের অন্য কোনো কাফফারা নেই। (কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন) "আমাকে স্মরণের উদ্দেশে সালাত কায়িম করো"- (সূরাহ্ ত্বা-হা ১৪)"। **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোনো ফরয সালাত আদায় করতে ভুলে যায় ও সময় শেষ হয়ে গেল। তখন তার কর্তব্য হলো স্মরণ হওয়া মাত্রই তা দ্রুত ও তাড়াতাড়ি আদায় করে নেওয়া; কেননা মুসলিম তা স্মরণ হওয়া মাত্রই আদায় করা ছাড়া তার পাপের ক্ষমা মোচন নেই। আল্লাহ তা'আলা তার সম্মানিত কিতাবে বলেন, "আমাকে স্মরণের উদ্দেশে সালাত কায়িম করো"- (সূরাহ্ ত্বা-হা ১৪)"। অর্থাৎ ভুলে যাওয়া সালাত যখন স্মরণ করবে তখনই তা আদায় করো।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সালাতের গুরুত্ব বর্ণনা এবং তা আদায় ও কাযা করার ক্ষেত্রে কোনো শিথিলতা না করা।

২. কোনো ওযর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতকে তার সময় থেকে বিলম্ব করা বৈধ নয়।

৩. ভুলে যাওয়া ব্যক্তি যখন স্মরণ করবে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি যখন জাগ্রত হবে তখনই সালাত কাযা করা ওয়াজিব।

৪. নিষিদ্ধ সময় হলেও সাথে সাথে সালাত কাযা করা ওয়াজিব।

(65088)

(98) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ». **[صحيح]-[متفق عليه]**

(৯৮) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “মুনাফিকদের ওপর সবচেয়ে কঠিন সালাত হলো এশা ও ফজরের সালাত। তারা যদি তার ফযিলত জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হতো। আর আমি ইচ্ছে করেছি, সালাতের আদেশ দিব তারপর ইকামাত দেয়া হবে তারপর একজনকে মানুষদের নিয়ে সালাত আদায় করতে বলব। অতঃপর আমি কতক মানুষ যাদের সাথে লাকড়ির বোঝা থাকবে তাদেরকে নিয়ে সেসব লোকদের কাছে যাব যারা সালাতে উপস্থিত হয় না এবং তাদের ওপর তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিব।” **[সহীহ্] -[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিক এবং সালাতে তাদের উপস্থিত না হওয়ার অলসতা সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন এ হাদীসে, বিশেষ ভাবে এশা ও ফজর দু'টি সালাত। তারা যদি মুসলিমদের জামাতে উপস্থিত হওয়ার ফজিলত জানতো, তাহলে বাচ্চাদের ন্যায় হাত ও হাটু দ্বারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে এসে উপস্থিত হতো।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি সালাতের নির্দেশ দিবেন আর সালাতের ইকামত দেওয়া হবে এবং একজন ব্যক্তিকে তার জায়গায় ইমাম বানাবেন, তারপর তিনি লাকড়ির বোঝা বহনকারী ব্যক্তিকে নিয়ে তাদের নিকট যাবেন যারা সালাতের জামাতে হাজির হয় নাই। আর জামাতে হাজির না হয়ে তারা যে অপরাধ করেছে তার শাস্তি স্বরূপ তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিবেন, কিন্তু তা করেননি, কারণ ঘরসমূহে নারী, নিরাপরাধ শিশু ও অন্যান্য অপারগ ব্যক্তি রয়েছেন যাদের কোনো পাপ নেই।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মসজিদে সালাতের জামাতে হাজির না হওয়ার ভয়াবহতা।

২. মুনাফিকরা তাদের ইবাদত দ্বারা কেবল লৌকিকতা ও প্রসিদ্ধি কামনা করে। কাজেই যে সময় মানুষ তাদেরকে দেখে সে সময় ছাড়া তারা সালাতে হাজির হয় না।

৩. এশা ও ফজরের সালাত জামাতে আদায় করার সাওয়াব অপরিসীম। এ দুই সালাতে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও আসা উচিত।

৪. এশা ও ফজরের সালাতে যত্নশীল থাকা নিফাক থেকে মুক্তির সনদ আর এই দুই সালাতে হাজির না হওয়া মুনাফিকদের নিদর্শন।

(3366)

(99) – عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(৯৯) - ইবনু আবূ আওফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে পিঠ উঠানোর সময় বলতে:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

অর্থাৎ “প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শুনেন। হে আল্লাহ! আমাদের রব, প্রশংসা আপনারই জন্য- যা আসমানসমূহ ও যমীন পূর্ণ এবং তারপর যতটুকু বস্তু আপনি চান তা পূর্ণ।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে রুকু থেকে পিঠ উঠানোর সময় বলতেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

অর্থাৎ “প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ শুনেন”। অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রশংসা করল আল্লাহ তাকে সাড়া দিবেন এবং তার প্রশংসা কবুল করবেন ও তাকে বিনিময় প্রদান করবেন। অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করবে নিম্নের বাণী দ্বারা:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক সকল প্রশংসা আপনারই জন্য- যা আসমান ও জমিন পরিপূর্ণ এবং পরিপূর্ণতা ছাড়াও যতটুকু আপনি ইচ্ছা পোষণ করেন।" এমন প্রশংসা যা সকল আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু এবং আল্লাহ যা চান তা সবই পূর্ণ করে দেয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুসল্লি যখন রুকু থেকে মাথা উঠাবে তখন কী বলা মুস্তাহাব তার বর্ণনা।

২. রুকু থেকে উঠার পর ধীরতা ও স্থিরতা গ্রহণ করার বিধান প্রমাণিত হয়। কারণ, ধীরতা ও স্থিরতা গ্রহণ না করলে এসব জিকির আদায় করা সম্ভব নয়।

৩. এই জিকিরগুলো ফরয ও নফল সব সালাতে বলাই শরীয়ত সম্মত।

(65101)

(100) – عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي». [صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد]

(১০০) - হুযায়ফাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সাজদার মাঝখানে বলতেন:« رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي» "হে আমার রব, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। হে আমার রব, তুমি আমাকে ক্ষমা করো"। **[সহীহ্]- [এটি আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সাজদার মাঝখানে বসে বলতেন: رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، এবং তা বারবার বলতেন।

হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন" এর অর্থ: বান্দা তার রবের নিকট পাপ মোচন ও গুনাহসমূহ গোপন করার প্রার্থনা করল।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ফরজ ও নফল উভয় সালাতে দুই সাজদার মাঝে এই দোয়া পাঠ করা বিধান সম্মত।

২. رَبِّ اغْفِرْ لِي কথাটি বারবার উচ্চারণ করা মুস্তাহাব, তবে একবার বলা ওয়াজিব।

(65104)

(101) – عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: «اللَّهمَّ اغْفِرْ لي، وارْحَمْنِي، وعافِنِي، واهْدِنِي، وارزقْنِي». [حسن بشواهده] – [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(১০১) - ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন: (اللَّهمَّ اغْفِرْ لي، وارْحَمْنِي، وعافِنِي، واهْدِنِي، وارزقْنِي) অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন,আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন এবং রিজিক দান করুন। **[সহায়ক বর্ণনাগুলোর কারণে হাসান]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দুই সিজদার মাঝে নিম্নোক্ত পাঁচটি জিনিসের দো'আ করতেন যার প্রতি একজন মুসলিম খুবই মুখাপেক্ষী। আর এতে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেগুলো হলো: (১) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, তার গুনাহ গোপন রাখতে ও অপরাধ মাফ করতে দু'আ করা; (২) তার প্রতি ব্যাপক রহমত নাযিল হওয়া; (৩) সন্দেহ, লোভলালসা ও রোগ-ব্যাধির থেকে সুস্থতা কামনা; (৪) আল্লাহর কাছে হিদায়েত ও সত্যের উপর অবিচল থাকার দু'আ; (৫) ঈমান, ইলম, নেক আমল, হালাল ও পবিত্র সম্পদ অর্জনের দু'আ করা।

হাদীসের শিক্ষা:

১. দুই সিজদার মাঝখানে বসে এ দু'আ পড়া শরী'য়ত অনুমোদিত।

২. এসব দু'আর ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা; যেহেতু এতে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

(10930)

(102) – عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذْ قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعِ اللهُ لَكُمْ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(১০২) - হিত্তান বিন আবদুল্লাহ আর রাকাশী হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা আশ'আরীর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি যখন তাশাহ্হুদে বসলেন, জামা'আতের মধ্য হতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, সালাত ও যাকাতকে একসাথে সৎ আমল হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন,

আবূ মূসা সালাত শেষ করে সালাম ফিরানোর পর বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এরূপ বলেছে? লোকেরা নীরব থাকল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এরূপ এরূপ বলেছে? এবারও লোকেরা নীরব থাকল। অতঃপর তিনি বললেন, হে হিততান সম্ভবত তুমিই এটা বলেছ। তিনি (হিত্তান) বললেন, আমি তা বলিনি। অবশ্য আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে, এ জন্যে আপনি আমাকে শাসাবেন! এমন সময় লোকেদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি বলল, আমি এরূপ বলেছি। আমি এর মাধ্যমে কল্যাণ ছাড়া কিছুই ইচ্ছা করিনি। আবূ মূসা বললেন, তোমরা তোমাদের সালাতে কী বলবে তা কি জান না?

(একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুতবাহ দিলেন এবং আমাদেরকে আমাদের সুন্নাত ও সালাত শিক্ষা দিলেন। তিনি বললেন, "তোমরা যখন সালাত আদায় করবে, তোমাদের কাতারগুলো ঠিক করে নিবে। অতঃপর তোমাদের কেউ তোমাদের ইমামতি করবে। সে যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলবে। সে যখন غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ বলবে তোমরা তখন আমীন বলবে। আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। যখন সে তাকবীর বলে রুকু'তে যাবে, তোমরাও তাকবীর বলে রুকু'তে যাবে। কেননা, ইমাম তোমাদের আগে রুকু'তে যাবে এবং তোমাদের আগে রুকু থেকে উঠবে"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "এটা ওটার বিনিময়ে, (তথা ইমাম যেমন রুকু সাজদায় আগে যাবে, তেমনি আগে উঠবে)। যখন সে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তখন তোমরা

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে, আল্লাহ তোমাদের কথা শুনবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় বলছেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (আল্লাহ তার প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেন)। যখন সে তাকবীর বলবে এবং সাজদায় যাবে, তোমরাও তার পরপর তাকবীর বলে সাজদায় যাবে। কেননা, ইমাম তোমাদের আগে সাজদায় যাবে এবং তোমাদের আগে সিজদা থেকে উঠবে"।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "ওটা ওটার পরিবর্তে। যখন বৈঠকের আসনে থাকবে, তখন তোমাদের প্রথম পাঠ হবে التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

অর্থাৎ, সকল প্রকার পবিত্র ও একান্ত মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদাতসমূহ আল্লাহরই জন্য। হে নবী! আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে শান্তি, রহমত ও বারাকাত নাযিল হোক এবং আমাদের উপর ও আল্লাহর নেককার বান্দাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবূদ নেই এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল "। **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

সাহাবী আবূ মূসা 'আশআরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কোনো এক সালাতে তাশাহ্হুদের বৈঠকে ছিলেন। তার পিছনে একজন মুসল্লি বললেন: সালাতকে পুণ্য ও যাকাতের সাথে একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।) আবূ মূসা সালাত থেকে ফারিগ হয়ে মুসল্লিদের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের থেকে কে "কুরআনে সলাতকে নেকীর সাথে মিলান হয়েছে"বাক্যটি বলেছে? উপস্থিত সবাই চুপ থাকলেন, কেউ কোনো কথা বললেন না। দ্বিতীয়বার তিনি একই প্রশ্ন করলেন, কিন্তু কেউ তার উত্তর দিল না। তখন আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে হিত্তান, সম্ভবত তুমি বলেছো! সে সাহসী ছিল এবং তাঁর

কাছের লোক ও আত্মীয় ছিল, ফলে তাকে দোষারোপ করলে সে কষ্ট পাবে না (জানতেন) এবং (তাকে তিরস্কার করা) যেন সত্যিকার কথককে স্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে। হিত্তান তা অস্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি আশঙ্কা করেছি, আমার প্রতি আপনার ধারণা আমিই তা বলেছি আপনি আমাকে শাসাবেন। তখন কওমের এক ব্যক্তি বললেন: আমি তা বলেছি, এ দ্বারা আমি ভালো ছাড়া কিছু উদ্দেশ্য করেনি! আবূ মূসা তাকে শিক্ষা দিয়ে বললেন, তোমরা সালাতে কিভাবে বলবে তা কি শিখনি?! এটি তার অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ। অতঃপর আবূ মূসা সংবাদ দিলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিলেন, অতঃপর তাদেরকে শরীয়ত বর্ণনা ও সালাত শিক্ষা দিলেন। তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

তোমরা যখন সালাত আদায় করো, তখন তোমাদের কাতারগুলো বরাবর করো এবং তাতে সোজা হয়ে দাঁড়াও। অতঃপর তাদের কেউ মানুষদের ইমামতি করবে। যখন ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবে, তোমরাও তার মত তাকবীর বলবে। যখন সে সূরা ফাতিহা পড়বে ও

(...غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ.)

পর্যন্ত পৌঁছবে, তখন তোমরা আমীন বলবে। যখন তোমরা এরূপ করবে আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন। যখন তাকবীর বলে রুকু'তে যাবে, তোমরাও তাকবীর বলে রুকু'তে যাবে। কেননা, ইমাম তোমাদের আগে রুকু'তে যাবে এবং তোমাদের আগে রুকু থেকে উঠবে। কাজেই তোমরা তার আগে যাবে না। কারণ, ইমাম যে সময়টুকু তোমাদের আগে রুকুতে গিয়ে থাকবেন, তার ওঠে যাওয়ার পর তোমাদের কিছু সময় রুকুতে থাকা তার প্রতিবিধান করবে। এই সময়টুকু ঐ সময়ের বিনিময়ে হবে। ফলে তোমাদের রুকু তার রুকুর সমান হবে। আর ইমাম যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, তোমরা তখন

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে, মুসল্লিরা যখন একথা বলবেন, আল্লাহ তাদের দোয়া ও কথা শুনবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষায় বলছেন:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

(আল্লাহ তার প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেন)। তারপর ইমাম যখন তাকবীর বলবে ও সাজদায় যাবে, মুসল্লিরাও তাকবীর বলবে ও সাজদায় যাবে। কেননা, ইমাম তাদের আগে সাজদায় যাবে ও তাদের আগে সাজদা থেকে উঠবে। এই সময়টি ঐ সময়ের প্রতিবিধান করবে। ফলে ইমাম ও মুক্তাদির সাজদার পরিমাণ সমান হয়ে যাবে।

যখন তাশাহহুদের জন্যে বসবে তখন মুসল্লির প্রথম কথা হবে:

التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلهِ

অতএব রাজত্ব, স্থায়ীত্ব ও বড়ত্ব সবই মহান আল্লাহর জন্যে খাস। অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও তাঁর জন্যে খাস।

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ

অতএব আল্লাহর কাছে প্রত্যেক দোষ, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ও উচ্ছন্নতা থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। বিশেষভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দ্বারা খাস করব। তারপর আমরা আমাদের ওপর সালাম প্রেরণ করব। তারপর আল্লাহর যেসব নেককার বান্দা তাদের ওপর থাকা আল্লাহর হকসমূহ ও আল্লাহর বান্দার হকসমূহ যথাযথভাবে আদায় করেন তাদের ওপর সালাম প্রেরণ করব। তারপর সাক্ষ্য দিব যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিব যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হাদীসের শিক্ষা:

১. তাশাহহুদের শব্দাবলির বর্ণনা।

২. সালাতের কর্মসমূহ ও তাতে পঠনীয় বাক্যগুলো অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত বাক্য হওয়া জরুরি। কাজেই সুন্নাতে সাব্যস্ত হয়নি এমন কথা ও কর্ম তাতে আবিষ্কার করা বৈধ হবে না।

৩. ইমামের আগে যাওয়া কিংবা তাঁর পেছনে পড়া বৈধ নয়। মুক্তাদির জন্যে বিধান হলো ইমামের কর্মসমূহে তাঁর অনুসরণ করা।

৪. দীন পৌঁছানো ও উম্মতকে দীনের বিধান শিখানোর ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্ব প্রদান করার বর্ণনা।

৫. ইমাম হলেন মুক্তাদিদের জন্যে অনুকরণীয় ব্যক্তি। কাজেই সালাতের কর্মসমূহে তাঁকে এগিয়ে যাওয়া বা তাঁর সাথে সাথে আদায় করা বা তাঁর থেকে বিলম্বে আদায় করা বৈধ নয়। বরং ইমাম নিশ্চিতভাবে কোনো কর্মে প্রবেশ করার পরই মুক্তাদি তাতে প্রবেশ করবেন। সালাতে ইমামের অনুসরণ করাই হলো সুন্নাত।

৬. সালাতে কাতার সোজা করা শরীয়তের বিধান।

(65097)

(103) – عن عَائِشَةَ رضيَ الله عنها قالت: إِنِّي سمعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(১০৩) - ‘আয়িশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “খাবারের উপস্থিতিতে ও দু’টি খারাপ বস্তু আটকে রেখে কোনো সালাত নেই।” **[সহীহ]** - **[এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের উপস্থিতিতে সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করেছেন, যা মুসল্লির নফস কামনা করে এবং যার সাথে তার অন্তর সংযুক্ত থাকে।

অনুরূপভাবে তিনি দু'টি খারাপ বস্তু—পেশাব ও পায়খানা—আটকে রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন, কারণ সে তা আটকে রাখতে ব্যস্ত থাকবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুসল্লির জন্য উচিত হলো সালাতে প্রবেশ করার আগেই যা কিছু তাকে সালাত থেকে অমনোযোগী করবে তা সব দূরে সরিয়ে রাখা।

(3088)

(104) – عن عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه: أنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. [صحيح] – [رواه مسلم]

(১০৪) - উসমান ইবনু আবূল আস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন- হে আল্লাহর রসূল ! শয়তান আমার মাঝে , আমার সালাতের মাঝে ও কিরাআতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং গোলমাল বাধিয়ে দেয়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "এটা এক (প্রকারের) শয়তান— যার নাম 'খিনযিব'। যে সময় তুমি তার উপস্থিতি বুঝতে পারবে তখন (আউযুবিল্লাহ পড়ে) তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে তিনবার তোমার বাম পাশে থুথু ফেলবে"। তিনি বলেন, তারপরে আমি তা করলাম আর আল্লাহ আমার হতে তা দূর করে দিলেন। **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

উসমান বিন আবিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বললেন- হে আল্লাহর রসূল! শাইতান আমার ও আমার সালাতের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং আমাকে তার একাগ্রতা থেকে বঞ্চিত করে এবং আমার কিরাতে গোলমাল বাধিয়ে দেয় ও তাতে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: এটা এক (প্রকারের) শয়তান— যার নাম 'খিনযিব'। যে সময় তুমি এর উপস্থিতি বুঝতে পারবে ও তাকে অনুধাবন করবে তখন আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো এবং (আউযুবিল্লাহ পড়ে) তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও এবং তিনবার তোমার বাম পাশে সামান্য থুথুসহ ফুঁ দাও। উসমান বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যা করার নির্দেশ দিয়েছেন তাই করলাম, তারপরে আল্লাহ আমার হতে তা দূর করে দিলেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সালাতে একাগ্রতা ও অন্তরের উপস্থিতির গুরুত্ব প্রমাণিত হয় এবং শয়তান সালাতে সন্দিহান ও দ্বিধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করে।

২. সালাতে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া ও বাম পাশে তিনবার থুথু দেওয়া মুস্তাহাব।

৩. সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম যেসব সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হতেন তার সমাধানের জন্যে তারা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গমন করতেন ও তার স্মরণাপন্ন হতেন।

৪. সাহাবীদের অন্তর ছিল জীবন্ত এবং তাদের চিন্তা ছিল কেবল আখিরাত।

(65105)

(105) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ» قَالَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قال: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا». **[صحيح] – [رواه ابن حبان]**

(১০৫) - আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষের মাঝে সবচেয়ে খারাপ চোর হলো যে তার সালাতে চুরি করে”। তিনি বলেন, সালাতে কিভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, “সে তার রুকু ও সাজদাহ পূর্ণ করে না”। **[সহীহ] - [এটি ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, চোরের মাঝে সবচেয়ে খারাপ চোর যে তার সালাতে চুরি করে। কারণ, চোর অপরের সম্পদ চুরি করে দুনিয়াতে কখনো উপকৃত হয়। এই চোর তার বিপরীত, কারণ সে নিজের হক সাওয়াব ও বিনিময়কে চুরি করেছে। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল, কিভাবে সালাতে চুরি করে? বললেন, সে রুকু ও সাজদাহ পূর্ণ করে না। যেমন রুকু ও সাজদা দ্রুত করে তা পূর্ণভাবে আদায় করে না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সালাতের সৌন্দর্য বজায় রাখা এবং তার রোকনসমূহ ধীরে ও বিনীতভাবে আদায় করার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়।

২. যে রুকু ও সাজদাহ পূর্ণ করে না তাকে চোর বলে আখ্যায়িত করার অর্থ, তার থেকে বিরত করা এবং তা হারাম হওয়া বিষয়ে অবগত করা।

৩. সালাতে রুকু ও সাজদাসমূহ পূর্ণ করা এবং তা সুন্দরভাবে আদায় করা ওয়াজিব।

(65100)

(106) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ: لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১০৬) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তা‘আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দিবেন।"

[সহীহ] –[বুখারী ও মুসলিম]

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন যে, যে কেউ ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, আল্লাহ তা‘আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দিবেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইমামের সাথে সালাত আদায়কারী মুক্তাদীর চারটি অবস্থা: তিন কাজ করা নিষিদ্ধ। তা হলো: ইমামের আগে কোনো কাজ করা, ইমামের সমান সমান কোনো কাজ করা এবং ইমামের কাজের থেকে বিলম্ব করা। আর একটি কাজ করা শরী‘আহসম্মত। তা হলো: ইমামকে অনুসরণ করা।

২. সালাতে মুক্তাদীকে ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব।

৩. ইমামমের আগে যে মুক্তাদী তার মাথা উঠায় তার তার আকৃতি গাধার মতো করে দেওয়ার সতর্কতা একটি সম্ভবপর ব্যাপার। আর তা হবে তার চেহারা বিকৃতি করার মাধ্যমে।

(3086)

(107) – عن ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»، قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْاسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ. [صحيح] - [رواه مسلم]

(১০৭) - সাওবান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সালাম ফিরানোর পর তিনবার (ইস্তিগফার) ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, তারপর এ দু’আ পড়তেন:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনিই সালাম। আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি। আপনি বরকতময়, হে মহামহিম ও মহাসম্মানিত। বর্ণনাকারী ওয়ালিদ রহ. বলেন, আমি আওযা‘ঈ রহ.-কে জিজ্ঞেস করলাম: ইসতিগফার কীভাবে করব? তিনি বললেন: তুমি এভাবে বলবে أَسْتَغْفِرُ اللهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ : অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের সালাম ফেরানোর পর ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ তিনবার বলতেন।

তারপর তিনি তাঁর রবের মর্যাদা বর্ণনা করতেন এ বলে:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

“হে আল্লাহ! আপনিই সালাম-শান্তি। আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি। আপনি বারাকাতময়, মহামহিম ও মহাসম্মানিত।” অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর গুণে পরিপূর্ণ

সালিম, সকল প্রকারের ত্রুটি থেকে তিনি মুক্ত। তিনি একমাত্র আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া'আলার কাছেই দুনিয়া ও আখিরাতের সকল প্রকারের অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করবে। তিনি সুবহানাহু ওয়াতা'আলা উভয় জাহানেই তাঁর কল্যাণের প্রাচুর্যতা দান করেন। তিনিই মহানত্ব, বড়ত্ব ও ইহসানের অধিকারী।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সালাতের পরে ইসতিগফার করা মুস্তাহাব এবং তা নিয়মিতভাবে করা।

২. ইবাদতে ভুল-ক্রটির পূর্ণতা এবং আল্লাহর আনুগত্যে কমতির ক্ষতিপূরণের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা মুস্তাহাব।

(10947)

(108) – عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ» وَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(১০৮) - আবূ যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন: ইবনু যুবায়র রাদিয়াল্লাহু 'আনহু প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতে সালাম ফিরানোর পর বলতেন: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ»

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই। তিনি একক ও তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সব প্রশংসা তাঁরই

প্রাপ্য। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হওয়ার কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই। তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করি না; তাঁরই যত নেয়ামত, তাঁরই অনুগ্রহ ও তাঁরই উত্তম যত প্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া আর সত্য কোনো মাবূদ নেই, তাঁরই জন্য খালেস দীন যদিও কাফিরদের তা পছন্দ নয়।

আর তিনি (ইবনুয যুবায়র) বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের পরে কথাগুলো বলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন। **[সহীহ্] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয সালাতের সালামের পর এ সব মহান যিকিরসমূহের দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করতেন। এ যিকিরের অর্থ হলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই।

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

তিনি একক, তাঁর কোনোই শরীক নেই" অর্থাৎ তাঁর উলুহিয়্যাত-ইবাদত সমূহ, রুরুবিয়্যাত - কর্মসমূহ এবং আসমা ওয়াস-সিফাত-নাম ও সিফতসমূহের মধ্যে কেউ অংশীদার নেই।

لَهُ الْمُلْكُ

তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক" অর্থাৎ সকল প্রকারের পরিপূর্ণ ব্যাপক মালিকানা একমাত্র তাঁরই, তাঁরই রয়েছে আসমান, জমিন ও এ দুভয়ের মধ্যকার সব কিছুর একচ্ছত্র মালিকানা।

وَلَهُ الْحَمْدُ

সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য।" অর্থাৎ তিনি সর্বময় ব্যাপক পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত। তিনি স্বচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় ভালোবাসা ও সম্মানসহ পূর্ণমাত্রায় প্রশংসিত।

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।" তাঁর ক্ষমতা সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ; কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না, কোনো কিছুই তাঁকে কিছু থেকে বাধা দিতে পারে না।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

আল্লাহ ছাড়া কোনো পরিবর্তনের সামর্থ ও কোনো শক্তি নেই।" অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনকারী, গুনাহ থেকে আনুগত্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার তিনি ব্যতীত আর কেউ নেই। তিনিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল ও ভরসা।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ

আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই। তাঁকে ছাড়া আর কারোই ইবাদাত করি না।এতে রয়েছে" একমাত্র তাঁরই ইবাদতের মর্মে সুদৃঢ়তা ও যাবতীয় শিরকের প্রত্যাখ্যান। কেননা নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই।

لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ

সকল নি'আমত ও অনুগ্রহ তাঁরই" তিনিই নি'আমতরাজি সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোর মালিক একমাত্র তিনিই। তিনেই তাঁর বান্দাহদের যাকে ইচ্ছে তাকে সেসব নি'আমত দ্বারা অনুগ্রহ এবং মর্যাদা প্রদান করেন।

وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ

যাবতীয় উত্তম প্রশংসা তাঁরই" তাঁর সত্তায়, সিফাত, কর্ম ও নি'আমতসমূহে এবং সর্বাবস্থায়।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো মাবূদ নেই। আমরা একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করি”। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যে আমরা তাওহীদবাদী (একমাত্র তাঁরই ইবাদত করি), কোনো লৌকিকতা ও সুনামের উদ্দেশ্যে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করি না।

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون

যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।” আল্লাহর তাওহীদ ও তাঁর ইবাদতের উপর সুদৃঢ় থাকি; যদিও তা কাফিরগণ অপছন্দ করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এ যিকিরগুলো নিয়মিত পাঠ করা মুস্তাহাব।

২. মুসলিম তার দীন নিয়ে আত্মসম্মান বোধ করে এবং দীনের নিদর্শনসমূহ তুলে ধরে; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

৩. হাদীসে“ (دُبر الصلاة) প্রত্যেক সালাতের পরে” শব্দটি যখন বর্ণিত হবে, তখন যদি হাদীসে যিকির বুঝাই, তবে মূল হলো তা সালাম ফিরানোর পর হবে। আর দু‘আ বুঝালে তা সালাম ফিরানোর পূর্বে সালাতের মধ্যেই হবে।

(6203)

(109) - عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১০৯) - মুগীরাহ বিন শু’বাহ -এর লেখক ওয়ার্রাদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরাহ বিন শু’বাহ আমাকে দিয়ে মু’আবিয়াহ-কে একখানা পত্র লিখালেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন:

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

"আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোনো মাবূদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ্! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। সম্মান ওয়ালার সম্মান কোনো উপকারে আসে না তোমার থেকেই সম্মান।" **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর বলতেন: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

"আল্লাহ্ ব্যতীত সত্য কোনো মাবূদ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই, তিনি সব কিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। হে আল্লাহ্! আপনি যা প্রদান করতে চান তা রোধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রোধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। সম্মান ওয়ালার সম্মান কোনো উপকারে আসে না তোমার থেকেই সম্মান।"

অর্থাৎ আমি তাওহীদের কালিমা لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ স্বীকার করছি ও মেনে নিচ্ছি। সত্যিকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করছি এবং তিনি ছাড়া সবার থেকে তা নাকচ করছি। কাজেই আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোনো মাবূদ নেই এবং স্বীকার করছি যে, পরিপূর্ণ ও প্রকৃত রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্যেই খাস। আসমান ও জমিনবাসীর সকল প্রশংসার হকদার একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কারণ, তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনি যা দেওয়া বা না দেওয়া নির্ধারণ করেন তা প্রতিরোধকারী কেউ নেই। তার নিকট কোনো সম্পদশালীর সম্পদ কাজে আসবে না, তাকে উপকৃত করবে কেবল নেক আমল।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সালাতের পর এই যিকির পাঠ করা মুস্তাহাব। কারণ, তাতে তাওহীদ ও প্রশংসার বাক্য রয়েছে।

২. সুন্নাত পালন ও তা প্রচার করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করা।

(65102)

(110) – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةً لاَ يُدْخَلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. [صحيح] - [متفق عليه بجميع رواياته]

(১১০) - ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ”নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি দশ রাক‘আত সালাত আমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি। যুহরের পূর্বে দু’রাক‘আত, পরে দু’ রাক‘আত, মাগরিবের পরে দু’রাক‘আত তাঁর ঘরে, ‘ইশার পরে দু’রাক‘আত তাঁর ঘরে এবং দু’রাক‘আত সকালের (ফজরের) সালাতের পূর্বে। আর সময়টি ছিল এমন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (সচরাচর) কোনো লোককে প্রবেশ করতে দেয়া হতো না।

তবে উম্মুল মু’মিনীন হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মুআয্‌যিন আযান দিতেন এবং ফজর (সুবহে-সাদিক) উদিত হতো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু’ রাকা’আত সালাত আদায় করতেন।

অপর বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুম‘আর পরে দু’রাকা’আত সালাত আদায় করতেন। **[সহীহ] - তার সকল বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত।**

ব্যাখ্যা:

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব নফল সালাত নিয়মিত আদায় করতেন, তা দশ রাক'আত। এগুলোকে 'সুনানুর রাওয়াতিব' তথা নিয়মিত আদায়কৃত সুন্নাত সালাত বলা হয়। যুহরের ফরয সালাতের পূর্বে দু'রাক'আত, পরে দু' রাক'আত। মাগরিবের পরে তাঁর ঘরে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায়। 'ইশার ফরয সালাতের পরে দু'রাক'আত তাঁর ঘরে আদায়। আর দু'রাক'আত ফজরের সালাতের পূর্বে। এভাবে সর্বমোট দশ রাক'আত নফল সালাত পরিপূর্ণ হয়। অন্যদিকে জুমু'আর ফরয সালাতের পরে তিনি দু'রাকা'আত সালাত আদায় করতেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ফরয সালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব সুন্নত সালাতসমূহ নিয়মিত পড়া মুস্তাহাব।

২. সুন্নাত সালাত ঘরে আদায় করা শরী'আহসম্মত।

(3062)

(111) - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১১১) - আবূ কাতাদাহ আস-সালামী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার আগে দু'রাকাত সালাত আদায় করে"। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

যে ব্যক্তি যেকোনো সময়, যেকোনো উদ্দেশ্যে মসজিদে আসলে নবী সাল্লালল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বসার পূর্বে দু'রাকাত সালাত আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এই দুই রাকাত হলো তাহিয়্যাতুল মসজিদের দু'রাকাত।

হাদীসের শিক্ষা:

১. বসার পূর্বে মসজিদের তাহিয়্যাহ (সালাম) হিসাবে দু'রাকাত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

২. এই নির্দেশ তার জন্যে যে বসার ইচ্ছা করল। আর যে মসজিদে প্রবেশ করল আর বসার পূর্বেই বের হয়ে আসল এ আদেশ তাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না।

৩. লোকদের সালাতরত বস্থায় যখন কোনো মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং তাদের সাথে সালাতে শরীক হবে, তবে তাকে এই দু'রাকাত সালাত আদায় করতে হবে না ।

(65091)

(112) – عن أبِي هُرَيرةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ قال: «إذا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يومَ الجمعةِ، والإمامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১১২) - আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "জুমু'আর দিন ইমামের খুতবাহ দেওয়ার সময় যখন তুমি তোমার পাশের মুসল্লীকে বললে, 'চুপ করো', তখন তুমি অনর্থক কাজ করলে।" **[সহীহ] -[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করছেন যে, যিনি জুমা'আর খুতবাতে হাজির হবেন তার অবশ্য পালনীয় (ওয়াজিব) আদব হলো: (জুমআর) উপদেশসমূহে মনোযোগ দিয়ে খতীবের জন্যে চুপ করা; আর যে ব্যক্তি ইমামের খুতবাহ দেওয়ার সময়—অল্প কথাতেও বলল, 'চুপ করো' ও 'শ্রবণ করো', তার থেকে জুমআর সালাতের ফজিলত ছুটে গেল।

হাদীসের শিক্ষা:

১. খুতবাহ শোনার সময় কথা বলা হারাম, যদিও তা হয় অন্যায় থেকে নিষেধ করা অথবা সালামের উত্তর দেওয়া ও হাঁচিদাতাকে يَرْحَمُكَ الله (ইয়ার হামুকাল্লাহু) (অর্থাৎ- আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বলা।

২. তবে যিনি ইমামকে সম্বোধন করে কথা বলবেন অথবা ইমাম যাকে সম্বোধন করে কথা বলবেন তিনি এই নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্ত থাকবেন।

৩. প্রয়োজন হলে দুই খুতবার মাঝে কথা বলা বৈধ।

৪. ইমামের খুতবাহ দেওয়ার সময় যখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করা হবে তখন আপনি নিরবে তার ওপর সালাত-দরূদ ও সালাম পাঠ করবেন, অনুরূপভাবে দোয়ার সময় আমীন বলবেন।

(3107)

(113) – عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». **[صحيح] - [رواه البخاري]**

(১১৩) - ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার অর্শরোগ ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন: "দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তাতে সমর্থ না হলে বসে, যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, সালাতের মূল হলো দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা। তবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ না থাকলে বসে সালাত আদায় করবে, যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে কাত হয়ে শুয়ে সালাত আদায় করবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হুঁশ জ্ঞান থাকা অবস্থায় কখনোই সালাত মাফ হয় না। সাধ্যানুসারে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে হলেও সালাত আদায় করতে হয়।

২. হাদীসে ইসলামের উদারতা ও সহজতা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু বান্দা তার সাধ্যানুসারে ইবাদত-বন্দেগী করবে।

(10951)

(114) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১১৪) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মাসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অন্য মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম"। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মসজিদে সালাত আদায় করার ফযীলত বর্ণনা করেছেন। এবং তা যমীনের অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম, তবে মক্কার মসজিদে হারাম ব্যতীত। কারণ, তাতে সালাত আদায় মসজিদে নববীর থেকেও উত্তম।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মসজিদুল হারাম ও মসজিদুন নববীতে সালাতের বহুগুণ সাওয়াব প্রতীয়মান হয়।

২. মসজিদুল হারামে এক সালাত অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ সালাত থেকে উত্তম।

(65090)

(115) - عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَرَادَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ فَكَرِهَ النَّاسُ ذَلِكَ، وَأَحَبُّوا أَنْ يَدَعَهُ عَلَى هَيْئَتِهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১১৫) - মাহমূদ বিন লাবীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত: ‘উসমান ইবনু ‘আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মসজিদ (মাসজিদুন নাববী) নির্মাণ করার ইচ্ছা করলেন তখন লোকেরা তা অপছন্দ করলেন এবং তারা মসজিদকে তার অবস্থাতে রেখে দিতে পছন্দ করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি: “যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে মাসজিদ নির্মাণ করল, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ তৈরি করবেন”। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

‘উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু মসজিদে নববীকে তার প্রথম অবকাঠামোর চেয়ে সুন্দর অবকাঠামোতে তৈরি করার ইচ্ছা করলেন। মানুষেরা তা অপছন্দ করলেন, কারণ তার ভেতর ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তৈরি করা মসজিদের আকৃতির পরিবর্তন। মসজিদটি ইটা দিয়ে তৈরি করা ছিল এবং তার ছাদ ছিল খেজুরের ঢাল, কিন্তু উসমান তা পাথর ও প্লাস্টার দ্বারা নির্মাণ করতে চাইলেন। তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাদেরকে সংবাদ দিলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করল, কোনো রিয়া-দেখানো ও সুখ্যাতির জন্য নয়, আল্লাহ তাকে তার আমল অনুযায়ী উত্তম বিনিময় দান করবেন। আর এই বিনিময় হলো তার জন্যে তার অনুরূপ জান্নাতে নির্মাণ করা।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মসজিদ নির্মাণ করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা ও তার ফজিলত।

২. মসজিদ সম্প্রসারণ ও নবায়ন করা মসজিদ নির্মাণ করার ফজিলতের অন্তর্ভুক্ত।

৩. সকল আমলে আল্লাহ তা'আলার ইখলাসের গুরুত্ব।

(65089)

(116) - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(১১৬) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সাদাকা করলে সম্পদ কমে যায় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে দেন।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, সাদাকায় কখনো ব্যক্তির সম্পদ কমে না; বরং এর দ্বারা বালা-মুসিবত দূর হয়। আল্লাহ এর মাধ্যমে ব্যক্তিকে অপরিসীম কল্যাণ দান করেন। ফলে তার সবকিছুতে বৃদ্ধিই হয়, কমতি হয় না।

প্রতিশোধ নেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অথবা ব্যক্তিকে পাকড়াও করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কাউকে ক্ষমা করে আল্লাহ তার শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

আর কাউকে ভয় না পেয়ে অথবা কারো তোষামোদ না করে অথবা কারো থেকে উপকার লাভের প্রত্যাশা না করে কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হয়, তিনি তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইসলামী শারী'আহ মান্য করার এবং ভালো কাজের মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ ও সফলতা। যদিও কিছু মানুষ তার বিপরীত ধারণা করে থাকে।

(5512)

(117) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১১৭) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মহান আল্লাহ বলেন, খরচ করো, হে, আদম সন্তান ! আমিও খরচ করব তোমার প্রতি।" **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান ! তুমি খরচ করো (ওয়াজিব ও মুস্তাহাব খরচের মধ্য থেকে) আমিও তোমার রিযিকে প্রশস্ততা দান করব, তোমাকে এর বিনিময় দান করব এবং এতে তোমাকে বরকত দান করব।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সদাকা ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

২. বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা রিযিকে বরকত লাভ, রিযিক বৃদ্ধি ও বান্দা যা ব্যয় করে, আল্লাহর কাছ থেকে তা ফেরত পাওয়ার অন্যতম কারণ।

৩. এ হাদীসটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান রব আল্লাহ থেকে যা বর্ণনা করেছেন তার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের হাদীসকে হাদীসে কুদসী বা হাদীসে ইলাহীও বলে। এর শব্দ ও অর্থ উভয় আল্লাহর পক্ষ থেকে; তবে এতে আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য নেই, যে সব বৈশিষ্ট্যের কারণে আল-কুরআন অন্য সব কিছু থেকে আলাদা, যেমন: আল-কুরআনের তিলাওয়াত ইবাদত, এর স্পর্শ করতে পবিত্রতার প্রয়োজন হয়, এর অনুরূপ কোনো সূরা বা আয়াত রচনা করতে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা, এর অলৌকিকতা, ইত্যাদি।

(5805)

(118) – عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১১৮) - আবূ মাস'ঊদ রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খরচ করে, তবে তা তার জন্যে সদাকা।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, যখন কোনো ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করে, যেমন: তার স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়, আর এর দ্বারা সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর কাছে সাওয়াবের আশা করে, তবে তা তার জন্যে সদাকা হিসেবে গণ্য হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. পরিবারের জন্য ব্যয় করলে এর দ্বারা পুরস্কার ও সাওয়াব অর্জিত হয়।

২. মুমিন যেন তার আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর নিকট যে সাওয়াব ও বিনিময় রয়েছে তা তালাশ করে।

৩. প্রত্যেক আমলের ক্ষেত্রে সঠিক নিয়াত উপস্থিত রাখা উচিত। অনুরূপ পরিবারের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রেও ।

(6460)

(119) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ».

[صحيح] - [رواه الترمذي وأحمد]

(১১৯) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় বা তার নিকট পাওনা মাফ করে দেয়, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় তাকে ছায়া দিবেন। যে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না।” **[সহীহ]- [এটি তিরমিযী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অবকাশ দেয় অথবা তার ঋণের কিছু অংশ মাফ করে দেয়, তাহলে তার প্রতিদান হলো: আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় তাকে ছায়া দিবেন। যেদিন সূর্য বান্দাদের মাথার নিকটবর্তী থাকবে এবং এর উষ্ণতা মানুষের জন্য ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করবে। সেদিন আল্লাহ যাকে ছায়া দান করবেন, সে ছাড়া কেউ কোনো ছায়া পাবে না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে আল্লাহ তা‘আলার বান্দাদের জন্য কোনো কিছু সহজ করণের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। এটি কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম উপায়।

২. সমজাতীয় কাজের প্রতিদান সমজাতীয় হয়ে থাকে।

(4186)

(120) – عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى». [صحيح] – [رواه البخاري]

(১২০) - জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফেরত চায়।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে সহজ, অনুগ্রহশীল ও উদার হয়, তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেছেন। কেননা সে মূল্যের ব্যাপারে ক্রেতার সাথে কঠোরতা করে না এবং তার সাথে সুন্দর আচরণ করে। যখন সে ক্রয় করে তখনও সহজ, উদার ও দানশীল হয়; ফলে পণ্যের মূল্যের ব্যাপারে কৃপণতা করে না এবং কম দেয় না। যখন কারো কাছে ঋণ পায় তখন তা আদায়ে সহজ, অনুগ্রহশীল ও উদার হয়। সুতরাং ফকির ও অভাবী মানুষের সাথে কঠোরতা দেখায় না; বরং নম্রতা ও অনুগ্রহের সাথে তার কাছে পাওনা খুঁজে এবং অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দেয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইসলামী শরী'য়তের উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে সম্পর্ক সংশোধন করতে যত্নবান হওয়া।

২. এ হাদীসে মানুষের মাঝে বেচা-কেনা ও অন্যান্য লেনদেনে সুউচ্চ আখলাক প্রদর্শন করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(3716)

(121) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان رجلٌ يُدَايِنُ الناسَ، فكان يقول لفتاه: إذا أتيتَ مُعسِرًا فتجاوز عنه، لعل اللهَ يَتجاوزُ عنا، فلقي اللهَ فتجاوز عنه». [صحيح] – [متفق عليه]

(১২১) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “পূর্বযুগে কোনো এক লোক ছিল, যে মানুষকে ঋণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত, তুমি যখন কোনো অভাবগ্রস্তের কাছে (পাওনা আদায়ের জন্য) যাবে তখন তাকে ছাড় দিবে। হয়ত আল্লাহ তা‘আলা এ কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন সে আল্লাহ তা‘আলার সাক্ষাৎ করল, তখন আল্লাহ তাকে ছাড় দিয়ে দেন।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বযুগের কোনো এক লোক সম্পর্কে এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, যে মানুষকে ঋণ প্রদান করত অথবা বাকীতে বিক্রয় করত। সে তার কর্মচারী বালককে বলে দিত, মানুষের থেকে পাওনা আদায় করতে তুমি যখন কোনো ঋণগ্রস্তের কাছে পাওনা আদায়ের জন্য যাবে, যে অভাবের কারণে ঋণ আদায়ে অক্ষম, তখন তাকে ছাড় দিবে, হয়ত তার কাছে বারবার না চেয়ে তাকে ঢিল দিবে। অথবা সে যা দিতে পারে তা গ্রহণ করবে; যদিও তাতে ঘাটতি থাকে। এটি এ আশায় যে, হয়ত তাকে আল্লাহ তা‘আলা এ কারণে ক্ষমা করে দিবেন। অতপর লোকটি যখন মারা গেল তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তার গুনাহসমূহতে ছাড় দিয়ে দেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মানুষের সাথে লেনদেনে তাদের প্রতি ইহসান করা, তাদেরকে মার্জনা করা এবং অভাবগ্রস্তকে ঋণ অনাদায়ে ছাড় দেয়া কিয়ামতের দিন বান্দার নাজাতের বড় অসিলা।

২. সৃষ্টির প্রতি ইহসান, আল্লাহর জন্য ইখলাস (একনিষ্ঠার সাথে কাজ করা) ও তাঁর রহমতের আশা, গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার অন্যতম উপায়।

(3753)

(122) – عن خَولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [صحيح] – [رواه البخاري]

(১২২) - খাওলা আনসারিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: “কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহ তা‘আলার সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে থাকে। কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত।” **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে মুসলিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা ও তা না-হকভাবে গ্রহণ করা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। এটি অন্যায়ভাবে সম্পদ জমা করা ও অর্জন করা ও অপাত্রে ব্যয় করা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হাদীসে ইয়াতীমের সম্পদ, ওয়াকফকৃত সম্পদ ভক্ষণ, আমানত ফেরত দিতে অস্বীকার করা, জনসাধারণের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে।

অতপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান যে জাহান্নাম তার সংবাদ দিয়েছেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মানুষের কাছে যেসব সম্পদ রয়েছে তা মূলত আল্লাহর সম্পদ। তিনি তাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন তারা যেন উক্ত সম্পদ শারী'য়ত সম্মত উপায়ে ব্যয় করে ও অন্যায়ভাবে ব্যয় করা থেকে বিরত থাকে ।

২. সর্বসাধারণের সম্পদের ব্যাপারে ইসলামী শরী'আহ কঠোরতা দেখিয়েছে। তাদের মধ্যে যারাই এর দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে কিয়ামতের দিন এসব সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যয়ের ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

৩. যারা নিজের বা অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে অর্জন ও ব্যয় করে তারাও এ হুঁশিয়ারীর অন্তর্ভুক্ত।

(5331)

(123) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [صحيح] – [متفق عليه]

(১২৩) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি রমযান মাসে আল্লাহর উপর ঈমানের সাথে, সাওম ফরয হওয়া স্বীকার করে, সাওম পালনকারীর জন্য আল্লাহ যেসব সাওয়াব ও প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন, সেগুলো লাভের আশায় এবং এর দ্বারা একমাত্র মহান আল্লাহর চেহারা (দর্শন) কামনা করে, যাতে কোনো লৌকিকতা ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে না, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. রমযানের সাওম পালন ও অন্যান্য নেক আমলের ক্ষেত্রে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতার ফযিলত ও এর গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

(4196)

(124) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [صحيح] - [متفق عليه]

(১২৪) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ হাদীসে) লাইলাতুল কদরে রাত জেগে সালাত আদায়ের ফযিলত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন, যা রমযানের শেষ দশকে হয়ে থাকে। তাছাড়া যে ব্যক্তি এ রাতের যেসব ফযিলত রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে বিশ্বাসের সাথে সালাত, দু'আ, কুরআন তিলাওয়াত ও যিকিরের মাধ্যমে কঠোর প্রচেষ্টায় রত থাকবে এবং এসব আমলের দ্বারা মহান আল্লাহর কাছে প্রতিদান আশা করবে, যেখানে কোনো প্রকার রিয়া (লৌকিকতা) ও সুম'আ (সুনাম) এর প্রত্যাশা থাকবে না, তাহলে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসে লাইলাতুল কদর ও এ রাতে ইবাদতের মধ্যে রাত জাগার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

২. বিশুদ্ধ নিয়্যাত ব্যতীত নেক আমলসমূহ কবুল করা হয় না।

৩. মহান আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহ ও রহমত, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে রাত জেগে ইবাদত করবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।

(4202)

(125) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

«مَنْ حَجَّ لِلهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১২৫) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করল এবং অশালীন কথা-কর্ম ও গুনাহ থেকে বিরত রইল, সে এমনভাবে (নিষ্পাপ অবস্থায়) ফিরে যাবে, যেন তার মা তাকে ঐদিনে প্রসব করেছে। " **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন , যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জ করে এবং 'রাফাছ' (অশ্লীল কাজ) না করে, আর তা হলো: সহবাস করা, সহবাস উদ্দীপক কাজ যেমন: চুম্বন করা এবং সহবাসপূর্ব ঘনিষ্ট কার্যকলাপ। আবার কখনও কখনও 'রাফাছ' শব্দটি অশ্লীল কথাবার্তা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর সে আল্লাহর অবাধ্যতা ও মন্দ কাজ পরিত্যাগপূর্বক পাপাচার থেকে দূরে থাকে। ফাসেকী কাজের মধ্যে রয়েছে: ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করা। সে হজ্জ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাবে, ঠিক যেমনভাবে বাচ্চা পাপ থেকে মুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. গুনাহের কাজ যদিও সর্বদা নিষিদ্ধ, তবুও এটি হজ্জের সম্মানার্থে এ সময় কঠোরভাবে নিষেধ।

২. মানব সন্তান সকল গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সে অন্যের পাপের বোঝা বহন করে না।

(2758)

(126) – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ أيَّامٍ العمَلُ الصَّالِحُ فيها أحبُّ إلى اللهِ مِن هذه الأيام» يعني أيامَ العشر، قالوا: يا رسُولَ الله، ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: «ولا الجهادُ في سبيلِ الله، إلا رجلٌ خَرَجَ بنفسِه ومالِه فلم يَرْجِعْ من ذلك بشيءٍ». **[صحيح] - [رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له]**

(১২৬) - ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এমন কোনো দিন নাই যাতে নেক আমল করা আল্লাহর নিকট এ দিনগুলো অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর পথে জিহাদও কি তদপেক্ষা প্রিয় হবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না; আল্লাহর পথে জিহাদও তদপেক্ষা অধিক প্রিয় নয়। তবে কোনো ব্যক্তি যদি জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হয়ে যায় এবং দুটির কিছু নিয়ে আর ফিরে না আসতে পারে তবে তার কথা স্বতন্ত্র।" **[সহীহ]- [এটি বুখারী ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। শব্দ আবু দাউদের।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, যিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের নেক আমল বছরের অন্যান্য দিনের নেক আমলের চেয়ে উত্তম।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দশদিন ব্যতীত অন্য দিনে আল্লাহর পথে জিহাদ উত্তম নাকি এ দশদিনের নেক আমল উত্তম? কেননা তাদের কাছে সর্বজন স্বীকৃত ছিল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হলো সর্বোত্তম কাজ।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে উত্তর দিলেন: এ দশদিনের নেক আমল অন্যান্য দিনে আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা অধিক উত্তম। তবে হ্যাঁ, কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের

হয় এবং তার সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়ে যায় এবং তার জীবন আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেয়, তবে তার কথা স্বতন্ত্র। শুধু এ আমলটিই যিলহজ মাসের প্রথম দশদিনের নেক আমলের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ও উত্তম বলে গণ্য হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে যিলহজ্বের দশ দিনের আমলের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এ দশদিনকে গনীমত হিসেবে গ্রহণ করা এবং এতে অধিক পরিমাণে আনুগত্যের কাজ যেমন: মহান আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত,"আল্লাহু আকবর", "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ", "আলহামদুলিল্লাহ" বলা, সালাত, সাদাকা, সাওম ও সকল প্রকারের নেক আমল করা।

(6255)

(127) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(১২৭) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার বাহ্যিক চাল-চলন, চেহারা ও শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না যে, এগুলো সুন্দর নাকি অসুন্দর? এগুলো বড় নাকি ছোট? এগুলো সুস্থ নাকি অসুস্থ? এবং আল্লাহ তাদের ধন-সম্পদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না। তাদের সম্পদ বেশি না কম? এসব বিষয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর বান্দাহকে পাকড়াও করবেন না এবং এগুলো বেশি-কম হওয়ার কারণে কারো হিসেবও নিবেন না। তবে তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তাদের

অন্তরের এবং এতে যে তাকওয়া, ইয়াকীন, সততা, একনিষ্ঠতা অথবা লৌকিকতা ও সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের ইচ্ছা করা হয়েছে কী না সেগুলোর প্রতি। এছাড়াও তিনি দৃষ্টিপাত করে থাকেন তাদের আমলের প্রতি, সেগুলো কতটুকু পরিশুদ্ধ বা অপরিশুদ্ধ। ফলে কর্মটি বিশুদ্ধ হলে তিনি সাওয়াব প্রদান করেন এবং অশুদ্ধ হলে তাকে শাস্তি প্রদান করেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. অন্তরের সংশোধন এবং সকল প্রকারের নিন্দনীয় কাজ থেকে অন্তরকে পবিত্র করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

২. ইখলাসের মাধ্যমে অন্তরের পরিশুদ্ধতা এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে আমলের পরিশুদ্ধতা হলো আল্লাহর দৃষ্টি ও বিবেচনার স্থান।

৩. সুতরাং মানুষ যেন তার ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য, শারীরিক শক্তি এবং এ দুনিয়ার বাহ্যিক চাকচিক্যের কারণে ধোঁকায় না পড়ে।

অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি সংশোধন না করে বাহ্যিক বিষয়সমূহের উপর জোর দেওয়া থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

(4555)

(128) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১২৮) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তায়ালা তার আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করেন এবং মুমিনগণও আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করে। আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ উজ্জীবিত হয় যখন মুমিন এমন কিছু করে যা তিনি হারাম করেছেন।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করেন, তিনি ক্রোধান্বিত হন এবং অপছন্দ করেন, যেমনিভাবে মুমিনও আত্মমর্যাদাবোধ প্রকাশ করে, রাগ করে এবং কোনো কিছু অপছন্দ করে। আর আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধে লাগার একটি কারণ হলো আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন, যেমন: যিনা, সমকামিতা, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি, মুমিন যখন তাতে লিপ্ত হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে সাবধান করা হয়েছে, যখন মানুষ হারাম কাজে লিপ্ত হয়।

(3354)

(129) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১২৯) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে।” সাহাবীগণ বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কী কী? তিনি বললেন: “(১) আল্লাহর সাথে শিরক করা। (২) যাদু (৩) আল্লাহ তা‘আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল প্রকৃতির সতী মুমিন নারীদের অপবাদ দেওয়া।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতকে সাতটি ধ্বংসাত্মক অপরাধ থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাকে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করলেন:

প্রথম: আল্লাহর সাথে শিরক করা: যেকোনো দিক বিবেচনায় আল্লাহর সাথে তাঁর কোনো সমকক্ষ বা অনুরূপ সমমর্যাদাবান সাব্যস্ত করা। যেকোনো ইবাদাত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা। তিনি শিরক এর দ্বারা বর্ণনা শুরু করেছেন; কেননা এটি সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ।

দ্বিতীয়: যাদু: গিরা লাগানো, মন্ত্র, অসমর্থিত চিকিৎসা এবং ধোঁয়া প্রয়োগ ইত্যাদি, যা হত্যা, রোগ-ব্যাধি বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাদা করার জন্য যাদুগ্রস্তের শরীরে প্রভাব ফেলে। এটি একটি শয়তানী কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি শিরক এবং খবিশ আত্মা যা পছন্দ করে সেগুলোর মাধ্যমে তাদের নৈকট্য লাভ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

তৃতীয়: আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে যা বিচারক বাস্তবায়ন করে থাকে, এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা।

চতুর্থ: সুদ খাওয়া: সুদ খাওয়া বা অন্য কোনো উপায়ে সুদের দ্বারা উপকৃত হওয়া।

পঞ্চম: যার নাবালেগ অবস্থায় পিতা মারা যায় এমন ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা।

ষষ্ঠ: কাফিরদের বিরুদ্ধে চলমান রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া।

সপ্তম: স্বাধীন (সরল প্রকৃতির) স্বচ্চরিত্রের অধিকারী নারীদেরকে যিনার অপবাদ দেওয়া, এমনিভাবে পুরুষদের বিরুদ্ধেও অপবাদ দেওয়া।

হাদীসের শিক্ষা:

১. কবীরা গুনাহ সাতটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। হাদীসে এ সাতটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো: এগুলো সর্বাধিক বড় ও মারাত্মক গুনাহ।

২. কাউকে হত্যা করা তখনই জায়েয হবে, যখন তা ন্যায়সংগত কারণে হবে, যেমন: কিসাস, ধর্মত্যাগ, বিবাহিত নারী-পুরুষের যিনা ইত্যাদি এবং এটি শরী'আহসম্মত বিচারক বাস্তবায়ন করবেন।

(3331)

(130) – عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ»، قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. [صحيح] - [متفق عليه]

(১৩০) - আবূ বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দেব না?” তিনবার বললেন, তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, “আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া”। তিনি হেলান দিয়েছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসলেন আর বললেন, “সাবধান! মিথ্যা কথা বলা”। তিনি বলেন, তিনি তা বারবার বলতে থাকলেন অবশেষে আমরা বললাম, যদি তিনি চুপ করতেন। **[সহীহ] -[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন, তার প্রেক্ষিতে এই তিনটি উল্লেখ করেছেন:

১- আল্লাহর সাথে শির্ক করা: আর তা হলো ইবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো প্রকার ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর ইবাদতের একত্বে, তাঁর একক প্রভুত্বে এবং নাম ও সিফাতসমূহে তাঁর সমকক্ষ করা।

২- পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া: পিতা-মাতার জন্য কষ্টদায়ক যাবতীয় আচরণ অবাধ্য হওয়ার অন্তর্ভুক্ত। সেটি কথা হোক বা কর্ম হোক এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা ছেড়ে দেওয়া।

৩- মিথ্যা কথা বলা; তার-ই প্রকার হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া: আর তা হচ্ছে প্রত্যেক বানানো ও মিথ্যা কথা যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মিথ্যা যার

বিপক্ষে যায় তার সম্পদ দখল করে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা অথবা তার সম্মানের উপর সীমালঙ্ঘন করা অথবা তার মতো কিছু করা।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা কথার অসারতা এবং সমাজে তার খারাপ প্রভাবের উপর সাবধান করে তার থেকে সতর্কীকরণকে বারবার উচ্চারণ করেছেন, অবশেষে সাহাবীগণ বললেন: যদি তিনি চুপ করতেন, (তারা এটা বলেছেন) তার প্রতি করুণা করে এবং ওই জিনিসকে অপছন্দ করে যা তাকে বিরক্ত করছিল।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করা; কারণ তিনি তা কবিরা গুনাহসমূহের শীর্ষে উল্লেখ করেছেন এবং তাকে সবচেয়ে বড় সাব্যস্ত করেছেন। এই বক্তব্যকে শক্তিশালী করে আল্লাহর বাণী:

(إن الله لا يَغْفِرُ أن يشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دونَ ذلِكَ لِمَنْ يشَاء...). [النساء: 116]

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করবেন না; আর তার থেকে নিম্ন যেকোনো গোনাহ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করে দিবেন।" (সূরা নিসাঃ ১১৬)

২. পিতা-মাতার হকের গুরুত্ব; কারণ আল্লাহ তা'আলা নিজের হকের সাথে তাদের হককে যুক্ত করেছেন।

৩. গুনাহসমূহ সগিরা ও কবিরা দু'ভাগে ভাগ হয়: কবিরা হলো সেসব গুনাহ যার ব্যাপারে দুনিয়াবী শাস্তি রয়েছে, যেমন দন্ডাদেশ-সাজা ও লানত; অথবা পরকালীন কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে, যেমন জাহান্নামে প্রবেশ করার হুঁশিয়ারি। কবিরা গুনাহসমূহের অনেক স্তর রয়েছে। হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কতক গুনাহ কতক গুনাহ থেকে গুরুতর। কবিরা গুনাহসমূহ ছাড়া বাকি সব গুনাহ সগিরা।

(2941)

(131) – عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ». [صحيح]-[رواه البخاري]

(১৩১) - 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন "কবীরা গুনাহ হলো: আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।" **[সহীহ্] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে কবীরা গুনাহর বর্ণনা করেছেন, আর তা হলো সেসব গুনাহর কারণে তাতে ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখিরাতের কঠিন শাস্তির ধমক শোনানো হয়েছে।

সর্বপ্রথম কবীরা গুনাহ হলো "আল্লাহর সাথে শরীক করা": আর তা হলো কোনো প্রকার ইবাদতকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সাব্যস্ত করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে তাঁর ইবাদতের একত্বে, তাঁর একক প্রভুত্বে এবং নাম ও সিফাতসমূহে তাঁর সমকক্ষ করা।

দ্বিতীয় কবীরা গুনাহ হলো "পিতা-মাতার নাফরমানী করা": আর তা হলো প্রত্যেক এমন বিষয় যা পিতা-মাতার কষ্টের কারণ হয়। সেটা কথা হোক অথবা কর্ম হোক, এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় কবীরা গুনাহ হলো অন্যায়ভাবে "কাউকে হত্যা করা", যেমন জুলম ও সীমালঙ্ঘন করে হত্যা করা।

চতুর্থ কবীরা গুনাহ হলো "মিথ্যা কসম খাওয়া": আর তা হলো নিজ থেকে মিথ্যা জানার পরও মিথ্যা কসম করা। মিথ্যা কসমকে গামুস (ডুবিয়ে দেওয়া) নামকরণ করার কারণ হলো: এই কসম ব্যক্তিকে পাপে অথবা আগুনে ডুবিয়ে দেয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মিথ্যা কসম করা এতো বড় ও ভয়ঙ্কর অপরাধ যে, তার কোনো কাফফারা নেই, তার জন্য জরুরী উপায় হলো তাওবাহ।

২. এই চারটি পাপ বড় ও ভয়ঙ্কর বুঝানোর জন্য উল্লেখ করা হয়েছে, কবীরা গুনাহকে সীমাবদ্ধ করার জন্যে নয়।

৩. গুনাহসমূহ সগিরা ও কবিরা দু'ভাগে ভাগ হয়: কবিরা হলো সেসব গুনাহ যার ব্যাপারে দুনিয়াবী শাস্তি রয়েছে, যেমন দন্ডাদেশ-সাজা ও লানত; অথবা পরকালীন কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে, যেমন জাহান্নামে প্রবেশ করার হুঁশিয়ারি। কবিরা গুনাহসমূহের অনেক স্তর রয়েছে। হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কতক গুনাহ কতক গুনাহ থেকে গুরুতর। কবিরা গুনাহসমূহ ছাড়া বাকি সব গুনাহ সগিরা।

(3044)

(132) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১৩২) - আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে প্রথমেই রক্ত সংক্রান্ত বিচার করা হবে।" **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষের পরস্পর সংঘটিত যে যুলুমের প্রথমেই বিচার করা হবে, তা হলো রক্ত সংক্রান্ত বিচার করা হবে, যেমন: হত্যা, আঘাত দেওয়া ইত্যাদি।

হাদীসের শিক্ষা:

১. রক্তপাতের মারাত্মক অবস্থা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এর বিচার শুরুতে হওয়া এটি গুরুতর অপরাধ হওয়া বুঝায়।

২. বিশৃঙ্খলার পরিমাপ অনুসারে গুনাহের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। আর নিরপরাধ আত্মাকে হত্যা করা সবচেয়ে বড় বিশৃঙ্খলা। আল্লাহর সাথে কুফর ও শির্ক ব্যতীত এর চেয়ে বড় গুনাহ আর দ্বিতীয় নেই।

(2962)

(133) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(১৩৩) - আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করল সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না, অথচ তার ঘ্রাণ চল্লিশ বছর দূরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে"। **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধকে—অর্থাৎ অঙ্গীকার ও নিরাপত্তা নিয়ে কাফিরদের মধ্য থেকে মুসলিম দেশে প্রবেশকারী কাউকে— হত্যা করল, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না মর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠিন হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। যদিও তার ঘ্রাণ চল্লিশ বছর পথ চলার দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. চুক্তিবদ্ধ, জিম্মি ও নিরাপত্তা গ্রহণকারী কাফিরকে হত্যা করা হারাম এবং তা কবীরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

২. চুক্তিবদ্ধ হলো: এমন কাফির যে নিজ দেশে বসবাস করবে, তবে তার থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, সে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে না এবং মুসলিমরাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। জিম্মী হলো: যে ব্যক্তি মুসলিম দেশে বসবাসের জন্যে বাসস্থান বানিয়েছে ও জিজিয়া-কর প্রদান করে। নিরাপত্তা গ্রহণকারী হলো: যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অঙ্গীকার ও নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিম দেশে প্রবেশ করেছে।

৩. অমুসলিমদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করার খিয়ানত থেকে সতর্কীকরণ।

(64637)

(134) – عن جُبَير بن مُطْعِم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১৩৪) - জুবায়ের ইবনু মুত'য়িম রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্ত অধিকার আদায় না করে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশের অনুপযুক্ত হয়ে যায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অন্যতম একটি কবিরা গুনাহ।

২. প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হবে। তাই স্থান, কাল ও ব্যক্তিভেদে এর ধরনও ভিন্ন হবে।

৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হয় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে, তাদেরকে দান-সদকা করলে, তাদের প্রতি ইহসান করলে, অসুস্থদের সেবা করলে, তাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি মাধ্যমে।

৪. আত্মীয় যত নিকটতম হবে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ততবেশি গুনাহ হবে।

(5367)

(135) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১৩৫) - আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখে।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ, শারীরিক ও আর্থিকভাবে সহযোগিতা ও সম্মান করা, ইত্যাদি মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে অত্র হাদীসে উৎসাহ প্রদান করেছেন। আর এটি রিযিক প্রশস্ত হওয়া ও আয়ু বর্ধিত হওয়ার কারণ।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আত্মীয় বলতে পিতা ও মাতার দিক থেকে নিকটাত্মীয়গণ। তারা যত কাছের হবে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করাও ততবেশি অগ্রাধিকার পাবে।

২. সমজাতীয় কাজের বিনিময় সমজাতীয় হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজনের সাথে সৎ ব্যবহার ও অনুগ্রহ করার মাধ্যমে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলাও তার হায়াত ও রিযিক বৃদ্ধি করবেন।

৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা রিযিক বৃদ্ধি ও প্রশস্ত হওয়া এবং আয়ু দীর্ঘায়িত হওয়ার কারণ। যদিও রিযিক ও বয়স আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত, তবে কখনও কখনও তিনি রিযিক ও বয়সে বরকত দিয়ে দেন। ফলে সে তার উক্ত নির্ধারিত বয়সে এতো বেশি ও উপকারী কাজ করে যা অন্যদের দ্বারা সম্ভব হয় না। কেউ কেউ বলেন, আয়ু ও রিযিক বৃদ্ধি প্রকৃত অর্থেই হয়ে থাকে। আল্লাহই ভালো জানেন।

(5372)

(136) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا». **[صحيح] – [رواه البخاري]**

(১৩৬) - আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী নয়; বরং আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরও তা বজায় রাখে।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে ইহসানকারী পরিপূর্ণ মানুষ সে নয়, যে ইহসানের বিনিময় ইহসান করে। বরং প্রকৃত আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী সে ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরও তা বজায় রাখে; যদিও তার সাথে দুর্ব্যবহার করে। সে দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে তাদের প্রতি ইহসান করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. শরী'য়তের দৃষ্টিকোণে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরও তা বজায় রাখো, তোমার উপর কেউ যুলুম করলেও তাকে ক্ষমা করো, তোমাকে কেউ বঞ্চিত করলেও তাকে দান করো। প্রতিদানের বিনিমিয় প্রতিদানকারী মূলত আত্মীয়তার সম্পর্ক আদায়কারী নয়।

২. কাউকে সাধ্যমত কিছু দান করা, তার জন্য দু'আ করা, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ, তাদের থেকে ক্ষতি প্রতিহত করা, ইত্যাদি কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে আত্মীয়তার হক আদায় হয়।

(3854)

(137) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟»، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(১৩৭) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "তোমরা কি জান, গীবত কী?" তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন: " (গীবত হলো) তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।" প্রশ্ন করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাই এর মধ্যে থাকে? তিনি বললেন: "তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই

তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা না থাকে তা হলে তো তুমি তাকে অপবাদ দিলে।” **[সহীহ্] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে হারাম গীবতের প্রকৃতি ও ধরন বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো: কোনো অনুপস্থিত মুসলিমের এমন কিছু আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। চাই সে দোষ তার দৈহিক হোক বা চারিত্রিক। যেমন: অন্ধ, প্রতারক, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি খারাপ দোষ। যদিও সেসব দোষ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

আর যদি সেসব দোষ উক্ত ব্যক্তির মধ্যে না থাকে, তবে এটি গীবতের চেয়েও নিকৃষ্ট, যাকে অপবাদ বলে। অর্থাৎ কোনো মানুষকে এমনসব দোষের মিথ্যা আরোপ করা যা তার মধ্যে নেই।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্দর শিক্ষাদান পরিস্ফুটিত হয়েছে, যেহেতু তিনি প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে মাস‘আলা শিক্ষা দান করেছেন।

২. নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবীদের উত্তম শিষ্টাচারের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে, যখন সাহাবীগণ বলেছেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এ বিষয়ে ভালো জানেন।

৩. জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কোনো বিষয় না জানলে বলা উচিত: আল্লাহই ভালো জানেন।

৪. ইসলামী শারী‘য়ত সমাজে মানুষের অধিকার ও ভ্রাতৃত্ববোধ হেফাযতের মাধ্যমে তাদের অধিকারকে সংরক্ষণ করেছে।

৫. গীবত করা হারাম; তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের ব্যাপক কল্যাণের বিষয় জড়িত থাকলে তা ভিন্ন ব্যাপার। এ ধরনের উদাহরণ হলো: জুলুম প্রতিরোধ করাতে কারো গীবত করা, যেমন এমন কারো কাছে উক্ত ব্যক্তির গীবত করা যে ব্যক্তি তার থেকে গীবতকারীর হক আদায় করে দিতে সক্ষম। সুতরাং সে বলতে পারে: অমুকে আমার প্রতি জুলুম করেছে অথবা আমার সাথে এমন আচরণ করেছে।

এরূপ গীবতের আরেকটি উপমা হলো: বিবাহ বা অংশীদারি ব্যবসা বা প্রতিবেশি ইত্যাদির ব্যাপারে পরামর্শ করা এবং সে ক্ষেত্রে তার দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করা।

(5326)

(138) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. [صحيح] – [رواه الترمذي وأحمد]

(১৩৮) - আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, “বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষখোর ও ঘুষ প্রদানকারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন”। **[সহীহ]- [এটি তিরমিযী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষখোরদের জন্যে আল্লাহ তা‘আলার রহমত থেকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত হওয়ার বদ-দোয়া করেছেন।

বিচারকগণ যে বিচার কার্যের গুরুভার গ্রহণ করেন তাতে অন্যায় করার জন্যে যা গ্রহণ করেন তাই ঘুষের অন্তর্ভুক্ত, যেন ঘুষদাতা অবৈধ পথে তার উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ঘুষ দেয়া, নেয়া, মধ্যস্থতা করা এবং তার ওপর সাহায্য করা হারাম। কারণ, তাতে রয়েছে বাতিলের ওপর সাহায্য করা।

২. ঘুষ আদান-প্রদান করা কবীরা গুনাহ, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও গ্রহীতাকে লানত করেছেন।

৩. বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করা সবচেয়ে বড় অপরাধ ও কঠিন গুনাহ, কারণ তাতে রয়েছে জুলম এবং আল্লাহ যা নাযিল করেননি তার দ্বারা ফয়সালা করার পাপ।

(64689)

(139) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৩৯) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা(ভিত্তিহীন) ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারণ ধারণা করা সবোর্চ্চ মিথ্যা কথা। "তোমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে তথ্য তালাশ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো না এবং পরস্পরে ঘৃণা পোষণ করো না। বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও।" **[সহীহ] -[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় নিষিদ্ধ জিনিস থেকে উম্মতকে সতর্ক করেছেন, যেগুলো মুসলিমদের মধ্যে মতবিরোধ ও শত্রুতার সৃষ্টি করে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো:

ধারণা করা: তা হলো, কোনো দলীল ছাড়া অন্তরে কারো বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ পোষণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে সবোর্চ্চ মিথ্যা কথা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

তথ্য তালাশ করা: তা হলো, চক্ষু বা কানের মাধ্যমে মানুষের গোপনীয়তা অনুসন্ধান করা।

গোয়েন্দাগিরি করা: তা হলো, যেসব জিনিস গোপন থাকে, সেগুলো অনুসন্ধান করা, সাধারণত তা মন্দ ও খারাপ বিষয়ে বলা হয়।

হিংসা-বিদ্বেষ করা: তা হলো, অন্য কেউ নি'আমতপ্রাপ্ত হলে তা অপছন্দ করা।

পরস্পর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা হলো: কেউ কারো থেকে বিমুখ হওয়া। ফলে সে তার মুসলিম ভাইকে সালাম না দেওয়া ও তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ না করা।

পরস্পরে ঘৃণা পোষণ করা হলো: কাউকে অপছন্দ ও ঘৃণা করা। যেমন অন্যকে কষ্ট দেওয়া, ভ্রুকুটি করা এবং কারো সাথে খারাপভাবে সাক্ষাৎ করা।

অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি পরিপূর্ণ অর্থবহ কথা বলেছেন, যা মুসলিমদের পরস্পরের অবস্থা সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট। তিনি বলেছেন: তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই হয়ে থাকো। ভ্রাতৃত্ব এমন একটি বন্ধন, যা মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং তাদের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. কারো মধ্যে খারাপ কাজের আলামত পাওয়া গেলে তার প্রতি খারাপ ধারণা করলে তাতে কোনো দোষ নেই। তবে মুমিনের উচিত বিচক্ষণ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হওয়া, যাতে খারাপ ও ফাসিক লোকদের দ্বারা প্রতারিত না হয়।

২. এখানে অপবাদমূলক ধারণা থেকে সতর্ক করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে সব অপবাদমূলক ধারণা মনের মধ্যে গেঁথে যায় এবং যার উপর অটল থাকা হয়। কিন্তু যে সব ধারণা অন্তরে উদ্রেক হয়; তা ভুলে যায় ও বেশিক্ষণ থাকে না তা ধর্তব্য নয়।

৩. যেসব কারণে সমাজে মুসলিমদের মধ্যে ঘৃণা ও বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়, যেমন গোয়েন্দাগিরি, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি সেগুলো হারাম।

৪. হাদীসে নসীহত পেশ ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ করতে অসিয়ত করা হয়েছে।

(5332)

(140) – عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৪০) - হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, যে মানুষের মাঝে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এক জনের কথা অন্যের কাছে পৌঁছে চোগলখোরী করে, সে জান্নাতে প্রবেশ না করে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. চোগলখোরী করা কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

২. চোগলখোরী করা নিষেধ। কেননা এর কারণে ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে ফিতনা ফ্যাসাদ ও অনিষ্ট সৃষ্টি হয়।

(5368)

(141) – عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمَهَا بِآبَائِهَا، فَالنَّاسُ رَجُلَانِ: بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللهِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللهِ، وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ، وَخَلَقَ اللهُ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، قَالَ اللهُ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]». [صحيح] – [رواه الترمذي وابن حبان]

(১৪১) - ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং বলেন: “হে জনমণ্ডলী! তোমাদের হতে আল্লাহ তা’আলা জাহিলিয়াত যুগের দম্ভ ও অহংকার এবং পূর্বপুরুষের অহংকার বাতিল

করেছেন। এখন মানুষ দুই অংশে বিভক্ত: এক দল মানুষ নেককার, পরহেজগার, আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় ও সম্মানিত এবং অন্য দল পাপিষ্ঠ, দুর্ভাগা, আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট, নিচু ও ঘৃণিত। সকল মানুষই আদম সন্তান। আল্লাহ তা'আলা আদম-কে মাটি দিয়ে তৈরী করেছেন। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "হে লোক সকল! তোমাদেরকে আমি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে তৈরী করেছি, তারপর বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, তোমরা যাতে একে অন্যকে চিনতে পার। যে লোক বেশি পরহেজগার সেই আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশী মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, সব খবর রাখেন।" [হুজুরাতঃ ১৩] **[সহীহ]- [এটি তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন ভাষণ দানকালে বলেন, হে লোকসকল, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহিলি যুগের অহঙ্কার, বড়ত্ব ও বাপ-দাদাদের নিয়ে গর্ব করাকে রহিত করেছেন। এখন মানুষেরা দু'ভাগে বিভক্ত:

প্রথমঃ হয়তো মুমিন নেককার মুত্তাকি আল্লাহর আনুগত্য পরায়ন অনুগত ইবাদতকারী, সে আল্লাহর নিকট সম্মানিত, যদিও সে মানুষের নিকট সম্মানিত নয় অথবা বড় বংশীয় নয়।

দ্বিতীয়: কাফির পাপী হতভাগা, সে আল্লাহর নিকট লাঞ্ছিত অপমানিত, সে কোনো কিছুর সমান নয়, যদিও মানুষের নিকট সম্মানিত, মর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারী।

মানুষ সবাই আদম সন্তান। আল্লাহ আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই যার উৎস হলো মাটি তার পক্ষে অহংকার করা ও আত্মতষ্টিতে ভোগা উচিত নয়। এর নমুনা হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13]

"হে লোক সকল! তোমাদেরকে আমি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে তৈরী করেছি, তারপর বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি, তোমরা যাতে একে অন্যকে চিনতে পার। যে লোক তোমাদের মাঝে বেশি পরহেজগার সেই আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশী মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, সব খবর রাখেন।" [সূরা হুজুরাত: আয়াত ১৩]

হাদীসের শিক্ষা:

১. এতে বংশ ও সম্মান নিয়ে গর্ব করার নিষেধাজ্ঞা।

(65074)

(142) – عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১৪২) - 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহর নিকট অতিশয় ঘৃণিত মানুষ হচ্ছে অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলার কাছে অতিরিক্ত ঝগড়াটে মানুষ অপছন্দনীয়, যে ব্যক্তি হকের আনুগত্য গ্রহণ করে না; বরং তার ঝগড়ার দ্বারা তা প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করে অথবা হকের জন্যই ঝগড়া করে; কিন্তু অতিরিক্ত ঝগড়াটে হওয়ার কারণে মধ্যপন্থা থেকে বের হয়ে যায় এবং ইলম ব্যতীত ঝগড়া করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে মাজলুমের অধিকার আদায়ে শরী'য়তসম্মত উপায়ে ঝগড়া করা নিন্দনীয় ঝগড়ার অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. ঝগড়া-বিবাদ জিহ্বার আপদ যা মুসলিমদের মধ্যে বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে।

৩. তর্ক-বিতর্ক তখনই প্রশংসিত হবে যখন সত্যের ব্যাপারে হবে এবং এর পদ্ধতি হবে উত্তম। অন্যদিকে নিন্দনীয় হবে তখন যখন তা সত্যকে প্রত্যাখান করতে, বাতিলকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, অথবা বিতর্কটি দলিল-প্রমাণ ছাড়াই হবে।

(5474)

(143) – عن أبي بَكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৪৩) - আবূ বাকরাহ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "যখন দু'জন মুসলিম তলোয়ার নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অবস্থান হবে জাহান্নাম।" আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বুঝা গেল; কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি অপরাধ? তিনি বললেন: "সেও তার সঙ্গী (প্রতিপক্ষ)-কে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন,"যখন দু'জন মুসলিম তলোয়ার নিয়ে উভয় উভয়কে হত্যার উদ্দেশ্যে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী তার সঙ্গীকে হত্যায় জড়িত হওয়ার অপরাধে জাহান্নামী। সাহাবীদের কাছে নিহত ব্যক্তির জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারটি দুর্বোধ্য মনে হলে, তারা প্রশ্ন করলেন: নিহত ব্যক্তি কিভাবে জাহান্নামী হবে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অবহিত করলেন যে, নিহত ব্যক্তিও তার সঙ্গীকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল আর হত্যাকারী তাকে হত্যা করে অগ্রগামী হওয়ার কারণই তাকে হত্যাকারীকে হত্যা করতে বাধাগ্রস্ত করেছে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. যে ব্যক্তি অন্তরে গুনাহের কাজের দৃঢ় সংকল্প করে এবং তা বাস্তবায়নের উপায়সমূহে সরাসরি লিপ্ত হয়, তখন সে শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

২. মুসলিমরা পরস্পর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে এবং এর পরিণতি হিসেবে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩. তবে ন্যায়সংগততভাবে মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ এ সতর্কতার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

৪. কবীরা গুনাহকারীকে তার কবীরা গুনাহের কারণে কাফির বলা যাবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরস্পর যুদ্ধে লিপ্তকারীদেরকে মুসলিম বলে সম্বোধন করেছেন।

৫. যখন দু'জন মুসলিম যেকোনো পদ্ধতিতে পরস্পরকে হত্যার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন একজন অন্যজনকে হত্যা করলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী হবে। হাদীসে তলোয়ারের কথাটি উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে।

(4304)

(144) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৪৪) - আবূ মূসা 'আশআরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়"। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের ভীতি প্রদর্শন অথবা তাদের সম্পদ লুটপাট করার জন্যে তাদের ওপর অস্ত্র তাক করা থেকে সতর্ক করছেন। অন্যায়ভাবে যে এরূপ করল সে বড় অপরাধ ও কবিরাহ গুনাহের একটিতে লিপ্ত হলো। আর এই কঠিন শাস্তির অধিকারী হলো।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুসলিম ভাইদের সাথে যুদ্ধ না করতে কঠিনভাবে সাবধান করা হয়েছে।

২. মুসলিমদের ওপর অস্ত্র তাক করা ও হত্যার মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট কাজের অন্তর্ভুক্ত ও বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা তৈরি করা।

৩. ন্যায়সংগততত যুদ্ধের ক্ষেত্রে উল্লিখিত হুঁশিয়ারি প্রযোজ্য হবে না, যেমন বিদ্রোহী, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও অন্যদের সাথে যুদ্ধ করা।

৪. অস্ত্র ও অন্যান্য বস্তু দ্বারা মুসলিমদের ভয় দেখানো হারাম, যদিও তা হাসি-ঠাট্টার ছলে হয়।

(2997)

(145) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(১৪৫) - 'আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

মৃতদেরকে গালি দেওয়া ও তাদের সম্মানহানী করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আর এ ধরনের কাজ খারাপ চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা তাদের ইতঃপূর্বে প্রেরিত ভালো বা মন্দ কর্মের ফলাফলে পৌঁছে গেছে। তাছাড়া এসব গালমন্দ তাদের কাছে পৌঁছে না; বরং এতে জীবিত মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসটি মৃত ব্যক্তিদেরকে গালমন্দ করা হারাম হওয়ার দলিল।

২. মৃতদেরকে গালি দেওয়া বর্জন করাতে জীবিত লোকদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং কলহ এবং ঘৃণা থেকে সমাজকে মুক্ত রেখে হেফাযত করা যায়।

৩. মৃতলোকদেরকে গালি দেওয়া নিষেধ হওয়ার হিকমত হলো, তারা যে আমল করেছে সে কর্মফলে তারা পৌঁছে গেছে, সুতরাং তাদেরকে গালি দিলে কোনো লাভ হবে না; বরং মৃত ব্যক্তির জীবিত আত্মীয়কে কষ্ট দেওয়া হবে।

৪. মানুষের যে কাজে কোনো উপকার নেই তা বলা ও করা উচিত নয়।

(5364)

(146) – عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৪৬) - আবূ আইয়ূব আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে সে তার ভাই এর সাথে তিন দিনের বেশি এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে আর অপর জন সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে, সেই উত্তম ব্যক্তি।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এক মুসলিম ভাইকে তার অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখতে নিষেধ করেছেন যে, দু'জনে সাক্ষাৎ হলেও একজন অন্যজনকে সালাম বিনিময় ও কথাবার্তা না বলে বিরত থাকবে।

এ ঝগড়াটে দু'জনের মধ্যে উত্তম হলো যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম তাদের সম্পর্ক ছিন্নতাকে দূরীভূত করতে চেষ্টা করবে এবং প্রথমে তাকে সালাম দিবে। এক্ষেত্রে সম্পর্ক ত্যাগের দ্বারা উদ্দেশ্য হয় নিজ স্বার্থে সম্পর্ক ত্যাগ করা। অন্যদিকে আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করা যেমন

বড়পাপী, বিদ‘আতী ও অসৎ সঙ্গের সঙ্গ ত্যাগ করা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং এগুলো সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণ ও উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত, যখনই সে কারণ দূর হবে তখনই সম্পর্ক ছিন্নতাকেও দূর করা হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মানুষের স্বভাবজাতের কারণে তিনদিন বা তারচেয়ে কম সময়ের জন্য সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয। যে কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে তা দূর করার জন্য তিনদিন সম্পর্ক ছিন্ন করা ক্ষমাযোগ্য।

২. সালামের ফযিলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সালামের কারণে মানুষের অন্তরে বিদ্যমান হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয় এবং সালাম হলো ভালোবাসার প্রতীক।

৩. মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করতে ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করে।

(5365)

(147) – عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ». [صحيح] – [رواه البخاري]

(১৪৭) - সাহল ইবনু সা’দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি তার দু’চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু’রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) এর জামানত আমাকে দিবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব।” **[সহীহ্] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দেন, যখন একজন মুসলিম দুটি জিনিস হেফাজতের জন্য আবশ্যক করবে, তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

প্রথম: যেসব কথায় আল্লাহ রাগান্বিত হয় সেগুলো থেকে জিহ্বা তথা যবানকে হেফাজত করা।

দ্বিতীয়: অশ্লীল কাজ থেকে লজ্জাস্থানের হেফাজত করা।

কেননা এ দুটি অঙ্গের দ্বারাই সাধারণত অধিকাংশ পাপের কাজ সংঘটিত হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. যবান ও লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ জান্নাতে যাওয়ার উপায়।

২. যবান ও লজ্জাস্থানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো: মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে এ অঙ্গ দুটি সকল বালা-মুসিবত ও পরীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

(3475)

(148) – عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৪৮) - উসামা ইবনু যায়দ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আমি আমার মৃত্যুর পরে মানুষের মাঝে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।" **[সহীহ]** - **[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পরে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিক ক্ষতিকর কোনো ফিতনা ও পরীক্ষা রেখে যাননি। যদি উক্ত নারী তার পরিবারের হয়, তবে সে তার কথা মতো চললে কখনও কখনও শরী'য়তের পরিপন্থী হয়ে যায়। আর উক্ত নারী যদি পরনারী হয়, তবে তার সাথে মিশলে ও একাকার হলে অনেক ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুসলিমের উচিত নারীর ফিতনা থেকে সাবধান থাকা এবং যেসব উপায়সমূহ নারী ফিতনার দিকে ধাবিত করে সেগুলোর পথ রুদ্ধ করা।

২. মুমিনের উচিত আল্লাহকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং ফিতনা থেকে মুক্ত থেকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসা।

(5830)

(149) - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(১৪৯) - আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল এবং আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। অত:পর তিনি দেখবেন তোমরা কিভাবে আমল করো? সুতরাং তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারীজাতির ব্যাপারে। কারণ বনী ইসরাইলের প্রথম ফিতনা ছিল নারীদের মাধ্যমে।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, নিশ্চয়ই দুনিয়ার স্বাদ হচ্ছে সুমিষ্ট এবং দেখতে সবুজ-শ্যামল। ফলে মানুষ এর ধোঁকায় পড়ে যায়, এটি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এটিকে তার সবচেয়ে বড় উদ্বেগ করে তোলে। আর আল্লাহ তা‘আলা আমাদের পরস্পরকে এ দুনিয়াতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন, যাতে তিনি দেখে নিতে পারেন যে, আমরা কিভাবে আমল করি? আমরা কী তাঁর আনুগত্য করি, নাকি তাঁর অবাধ্য হই? অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও এর সৌন্দর্য তোমাদের ধোঁকায় ফেলার থেকে সতর্ক হও, অন্যথায় আল্লাহ যা আদেশ করেছন তা পরিত্যাগ করা এবং যা নিষেধ করেছেন তাতে পতিত হওয়ার প্রতি তোমাদেরকে তা উৎসাহী করে তুলবে। আর দুনিয়াতে সবচেয়ে গুরুতর সাবধানতার বিষয় হলো নারী জাতির ফিতনা। কারণ, এটি প্রথম ফিতনা যাতে বনী ইসরাইল লিপ্ত হয়েছিল।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে সর্বদা তাকওয়া অবলম্বনের ব্যাপারে এবং দুনিয়ার বাহ্যিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যে ব্যস্ত না হতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২. নারী জাতির ফিতনা যেমন, তাদের দিকে তাকানো, পর নারী-পুরুষের একত্রে মেলামেশা অথবা এরূপ অন্যান্য ফিতনা থেকে সাবধান করা হয়েছে।

৩. দুনিয়াতে নারী জাতির ফিতনা হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ফিতনা।

৪. পূর্ববর্তী উম্মতের দ্বারা ওয়াজ ও নসীহাহ গ্রহণ করা। সুতরাং যে ফিতনা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, সে ফিতনা অন্যদের মধ্যেও সংঘটিত হতে পারে।

৫. স্বামীর জন্যে নারীর ফিতনা হলো সে স্বামীকে তার সাধ্যের বাইরে ভরণপোষণে বাধ্য করে। ফলে তাকে দ্বীনের কাজকর্ম পালন করা থেকে বিরত রাখে এবং তাকে দুনিয়ার সাধনা হাসিলে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যস্ত রাখে। আর পরনারীর ফিতনা বলতে সে পুরুষদের প্রলোভনে ফেলে এবং তাকে সত্য থেকে তাদেরকে বিচ্যুতিতে প্রলুব্ধ করে, যদি নারীরা ঘরের বাইরে যায় এবং পুরুষদের সাথে মিশে, বিশেষ করে যখন তারা খোলামেলা পোষাকে নিজেকে সুশোভিত করে বাহিরে যায়। এগুলো কখনো কখনো যিনায় পতিত করে। সুতরাং মুমিনদের উচিত আল্লাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা এবং নারীর ফিতনা থেকে নাজাত পেতে তাঁর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

(3053)

(150) – عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». [صحيح] – [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(১৫০) - আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: অভিভাবক ছাড়া কোনো বিয়ে নেই। **[সহীহ]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ে তার অভিভাবক দেয়া ছাড়া শুদ্ধ হয় না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো অভিভাবক। যদি অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয়, অথবা নারী নিজেকে বিয়ে দিল, তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হবে না।

২. অভিভাবক হলো নারীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ পুরুষ। সুতরাং নিকটতম পুরুষ অভিভাবক থাকা সত্ত্বে দূরের অভিভাবক তাকে বিবাহ দিতে পারবে না।

৩. অভিভাবক হওয়ার জন্য শর্ত হলো: বিবেক সম্পন্ন প্রাপ্তবয়সী হওয়া, পুরুষ হওয়া, বিবাহের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিপক্ক জ্ঞান থাকা এবং অভিভাবক ও যার ওপর অভিভাবকত্ব করবে তাদের দীন (ধর্ম) এক হওয়া। কাজেই যে পুরুষ এসব গুণে গুণান্বিত না হবে সে বিবাহের অভিভাবকত্ব করার যোগ্য নয়।

(58066)

(151) – عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৫১) - 'উকবা ইবনু 'আমির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "শর্তাবলীর মধ্যে যা পূরণ করার অধিক দাবী রাখে তা হলো সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, শর্তাবলীর মধ্যে যা পূরণ করার অধিক দাবী রাখে তা হলো সেই শর্ত যার কারণে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে হালাল করে। এগুলো হলো সেসব বৈধ শর্তাবলী যেগুলো বিবাহ বন্ধনের সময় স্ত্রী তার স্বামীর কাছে চেয়ে থাকে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে দেওয়া শর্তাবলি পুরণ করা ওয়াজিব। তবে সেসব শর্তাবলী ব্যতীত যা হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল করে।

২. অন্যান্য শর্তাবলীর চেয়ে বিবাহ বন্ধনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কেননা এসব শর্তের কারণেই লজ্জাস্থান ভোগ করা হালাল।

৩. ইসলামে স্ত্রীর মর্যাদা অপরিসীম। তাই তার শর্তসমূহ পুরণে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(6021)

(152) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(১৫২) - আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুনিয়া ভোগ্যপণ্য এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ হলো পুণ্যবতী নারী।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, দুনিয়া ও এর মধ্যকার যা কিছু আছে সবই কিছু সময়ের জন্য উপভোগের উপকরণ, তারপর তা ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম উপভোগ্য উপকরণ হলো পুণ্যবতী নারী, যার দিকে তাকালে তাকে সে খুশি করে, কোনো আদেশ করলে তা পালন করে এবং অনুপস্থিত থাকলে সে তার জান মালের সংরক্ষণ করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. দুনিয়ার পবিত্র জিনিসসমূহকে কোনো প্রকার অপচয় ও দাম্ভিকতা ছাড়া ভোগ করা বৈধ, যেগুলোকে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের জন্য হালাল করেছেন।

২. নেককার স্ত্রী বাছাই করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে; কেননা স্বামীকে তার রবের আনুগত্য করতে নেককার স্ত্রী সহযোগী।

৩. দুনিয়ার উত্তম উপভোগের বস্তু হলো সেগুলো যা আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত বা তাঁর আনুগত্যে সহযোগী।

(5794)

(153) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ -كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ هَذَا-، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১৫৩) - আব্দুর রহমান ইবনু আবী লাইলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তারা একদা হুযাইফা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে ছিলেন, তখন হুযাইফা পানি চাইলে একজন অগ্নিপূজক তাকে পানি দিল, যখন সে তার পাত্রটি হুযাইফার হাতে দিলেন, তখন তিনি তা ছুড়ে ফেলে দিলেন, আর বললেন: যদি আমি তাকে একবার বা দুইবারেরও বেশী এ ব্যাপারে নিষেধ না করতাম, -যেমন তিনি বলছিলেন-: তাহলে আমি একাজ করতাম না। কিন্তু আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: “তোমরা হালকা ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করবে না, আর তোমরা সোনা বা রূপার পাত্রে পানও করবে না, এটা দ্বারা নির্মিত থালা-বাসনে কিছু খাবেও না; কেননা এটা দুনিয়াতে তাদের জন্য আর আমাদের জন্য এটি থাকবে আখিরাতে।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষদেরকে সব ধরণের রেশমী পোষাক পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর নারী-পুরুষ উভয়কেই সোনা বা রূপারপান-পাত্র অথবা থালা-বাসনে খাবার খেতে অথবা পান করতে নিষেধ করেছেন। এবং তিনি আরো জানিয়েছেন যে, এটা কিয়ামাতের দিনে মুমিনদের জন্য খাস; কেননা তারা দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের কারণে তা থেকে দূরে থেকেছে। অপরপক্ষে আখিরাতে কাফিরদের জন্য এটির অনুমতি থাকবে না; কেননা তারা দুনিয়াতে তাদের জীবদ্দশায় তা আগেই ব্যবহার করেছিল এবং আল্লাহর আদেশের লঙ্ঘন করেছিল।

হাদীসের শিক্ষা:

১. পুরুষদের জন্য হালকা অথবা মোটা রেশমী কাপড়কে হারাম করা হয়েছে। আর যারা এটি ব্যবহার করবে, তাদেরকে কঠোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

২. হালকা ও মোটা রেশমী কাপড় নারীদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ।

৩. সোনা ও রূপার থালা-বাসনে এবং পান-পাত্রে পানাহার করা পুরুষ ও নারী সবার জন্য হারাম।

৪. হুযাইফা রদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান; যার কারণ ছিল, তিনি তাকে একাধিকবার সোনা- রূপার পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তবুও সে তা থেকে বিরত হয়নি।

(2985)

(154) – عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. [صحيح] - [متفق عليه]

(১৫৪) - ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কাযা' আংশিক চুল কর্তন করা থেকে নিষেধ করেছেন। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথার কিছু অংশের চুল মুণ্ডনো এবং কিছু অংশ রেখে দেওয়াকে নিষেধ করেছেন।

এখানে নিষেধাজ্ঞা ছোট, বড় সকল পুরুষের জন্যে ব্যাপক-প্রযোজ্য। তবে নারীর ক্ষেত্রে মাথার চুল মুণ্ডনো বৈধ নয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইসলামী শরী'আহ মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে।

(8914)

(155) – عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وأَعْفُوا اللِّحَى». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৫৫) - ইবনু ’উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, “তোমরা গোঁফ কেটে ফেল (অর্থাৎ ঠোঁটের ওপর থেকে কেটে দাও) এবং দাড়ি ছেড়ে দাও (অর্থাৎ বড় হতে দাও)।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা: নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোঁফ কাটতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই তা না ছেড়ে কাটতে হবে এবং তাতে একটু বেশী করবে।

আর তার বিপরীতে তিনি দাড়ি ছাড়তে এবং তা পুরোপুরি ছাড়ারই নির্দেশ দিয়েছেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. দাড়ি মুণ্ডনো হারাম।

(3279)

(156) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৫৬) - আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অশ্লীল ছিলেন না এবং অশালীনতাকে প্রশ্রয়ও দিতেন না। তিনি বলতেন: “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।” **[সহীহ] -[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই অশ্লীলভাষী বা অশ্লীল কর্ম সম্পাদনকারী ছিলেন না। তিনি কখনোই অশালীন কাজ করা ও কথা বলার ইচ্ছাও করতেন না। তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মহাচরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে চরিত্রের দিক দিয়ে সবোর্ত্তম। সে জনকল্যাণে কাজ করে, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা প্রদর্শন করে, অন্যকে কষ্টদায়ক জিনিস থেকে বিরত থাকে, কষ্ট সহ্য করে এবং মানুষের সাথে সুন্দরভাবে মিশে ইত্যাদি।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুমিনের উচিত অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ উত্তম চরিত্রের ছিলেন। তাঁর থেকে সর্বদা নেককাজ ও উত্তম কথাই বের হতো।

৩. উত্তম চরিত্র হলো প্রতিযোগিতার ময়দান। সুতরাং যে ব্যক্তি এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবে সেই মুমিনদের মধ্যে সর্বোত্তম ও পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে।

(5803)

(157) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ القَائِمِ». [صحيح بشواهده] - [رواه أبو داود وأحمد]

(১৫৭) - 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে (দিনের) সাওম পালনকারী ও (রাতের) তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।" **[শাওয়াহেদ (সমার্থে আরও) হাদীস থাকার কারণে সহীহ]- [এটি আবু দাউদ, আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র ব্যক্তিকে নিয়মিত দিনে সাওম পালনকারী ও রাতের তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারীর সমান মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। উত্তম চরিত্রের সমষ্টি হলো: জনকল্যাণে কাজ করা, উত্তম কথা বলা, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা প্রদর্শন, অন্যকে কষ্টদায়ক জিনিস থেকে বিরত থাকা এবং তা মানুষ থেকে আসলে বরদাশত করা।

হাদীসের শিক্ষা:

১. চরিত্র সংশোধন ও তার পরিপূর্ণতার ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

২. হাদীসে উত্তম চরিত্রের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এটি বান্দাকে ধারাবাহিক সাওম পালনকারী ও নিয়মিত রাতে তাহাজ্জুদ আদায়কারীর মর্যাদায় পৌছে দেয়।

৩. দিনে সাওম পালন এবং রাতে নফল সালাত আদায় করা দুটি মহান আমল যাতে রয়েছে মানুষের আত্মার ওপর কষ্ট। কিন্তু উত্তম চরিত্রের অধিকারীকে তার উত্তম আচার আচরণ এবং প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রামের কারণে তাদের মর্যাদায় পৌঁছায়।

(5799)

(158) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». [حسن] – [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(১৫৮) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুমিনদের মাঝে ঈমানে সেই পরিপূর্ণ, তাদের মাঝে যার চরিত্র সুন্দরতম। তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" **[হাসান]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, মুমিনদের মাঝে ঈমানে সেই পরিপূর্ণ, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করেছে। আর সুন্দর চরিত্র হলো হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, সৎকাজে ব্যয়, উত্তম কথা বলা ও অন্যকে কষ্টদায়ক জিনিস থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

আর তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো তারা, যারা তাদের নারীদের কাছে উত্তম। যেমন তার স্ত্রী, কন্যা, বোন ও তার নিকটাত্মীয় নারীরা। কেননা তারা উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার।

হাদীসের শিক্ষা:

১. উত্তম চরিত্রের ফযীলত। আর এটি ঈমানেরই অঙ্গ।

২. আমল করা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমান বাড়ে ও কমে।

৩. হাদীসে ইসলাম নারীকে সম্মান প্রদান ও তাদের প্রতি সদাচারণ করতে উৎসাহ দিয়েছে।

(5792)

(159) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: «تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»، وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: «الْفَمُ وَالْفَرْجُ». [حسن صحيح] – [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

(১৫৯) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোনো আমল দ্বারা মানুষ বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন: "আল্লাহর তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের কারণে।" জিজ্ঞাসা করা হলো, কোনো কাজের কারণে মানুষ বেশি জাহান্নামে যাবে? তিনি বললেন: "মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে।" **[হাসান, সহীহ]- [এটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, যেসব কারণে মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে তন্মধ্যে সর্বাধিক বড় দুটি কারণ হলো:

আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন ও উত্তম চরিত্র।

আল্লাহর তাকওয়া তোমাকে এবং আল্লাহর আযাবের মধ্যে প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করবে। আর তা অর্জিত হবে তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

আর উত্তম চরিত্র: তা অর্জিত হবে হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, অন্যের উপকার সাধন এবং কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে।

অন্যদিকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বড় দুটি কারণ হলো :মুখ ও লজ্জাস্থান।মুখের গুনাহসমূহের অন্যতম হলো: মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরি, ইত্যাদি। লজ্জাস্থানের গুনাহসমূহ হলো: যিনা, সমকামিতা ইত্যাদি।

হাদীসের শিক্ষা:

১. জান্নাতে যাওয়ার কিছু কারণ আল্লাহ সাথে জড়িত, যেমন তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করা। আবার কিছু কারণ মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, যেমন উত্তম চরিত্র।

২. ব্যক্তির জন্য জিহ্বার বিপদ মারাত্মক। আর এটি জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

৩. মানুষের জন্য প্রবৃত্তি ও অশ্লীল কাজের ভয়াবহতা মারাত্মক। আর এটি অধিকাংশ জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

(5476)

(160) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا. [صحيح] – [متفق عليه]

(১৬০) - আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত: “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সকল মানুষের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম চরিত্রের অধিকারী। উত্তম কথাবার্তা, কল্যাণকর কাজে জড়িত থাকা, হাস্যোজ্জল বদনে কারো সাথে সাক্ষাৎ, কষ্টদায়ক জিনিস থেকে বিরত থাকা এবং অন্যের বোঝা বহন করাসহ সকল উত্তম চরিত্রে ও ব্যবহারে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অগ্রগামী।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে চরিত্রের দিক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন উত্তম চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ।

৩. হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম চরিত্র ও আদর্শ অনুকরণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

(6180)

(161) - قال سعد بن هشام بن عامر -عندما دخل على عائشة رضي الله عنها-: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ. [صحيح]-[رواه مسلم في جملة حديثٍ طويلٍ]

(১৬১) - সা'দ বিন হিশাম বিন 'আমির রহ. যখন (মদীনায়) 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার কাছে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি বললেন: হে উম্মুল মুমিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বললেন: তুমি কি কুরআন পাঠ কর না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন: “আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র আল-কুরআনই।”

[সহীহ]- [এটি মুসলিম একটি লম্বা হাদিসে বর্ণনা করেছেন।]

ব্যাখ্যা:

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এককথায় পূর্ণাঙ্গ জবাব দেন। তিনি প্রশ্নকারীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ চরিত্রের সূত্র হিসেবে আল-কুরআনুল কারীমকে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিলো কুরআনের চরিত্র। আল-কুরআন যা নির্দেশ দিয়েছে, তিনি তা-ই পালন করেছেন এবং কুরআন যা নিষেধ করেছে, তিনি তা থেকে বিরত ছিলেন। সুতরাং তাঁর চরিত্র ছিলো কুরআন অনুযায়ী আমল করা, এর সীমারেখা অতিক্রম না করা, কুরআনের শিষ্টাচারে শিষ্টাচার লাভ এবং তাতে বর্ণিত উপমা ও ঘটনাবলী থেকে উপদেশ গ্রহণ।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকের প্রশংসা করা। আর তা ছিল ওহীর আলোকবর্তীকা।

৩. সকল উত্তম চরিত্রের মূল উৎস হলো আল-কুরআন।

৪. ইসলামে আখলাক আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে পরিপূর্ণ দ্বীনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(8265)

(162) – عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(১৬২)- শাদ্দাদ ইবনু আওস রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি দুটি কথা স্মরণ রেখেছি, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান (সুন্দর

রূপে আচরণ করা) অত্যাবশ্যক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন হত্যা করবে, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে। আর যখন জবাই করবে তখন উত্তম পন্থায় জবাই করবে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন তার ছুরি ধার করে নেয় এবং তার যবেহকৃত জন্তুকে যেন আরাম দেয়।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ইহসান করা আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। আর ইহসান হলো: ইবাদাতের সময় তার উপর আল্লাহর নিবিড় পর্যবেক্ষণ উপলব্দি করা এবং সৃষ্টিজীবের প্রতি কল্যাণ সাধন ও কষ্ট প্রতিহত করা। হত্যা ও জবাইয়ের সময় ইহসান করা এরই অন্তর্ভুক্ত।

কিসাসের হত্যার সময় ইহসান: হত্যার জন্য সবচেয়ে সহজ, অতিশয় হালকা ও দ্রুত উপায়ে জান বের হওয়ার পদ্ধতি গ্রহণ করা।

জবাই করার সময়ে ইহসান: ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে পশুর প্রতি সদয় হওয়া, যে পশুকে জবাই করা হবে তার সামনে এমনভাবে অস্ত্র ধার না করা, যা উক্ত পশু দেখতে পায় এবং অন্য পশুর সম্মুখেও কোন পশু জবাই করা অনুচিত যা উক্ত পশু দেখতে পায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সৃষ্টিজগতের প্রতি মহান আল্লাহর দয়া ও কোমলতা।

২. হত্যা ও জবাইর ক্ষেত্রে ইহসান হবে শরী‘আহ অনুমোদিত পদ্ধতিতে হত্যা ও জবাই করা।

৩. সকল কল্যাণের প্রতি ইসলামী শরী‘আহর পরিপূর্ণতা ও ব্যাপকতার প্রমাণ। পশু-পাখির প্রতি রহম ও কোমলতা এর অন্যতম।

৪. কোন ব্যক্তিকে হত্যার পরে তার দেহ থেকে অঙ্গবিকৃতি করা নিষেধ।

৫. প্রাণীকে শাস্তি দেয় এমন সব কিছু হারাম।

(4319)

(163) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا». [صحيح] – [رواه مسلم]

(১৬৩) - আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা মহান রহমানের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণগণ) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, যারা মানুষের মাঝে অর্থাৎ যারা তাদের অধীন, নিয়ন্ত্রণাধীন ও পরিবারের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ও সততার সাথে বিচারকার্য পরিচালনা করে, তাদের সম্মানার্থে কিয়ামতের দিন নূরের তৈরি সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট করা হবে। এসব মিম্বারসমূহ মহান রহমানের ডান পার্শ্ব। আর তার উভয় হস্তই ডান।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে ন্যায়পরায়ণতার মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২. এখানে ন্যায়-নিষ্ঠতা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, যা রাষ্ট্র পরিচালনা ও মানুষের মাঝে বিচারকার্যসহ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; এমনকি স্ত্রী ও সন্তানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৩. কিয়ামতের দিনে ন্যায়পরায়ণদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

৪. ঈমানদারদের আমলের পরিমাণ অনুযায়ী কিয়ামতের দিন তাদের মর্যাদাও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

৫. উৎসাহ প্রদান করা দাওয়াতের অন্যতম একটি পদ্ধতি, যা দাওয়াতকৃত ব্যক্তিকে আনুগত্য করতে উৎসাহিত করে।

(4935)

(164) – عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ». [صحيح بشواهده] – [رواه الدارقطني]

(১৬৪) - আবূ সা'ঈদ খুদরী রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "কেউ অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কেউ অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। কেউ কাউকে ক্ষতি করলে, আল্লাহ তার ক্ষতি করেন। আর কেউ কাউকে কষ্টে ফেললে, আল্লাহ তাকেও কষ্টে পতিত করেন।" **[শাওয়াহেদ (সমঅর্থে আরও) হাদীস থাকার কারণে সহীহ] - [এটি দারুকুতনী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, নিজের ও অন্যের থেকে সকল প্রকারের ক্ষতি দূর করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং কাউকে ক্ষতি করা বা অন্যের দ্বারা নিজের কোনো ক্ষতি করা সমভাবে জায়েয নেই।

ক্ষতির পরিবর্তে ক্ষতি করা জায়েয নেই; যেহেতু ক্ষতি দ্বারা ক্ষতি প্রতিহত করা যায় না। কোনো সীমালঙ্ঘন না করে শুধু কিসাসের মাধ্যমে ক্ষতি প্রতিহত করা যায়।

অতপর যে ব্যক্তি মানুষকে ক্ষতির কারণে তাকে ক্ষতি করে এবং কারো থেকে কষ্ট পেলে তার পরিবর্তে তাকেও কষ্ট দেয়; নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসে কোনো ব্যাপারে সমপরিমাণের বেশি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

২. আল্লাহ বান্দাকে এমন কোনো কিছুর আদেশ দেননি যাতে তাদের ক্ষতিকর কিছু রয়েছে।

৩. কথা বা কাজ বা কোনো কিছু বর্জনের মাধ্যমে কাউকে ক্ষতি করা বা কারো থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া হারাম।

৪. সমজাতীয় কাজে সমপরিমাণ প্রতিদান। সুতরাং কেউ কাউকে ক্ষতি করলে আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন। আর কেউ কাউকে কষ্টে ফেললে আল্লাহ তাকেও কষ্টে পতিত করবেন।

৫. ইসলামী শরী'আতের একটি মূলনীতি হলো: "ক্ষতি দূর করতে হবে।" সুতরাং শরী'য়ত কারো ক্ষতি করার যেমন স্বীকৃতি দেয় না এবং অন্যের দ্বারা ব্যক্তি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও তেমন নিষেধ।

(4711)

(165) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». [صحيح] – [رواه البخاري]

(১৬৫) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন: আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: "তুমি রাগ করো না।" লোকটি কয়েকবার তা বলতে থাকলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বারেই বললেন: "রাগ করো না।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপকারী কোনো একটি নসিহত করতে আবেদন করলে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে

রাগান্বিত না হতে আদেশ করেন। এর অর্থ হলো: যেসব কারণে মানুষ রাগান্বিত হয় সেসব কারণ পরিহার করা, রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। ফলে রাগের কারণে কাউকে হত্যা, মারা বা গালি দেওয়া ইত্যাদি সীমালঙ্ঘন হবে না।

লোকটি বারবার নসিহতের আবেদন করেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বারবারই রাগ না করার উপদেশ দেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসে রাগ এবং রাগের কারণসমূহ থেকে সাবধান করা হয়েছে; কেননা রাগ সকল অন্যায়ের মূল। আর রাগ পরিহার করা সকল কল্যাণের মূল।

২. আল্লাহর জন্য রাগ করা, যেমন: যেখানে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, সেখানে রাগ করা প্রশংসনীয় রাগের অন্তর্ভুক্ত।

৩. শ্রোতা কোনো বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং এর গুরুত্ব উপলব্ধি না করা পর্যন্ত প্রয়োজন সাপেক্ষে বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করা।

৪. আলেমের কাছে নসিহত তালাশ করার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

(4709)

(166) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৬৬) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়; বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, প্রকৃত শক্তি শারীরিক শক্তি নয় অথবা শক্তিশালী কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়া নয়; বরং সেই প্রকৃত শক্তিশালী যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। কেননা এতে তার নিজের শক্তির প্রমাণ মিলে এবং শয়তানের উপর সে বিজয়ী হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ক্রোধের সময় ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। এটি ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যাপারে ইসলাম উৎসাহিত করেছে।

২. ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণ করা জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবিলা করার চেয়েও কঠিন।

৩. ইসলাম জাহেলি যুগের পেশি শক্তিকে উত্তম চরিত্রে পরিবর্তন করেছে। সুতরাং সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হলো সে, যে নিজের লাগাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম।

৪. ক্রোধ থেকে বিরত থাকা। কেননা ক্রোধের কারণে ব্যক্তির ও সমাজের জন্য নানাবিধ ক্ষতি সংঘটিত হয়।

(5351)

(167) – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৬৭) - আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে উপদেশ দিচ্ছিলেন শুনতে পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।”

[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনলেন, এক লোক তার ভাইকে বেশি লজ্জা পরিহার করতে উপদেশ দিচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। লজ্জাশীলতা শুধু কল্যাণই বয়ে আনে।

লজ্জাশীলতা একটি সুন্দর চরিত্র যা ভালো কাজ করতে এবং খারাপ কাজ বর্জন করতে উৎসাহিত করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. যে লজ্জা ভালো কাজ করতে বাধা দেয় তা মূলত লজ্জাশীতা নয়; বরং তাকে বলে লাজুকতা,অপারগতা, ভীরুতা, এবং কাপুরুষতা।

২. লজ্জাশীলতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ গুণ, যা তাঁর আদেশসমূহ পালন করা এবং নিষেধসমূহ বর্জন করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

৩. মাখলূকের জন্য লজ্জাশীলতা হলো তাদেরকে সম্মান করা, তাদের মর্যাদা অনুযায়ী মূল্যায়ন করা এবং সাধারণত যা মন্দ তা বর্জন করা।

(5478)

(168) – عن المِقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ». **[صحيح] – [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وأحمد]**

(১৬৮) - মিকদাম ইবনু মা’দীকারাব রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যখন কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইকে ভালোবাসে, তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে ভালোবাসে।” **[সহীহ]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী তার সুনানুল কুবরাতে এবং আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে মুমিনদের মাঝে সম্পর্ক মজবুত করা ও তাদের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধির একটি উপায় বর্ণনা করেছেন। আর তা হলো: যখন সে তার ভাইকে ভালোবাসবে, তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয়, সে তাকে ভালোবাসে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নিরেট ভালোবাসার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, দুনিয়ার কোনো স্বার্থে নয়।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা জানিয়ে দেয়া মুস্তাহাব, যাতে তার ভালোবাসা ও আন্তরিকতা আরো বৃদ্ধি পায়।

৩. মুমিনদের মাঝে ভালোবাসা প্রচার করা ঈমানী ভ্রাতৃত্ব শক্তিশালী করে এবং বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজন থেকে সমাজকে রক্ষা করে।

(3017)

(169) – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [صحيح] - [رواه البخاري من حديث جابر، ورواه مسلم من حديث حذيفة]

(১৬৯) - জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছে: "প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকা।" **[সহীহ]- [এটি বুখারী জাবের রাদি. এর হাদিস থেকে, আর মুসলিম হুযাইফা রাদি. এর হাদিস থেকে বর্ণনা করেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, প্রত্যেক সৎ কাজ এবং কথা কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যের উপকার সাধন সাদাকা এবং এতে প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মানুষ তার সম্পদ থেকে যা দান করে তার মধ্যেই সদাকা সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক কল্যাণকর কাজই সদাকা যা মানুষ কথা বা কাজের মাধ্যমে করে থাকে এবং তা অন্যের উপকারে আসে।

২. হাদীসে সৎকাজ করতে ও অন্যের যেসব কাজে কল্যাণ রয়েছে তা করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৩. সৎ কাজকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করা, তা যতই ছোট হোক না কেন।

(5346)

(170) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ». [صحيح]-[متفق عليه]

(১৭০) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য (খাদ্য জোগাড়) চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মতো অথবা রাতে সালাত আদায়কারী ও দিনে সিয়াম পালকারীর মতো।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সাওয়াব পাওয়ার আশায় এমন বিধবা নারীর অভাব অনটন মিটাতে সাহায্য করে, যার দেখভাল করার মতো কেউ নেই এবং অভাবী মিসকীনের জন্য খাদ্য জোগাড় ও অভাব পূরণের কাজে নিয়োজিত থাকে, সে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদের মতো অথবা রাতে ক্লান্তিহীনভাবে তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারী ও দিনে অবিরত সিয়াম পালকারীর মতো সাওয়াব পাবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা, দায়ভার গ্রহণ এবং অসহায় ও দুর্বল মানুষের অভাব পূরণের ব্যাপারে হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২. সকল নেককাজই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য (খাদ্য জোগাড়) চেষ্টা করাও ইবাদত।

৩. ইবন হুবাইরাহ রহ. বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে সাওম পালনকারী, সালাত আদায়কারী ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সাওয়াব একত্রিত করেছেন। কারণ সে বিধবার জন্যে তার স্বামীর স্থলাভিষিক্ত কাজগুলো করেছে। তাছাড়া সে মিসকীনের দায়িত্ব নিয়েছে, যে মিসকীন নিজের ব্যয়ভার বহনে অক্ষম। ফলে সে তার অতিরিক্ত খাদ্য তাদের জন্যে ব্যয় করেছে ও তাদের জন্যে দান করেছে। সুতরাং এর উপকারিতা সাওম পালনকারী, রাতে সালাত আদায়কারী এবং জিহাদকারীর সাওয়াবের অনুরূপ হবে।

(3135)

(171) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ». **[صحيح] - [متفق عليه]**

(১৭১) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে, অথবা সে যেন চুপ থাকে। যে আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে সম্মান করে । যে লোক আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমানদার বান্দা,যার প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকটে এবং তিনি তার কর্মের প্রতিদান দিবেন, তাকে তার ঈমান নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলি অর্জনে উৎসাহিত করে:

প্রথমত: উত্তম কথা বলা: সেগুলো হলো তাসহবীহ1, তাহলীল2, সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, মানুষের মধ্যে সংশোধন করা।

সে যদি এসব কাজ না করে, তবে সে যেন চুপ থাকে। সে যেন তার কষ্ট থেকে অন্যকে বিরত রাখে এবং সে যেন তার জিহ্বাকে হেফাযত করে।

দ্বিতীয়: প্রতিবেশীকে সম্মান করা: তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ করা এবং তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া।

তৃতীয়: তোমার সাক্ষাতে আসা আগত মেহমানকে সম্মান করা। আর তা হলো তাদের সাথে উত্তম কথা বলা, তাদেরকে খাদ্য খাওয়ানো ইত্যাদি

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমানই সকল কল্যাণের মূল এবং এটি মানুষকে ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে।

২. যবানের ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি থেকে সতর্কতা।

৩. দীন ইসলাম হলো ভালোবাসা ও উদারতার দীন।

৪. এসব গুণাবলী ঈমানের শাখা প্রশাখার ও প্রশংসিত শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত।

৫. অধিক কথা বলা অনেক সময় অপছন্দনীয় ও হারাম কাজের প্রতি ধাবিত করে। কল্যাণকর কথা ব্যতীত চুপ থাকাই নিরাপদ।

(5437)

(172) – عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(১৭২) - আবূ যার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন: "সাধারণ কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ করে দেখো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতের মতো (দেখতে সাধারণ কোনো) বিষয়ই হোক না কেনো।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎকাজ করতে এ হাদীসে উৎসাহ প্রদান করেছেন। সাধারণ কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ করে দেখা উচিত

নয়; তা যতোই ছোট হোক না কেন। এসব সৎকাজের মধ্যে রয়েছে কারো সাথে সাক্ষাতে হাসিমুখে তার সামনে নিজের চেহারা প্রকাশ করা। অতএব একজন মুসলিমের উচিত এ ধরনের ছোট-খাটো সৎকাজের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া; কেননা এতে রয়েছ একজন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতে তার প্রতি ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ এবং তার সাথে সাক্ষাতে আনন্দের বহি:প্রকাশ।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুমিনদের মাঝে পরস্পর ভালোবাসা ও সাক্ষাতে হাসিমুখে দেখা করা ও আনন্দিত হওয়ার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

২. এ শরী'আতের পরিপূর্ণতা ও সর্ব ব্যাপ্তিতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ শারী'য়ত এসেছে মুসলিমদের জন্য সকল কল্যাণ নিশ্চিত করতে এবং তাদেরকে একতাবদ্ধ করতে।

৩. সৎকাজ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে; যদিও তা যতোই ছোট হোক।

৪. মুসলিমদের সাথে সাক্ষাতে আনন্দ প্রকাশ করা মুস্তাহাব; কেননা এতে তাদের মধ্যে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

(5348)

(173) – عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৭৩) - 'আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সততা নেক কর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে, আর নেককর্ম জান্নাতের

পথপ্রদর্শন করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে, অবশেষে আল্লাহর নিকটে সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকো! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর পাপ নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোনো ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং মিথ্যার উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়"। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সততার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছিলেন যে এটি মেনে চলা স্থায়ী ভাল কাজের দিকে পরিচালিত করে এবং যে ব্যক্তি ভাল কাজ করতে থাকে তার আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যায়। আর তার থেকে বারবার গোপনে ও প্রকাশ্যে সততা প্রকাশ পায়, ফলে সে সিদ্দীক নামের উপযুক্ত হয়। সিদ্দীক অর্থ হলো অধিক সত্যবাদী। অতঃপর তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা ও বাতিল কথা বলার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। কারণ এটি মানুষকে সততা থেকে দূরে সরে যেতে এবং মন্দ কাজ, দুর্নীতি ও পাপ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তারপর এটি তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর সে অনেক মিথ্যা বলতে থাকে অবশেষে আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সততা একটি মহৎ চরিত্র যা প্রচেষ্টা ও উপার্জনের ফলে অর্জিত হয়। কারণ একজন মানুষ সত্য বলতে থাকলে এবং সততার অন্বেষী হলে আল্লাহর নিকট সিদ্দীক হিসাবে গণ্য হয় এবং স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর নিকট সিদ্দীক ও নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত লিপিবদ্ধ করা হয়।

২. মিথ্যা একটি নিন্দনীয় চরিত্র যা ব্যক্তি দীর্ঘ অনুশীলন এবং কথা ও কাজে চর্চার মাধ্যমে অর্জন করে, অবশেষে এটি একটি স্বভাব ও প্রকৃতিতে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহর কাছে তাকে মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩. সততা বলতে বোঝায় জিহ্বার সততাকে, যা মিথ্যার বিপরীত; নিয়তের সততাকে যা হল ইখলাস; ভালো কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছাকে; কাজের ক্ষেত্রে সততাকে, যার ন্যূনতম পরিমাণ হলো ভেতর ও বাহির সমান হওয়া এবং দীনদারীতে সততাকে, যেমন ভয়, আশা এবং অন্যান্য জিনিসে সততা। কাজেই যে ব্যক্তি এসব গুণে বিশেষিত হবে সে হলো সিদ্দীক আর যে এর কিছু গুণে বিশেষিত হবে সে হল সাদিক।

(5504)

(174) – عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১৭৪) - জারীর ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, মহান আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, মহান আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না। সুতরাং সৃষ্টির প্রতি বান্দার দয়া আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভের অন্যতম উপায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সমস্ত সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া প্রদর্শন কাম্য; তবে এখানে মানুষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের গুরুত্ব বেশি বুঝানোর জন্যে।

২. আল্লাহ হলেন অতি দয়ালু, তিনি অনুগ্রহশীল বান্দাদেরকে রহম করেন। সুতরাং সমজাতীয় কাজের প্রতিদানও সমজাতীয় হয়ে থাকে।

৩. মানুষের প্রতি রহম করা মানে তাদের কাছে কল্যাণ পৌঁছানো, তাদের থেকে ক্ষতি প্রতিহত করা এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা।

(5439)

(175) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحمنُ، ارحَمُوا أهلَ الأرضِ يَرْحَمْكُم مَن في السّماء». [صحيح] – [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

(১৭৫) - আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “রহমান-আল্লাহ দয়াশীলদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীদের প্রতি দয়া করো, যিনি আসমানের উপরে তিনি(আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।” **[সহীহ]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন , যারা অপরকে দয়া করেন রহমান সব কিছু বেষ্টনকারী তাঁর স্বীয় রহমত দ্বারা তাদের ওপর দয়া করেন, মূলত প্রতিদান স্বীয় আমল অনুযায়ী হবে।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমিনে যত মানুষ অথবা প্রাণী অথবা পাখী অথবা তা ছাড়া যত প্রকার মাখলূক রয়েছে তাদের সবার ওপর দয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন; আর তার প্রতিদান হলো, আল্লাহ তা‘আলা আসমানসমূহের ওপর থেকে তোমাদেরকে দয়া করবেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইসলাম হলো দয়া করার ধর্ম। ইসলামের পুরোটা আল্লাহর আনুগত্য ও মাখলূকের প্রতি দয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

২. মহান ও সম্মানিত আল্লাহ দয়ার গুণে গুণান্বিত। তিনি সকল দোষ থেকে পবিত্র, অতিশয় দয়ালু ও পরম করুণাময় যিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি রহমত পৌঁছান।

৩. যেমন কর্ম তেমন ফল। কাজেই দয়াশীলদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন।

(8289)

(176) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৭৬) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি: ১. সালামের জবাব দেয়া, ২. অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া, ৩. জানাযায় গিয়ে শরীক হওয়া, ৪. দা'ওয়াত কবুল করা এবং ৫. হাঁচিদাতার জবাব দেয়া।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে একজন মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের কতিপয় অধিকার বর্ণনা করেছেন। প্রথম অধিকার: কেউ সালাম দিলে সালামের জবাব দেয়া।

দ্বিতীয় অধিকার: অসুস্থ ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা করা, তার সাথে দেখা করা ও খোঁজ-খবর নেয়া।

তৃতীয় অধিকার: মৃতব্যক্তির গৃহ থেকে জানাযার সালাতে এবং সেখান থেকে কবরস্থানে গিয়ে শরীক হওয়া।

চতুর্থ অধিকার: বিয়ের ওয়ালিমা ইত্যাদিতে কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা।

পঞ্চম অধিকার: হাঁচিদাতার হাঁচিতে জবাব দেওয়া। হাঁচিদাতা 'আল-হামদু লিল্লাহ' (সকল প্রশংসা আল্লাহর) বললে, তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলা। অতপর হাঁচিদাতা বলবে: 'ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম' (আল্লাহ তোমাদেরকে সুপথ দেখান ও তোমাদের অন্তর সংশোধন করে দেন)।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুসলিমদের মধ্যকার অধিকারসমূহ নিশ্চিত করতে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা সুদৃঢ়করণে ইসলামের মহানুভবতা এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(3706)

(177) – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ». [صحيح] - [متفق عليه]

(১৭৭) - ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমাকে জিবরীল 'আলাইহিস সালাম সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসীয়ত করতে থাকেন। এমনকি, আমার ধারণা হয়, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দিবেন।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে জিবরীল 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক বারবার প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে অসীয়ত সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। প্রবিবেশী হলো কারো গৃহের নিকটতম বসবাসকারীগণ। চাই সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়। তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা এবং তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া, তাদের প্রতি ইহসান করা এবং তাদের দ্বারা কষ্ট পেলে তাতে ধৈর্যধারণ করা, এমনকি প্রতিবেশীর হকের যথাযথ সম্মান বজায় রাখার প্রতি জিবরীল 'আলাইহিস সালাম কর্তৃক বারবার ওসিয়াত করায় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা করেছিলেন, শীঘ্রই প্রতিবেশীকে সম্পত্তির অধিকারী করে অহী নাযিল হবে, যা ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তাদেরকে উত্তরাধিকারী করে দিবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে প্রতিবেশীর অধিকারের মহাগুরুত্ব এবং অধিকারের প্রতি যত্নবান হওয়ার আবশ্যকতা বুঝানো হয়েছে।

২. ওসিয়াতের মাধ্যমে প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা তাদেরকে সম্মান করা, তাদের প্রতি বিনম্র হওয়া, তাদের প্রতি ইহসান করা, তাদের থেকে ক্ষতিকর জিনিস দূর করা, অসুস্থ হলে সেবা শুশ্রূষা করা, সুসংবাদে তাদেরকে অভিবাদন জানানো এবং দু:খ-কষ্টে তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা দাবি করে।

৩. প্রতিবেশীর দরজা যতই নিকটবর্তী হবে তাদের অধিকারও ততবেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ইসলামী শরী'য়তের পরিপূর্ণতার অন্যতম প্রমাণ হলো প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান ও তাদের থেকে ক্ষতি দূর করে সমাজ সংস্কার ও সংশোধন করা।

(4965)

(178) – عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [صحيح] – [رواه الترمذي وأحمد]

(১৭৮) - আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের উপর আঘাতকে প্রতিহত করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন।" **[সহীহ]- [এটি তিরমিযী ও আহমদ বর্ণনা করেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে মন্দ ও খারাপ কিছু আরোপ করা থেকে তাকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার থেকে আযাব প্রতিহত করবেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুসলিমদের সম্মানহানীকর কোনো কথাবার্তা বলা হারাম।

২. সমজাতীয় কাজে সমজাতীয় পুরস্কার। সুতরাং যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের উপর আঘাত প্রতিরোধ করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিহত করবেন।

৩. ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ও সহযোগিতার ধর্ম।

(5514)

(179) – عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ».

[صحيح] - [رواه مسلم]

(১৭৯) - নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী 'আয়িশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নম্রতা যে জিনিসেই থাকে, তাকে তা সুন্দর বানিয়ে দেয় এবং তা যে জিনিস থেকেই বের করে নেওয়া হয়, তাকে তা অসুন্দর বানিয়ে দেয়।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় কথা ও কাজে নম্রতা, কোমলতা ও ধীরস্থিরতা, কর্মের সৌন্দর্য, পরিপূর্ণতা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। ব্যক্তি তার প্রয়োজন মিটাতে তা খুবই কার্যকর।

পক্ষান্তরে কঠোরতা ও নম্রহীনতা জিনিসকে ক্রুটিযুক্ত করে এবং বিশ্রী করে। তাছাড়া এটি ব্যক্তিকে তার উদ্দেশ্য অর্জনে বাধাগ্রস্ত করে। আর যদিও সে তা অর্জন করে তবে অনেক কষ্টে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. নম্র ও কোমল চরিত্র অর্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২. নম্রতা ব্যক্তিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে। এটি দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম।

(5796)

(180) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৮০) - আনাস রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা সহজ করো, কঠিন করো না, লোকদেরকে সুসংবাদ দাও, দূরে ঠেলে দিও না।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দীন ও দুনিয়ার সকল কাজে হালকা ও সহজ করতে আদেশ দিয়েছেন এবং কঠিন করতে নিষেধ করেছেন। আর এটি আল্লাহ যা ছাড় দিয়েছেন ও শরী‘য়ত সম্মত করেছেন তার সীমারেখায় থাকবে।

মানুষকে কল্যাণকর কাজের সুসংবাদ দেওয়া এবং তাদেরকে দূরে ঠেলে না দেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুমিনের দায়িত্ব হলো, সে মানুষকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করবে এবং কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করবে।

২. আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর জন্য আবশ্যক হলো, মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে হিকমতের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৩. সহজতা ও সুসংবাদ দাওয়াত প্রদানকারী (দা‘য়ী) ও যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় (মাদ‘উ) তাদের সকলের জন্যে আনন্দ, গ্রহণযোগ্যতা ও প্রশান্তি সৃষ্টি করে।

৪. অন্যদিকে কঠোরতা দা'য়ীর কথাবার্তায় বিদ্বেষ, বিমুখতা ও সংশয় সৃষ্টি করে।

৫. বান্দাহর প্রতি আল্লাহর প্রশস্ত রহমত। তিনি বান্দাহর জন্য সহনশীল ধর্ম এবং সহজ শরী'য়ত মনোনীত করেছেন।

৬. এ হাদীসে বর্ণিত সহজতা বলতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে যেগুলো ইসলামী শরী'য়ত নিয়ে এসেছে।

(5866)

(181) – عن أنس رضي الله عنه قال: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ: «نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ».

[صحيح] - [رواه البخاري]

(১৮১) - আনাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমরা উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর কাছে (বসা) ছিলাম। তখন তিনি বললেন: "আমাদের কৃত্রিমতা (লৌকিকতা) থেকে নিষেধ করা হয়েছে।" **[সহীহ]** - **[এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

'উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সংবাদ দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কথা ও কাজে প্রয়োজন ব্যতীত কষ্টসাধ্য কোনো কিছুতে পতিত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এখানে নিষিদ্ধ কষ্টসাধনের মধ্যে কয়েকটি হলো: অধিক প্রশ্ন করা অথবা ইলম ব্যতীত কোনো কিছু বলতে চেষ্টা করা অথবা আল্লাহ যে কাজ করতে সহজ করেছেন ও প্রশস্ততা রেখেছেন সে কাজ করতে কঠোরতা আরোপ করা।

২. মুসলিমের উচিত কথা ও কাজে উদারতা ও অকৃত্রিমতায় অভ্যস্ত হওয়া। বিশেষ করে পানাহারে, কথা-বার্তায় ও তার সর্বাবস্থায়।।

৩. ইসলাম সহজ ধর্ম।

(8945)

(182) - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(১৮২) - ইবনু 'উমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায় আর যখন পান করে সে যেন ডান হাতে পান করে। কারণ, শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে"। **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমকে তাঁর ডান হাতে খেতে ও পান করতে আদেশ করেন, এবং বাম হাতে খেতে ও পান করতে নিষেধ করেন। কারণ, শয়তান বাম হাতে খায় ও পান করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. বাম হাতে খেয়ে বা পান করে শয়তানের সাদৃশ্য গ্রহণ করার নিষেধাজ্ঞা।

(58122)

(183) - عن عُمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ. [صحيح] - [متفق عليه]

(১৮৩) - 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ছোট বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাবার বাসনে আমার হাত ছুটাছুটি করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলো এবং ডান হাতে আহার করো আর তোমার কাছে থেকে খাও"। এরপর থেকে সেটাই আমার খাদ্য গ্রহণ করার স্থায়ী অভ্যাস ছিল। **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহার ছেলে 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা সংবাদ দিচ্ছেন,—সে সময় তিনি তাঁর লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন— খাওয়ার সময় খাবার তোলার জন্য তার হাত বাসনের এপাশে-ওপাশে নিয়ে যেতেন, তাই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আহার করার শিষ্টাচারসমূহ হতে তিনটি শিষ্টাচার (আদব) শিখালেন:

প্রথমটি হলো: খাওয়ার শুরুতে "বিসমিল্লাহ" বলা।

দ্বিতীয়টি হলো: ডান হতে খাওয়া।

তৃতীয়টি হলো: যে পাশের খাবার তাঁর নিকটে সে পাশ থেকে খাওয়া।

হাদীসের শিক্ষা:

১. খাওয়া ও পান করার আদব হলো তার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা।

২. বাচ্চাদেরকে আদব শিক্ষা দিতে হবে, বিশেষ করে যার তত্ত্বাবধানে বাচ্চা থাকবে তাকে।

৩. শিশুদের শিক্ষাদান ও তাদের শাসনে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতা ও কোমলতা প্রদর্শন।

৪. খাবার গ্রহণ করার আদব হলো মানুষের নিজের কাছ থেকে খাবার গ্রহণ করা, তবে যদি বিভিন্ন প্রকার খাবার হয়, তাহলে যে প্রকার ইচ্ছে তা গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেই।

৫. সাহাবীগণকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদব শিক্ষা দিয়েছেন তা তারা অক্ষরে অক্ষরে আঁকড়ে ধরেছেন। আর তা উমারের কথা থেকে প্রমাণিত: "তারপর থেকে এটিই ছিল আমার খাবারের নিয়ম।

(58120)

(184) – عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا».
[صحيح] – [رواه مسلم]

(১৮৪) - আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঐ বান্দাহর প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, বান্দার উপর তার রবের যেসব অনুগ্রহ ও নি‘আমত রয়েছে সেগুলোর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায়। তাই বান্দা খাবার খেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলবে, পানীয় পান করে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া যে, তিনি রিযিক দান করেন, আবার সেই রিযিকের শুকরিয়া আদায় করলে তিনি সন্তুষ্টি হন।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টি খুব সহজ উপায়ে অর্জিত হয়। যেমন খাবার ও পানীয় গ্রহণের পরে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলা।

৩. খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের শিষ্টাচারের মধ্যে অন্যতম হলো: খাবার ও পান করা শেষে ‘আলহামদু লিল্লাহ’ বলা।

(5798)

(185) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ». [صحيح] - [رواه ابن حبان]

(১৮৫) - ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু 'আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেওয়া রুখসত (শরয়ী বিধানের ছাড়) গ্রহণ পছন্দ করেন, যেভাবে তিনি তাঁর আযীমাত (শরয়ী বিধানের বাধ্যবাধকতা) পালনকে পছন্দ করেন।" **[সহীহ] - [ইবনু হিব্বান এটি বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিচ্ছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব বিষয়ে তাঁর শরী'আতের মধ্যে বিধানগত ছাড় প্রদান করেছেন, সেগুলো গ্রহণ করাকে তিনি পছন্দ করেন। যেমন ইবাদাত ও আহকামের মধ্যে যেগুলোকে তিনি হালকা করে দিয়েছেন এবং কোনো ওযরের কারণে বান্দার উপরে সহজ করেছেন, যেমন: সফরের অবস্থায় সালাতকে কসর বা সংক্ষিপ্ত করা এবং একসাথে পড়ার বিধান ইত্যাদি। ঠিক যেভাবে তাঁর 'আযীমাত বা আবশ্যকীয় আদেশগুলো পালন করাকে তিনি পছন্দ করেন; কেননা রুখসত ও 'আযীমতের বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ একই পর্যায়ের।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসে বান্দাদের উপরে আল্লাহর রহমতের বর্ণনা রয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা বিধানগত দিক থেকে শরী'আতে যে ছাড় প্রদান করেছেন, তা পালন করাকে পছন্দ করেন।

২. হাদিসটিতে এই শরী'আতের পূর্ণতা এবং মুসলিমদের থেকে কষ্টকর বিষয়সমূহ দূরীভূত করার বর্ণনা রয়েছে।

(65017)

(186) – عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ». [صحيح] – [رواه البخاري]

(১৮৬) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন, তাকে তিনি দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ যখন মুমিন বান্দাদের মধ্যে কারো কল্যাণ চান, তখন তিনি তাদেরকে তাদের জান, মাল ও পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে পরীক্ষায় পতিত করেন। কেননা এতে উক্ত মুমিন ব্যক্তির দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় অর্জিত হয়, গুনাহ মাফ হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মুমিন ব্যক্তি নানা ধরনের বালা-মুসিবতে পতিত হয়।

২. বালা-মুসিবত কখনো কখনো বান্দার জন্য আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন হয়ে থাকে। এতে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহসমূহ মার্জনা হয়।

৩. বিপদ-আপদের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং অধৈর্য না হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(4204)

(187) – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৮৭) - আবূ সা'ঈদ আল-খুদুরী ও আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মুসলিম ব্যক্তির

ওপর যে সকল কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, অনিষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ থেকে ক্ষমা করেন।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, বিপদাপদ, বালা-মুসিবত, ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-দরিদ্রতা ইত্যাদি আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, ফলে সে তাতে কষ্ট পায়, এ সব কিছু তার গুনাহসমূহের কাফফারা হয় এবং তার পাপসমূহ মুছার কারণ হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মুমিন বান্দাদের উপর অনুগ্রহ ও রহমত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যেহেতু তারা সামান্য কষ্টে আপতিত হলেও আল্লাহ এর বিনিময় তাদের গুনাহ ক্ষমা করেন।

২. মুসলিমের উচিত সে যখন কোনো দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদে আপতিত হবে, তখন এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা করা। ছোট বড় সব বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা, যাতে এগুলো তার মর্যাদা বৃদ্ধি ও গুনাহসমূহের কাফফারার কারণ হয়।

(3701)

(188) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا». [صحيح] - [رواه البخاري]

(১৮৮) - আবূ মূসা আল-আশ'আরী রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যখন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তখন তার জন্য তা-ই লেখা হয়, যা সে স্বগৃহে অবস্থানকালে সুস্থ অবস্থায় আমল করত।" **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও রহমত সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। একজন মুসলিমের সাধারণ নিয়ম হলো সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় নেক আমল করবে। অতপর যখন সে ওযরগ্রস্ত হবে, অসুস্থ হবে তখন তার পক্ষে আগের মতো আমল করা সম্ভব হয় না অথবা সফরে ব্যস্ত থাকলে বা অন্য কোন ওযর থাকলেও তার পক্ষে পূর্বের মতো নেক আমল করা সম্ভব হয় না। তখন আল্লাহ তার জন্য পরিপূর্ণ সাওয়াব লিখে দেন, যেমনিভাবে তাকে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় পরিপূর্ণ সাওয়াব দিতেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. বান্দার প্রতি আল্লাহ প্রশস্ত অনুগ্রহের কথা হাদীসটিতে বর্ণিত হয়েছে।

২. সুস্থ ও অবসর সময়ে ভালো কাজ বেশি বেশি করতে ও সময়কে কাজে লাগানোর চেষ্টা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(3553)

(189) – عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(১৮৯) - মু‘আবিয়াহ রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: "আল্লাহ তা‘আলা যার দ্বারা কল্যাণ চান, তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। আল্লাহই দানকারী, আর আমি বণ্টনকারী। এ উম্মত আল্লাহর আদেশ (কিয়ামাত) আসা পর্যন্ত সর্বদা আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ দিয়েছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তাঁর দীনের বুঝ দান করেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যে রিযিক, ইলেম ও অন্যান্য জিনিস দেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বন্টনকারী। প্রকৃতপক্ষে দানকারী হলেন আল্লাহই। তিনি ছাড়া অন্যরা শুধু মাধ্যম। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তারা কোনো উপকার করতে পারে না। আল্লাহ এ উম্মতকে তার আদেশের উপর (হকের) সর্বদা রাখবেন। বিরুদ্ধচারীরা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

হাদীসের শিক্ষা:

১. শরী'য়তের ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত এবং তা শিক্ষা করা ও তার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২. এ উম্মতের একদল অবশ্যই হকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যখনই কোনো দল শেষ হয়ে যাবে তখন অন্য দল তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

৩. আল্লাহ তাআলার বান্দার জন্য কল্যাণের ইচ্ছার অন্যতম হলো, তাকে দীনের জ্ঞান দান করা।

৪. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার আদেশে এবং তাঁর ইচ্ছায় দীনের জ্ঞান বন্টন করেন, তিনি কোনো কিছুর মালিক নন।

(5518)

(190) – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَالنَّارُ النَّارُ». [صحيح] – [رواه ابن ماجه]

(১৯০) - জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা আলিমদের সাথে বড়াই করার জন্য ইলম শিখবে না, নির্বোধের সাথে বিতর্ক করার জন্যও নয়, আর তা দ্বারা মজলিসে উত্তম স্থান দখল করো না, যে এসব কারণে তা শিখবে, তার জন্য রয়েছে: আগুন, আগুন।" **[সহীহ] - [এটি ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ব ও বড়াই করার উদ্দেশ্যে যেমন: আমিও আপনাদের মত আলিম এটা প্রকাশ করা, অথবা নির্বোধ বা বোকাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা অথবা অন্যান্যদের থেকে আলাদাভাবে প্রাধান্য প্রাপ্তির ভিত্তিতে মজলিসে প্রধান হিসেবে স্থান অলঙ্কৃত করার উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা থেকে সতর্ক করেছেন। যে ব্যক্তি এ ধরণের কাজ করবে; রিয়া ও ইলম শিক্ষায় এখলাস না থাকার কারণে সে জাহান্নামের উপযুক্ত হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. যে ব্যক্তি গর্ব করা, তর্ক-বিতর্ক করা অথবা মজলিসে উচ্চ স্থান প্রাপ্তি বা অনুরূপ কিছুর জন্য ইলম শিক্ষা করবে, তাকে জাহান্নামের ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করবে এবং শিক্ষাদান করবে, তার জন্য ইখলাসের গুরুত্ব।

৩. নিয়ত হচ্ছে আমলের ভিত্তি, আর এর উপরেই প্রতিদান নির্ভর করে।

(65047)

(191) – عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [صحيح] - [رواه البخاري]

(১৯১) - ‘উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।” **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহর কাছে মর্যাদায় সর্বোত্তম হলেন তিনি, যিনি নিজে কুরআন শিখে, তিলাওয়াত করে, কুরআন মুখস্ত করে, তারতীলসহকারে পড়ে, কুরআন বুঝে ও কুরআনের তাফসীর শিখে এবং তার কাছে কুরআনের ইলমের যা কিছু আছে তা আমল করে অন্যকে শিখায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে আল-কুরআনের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআন হলো সর্বোত্তম বাণী; কেননা তা আল্লাহর কালাম।

২. সর্বোত্তম শিক্ষার্থী হলেন তিনি, যিনি শুধু নিজের জন্য শিখে না; বরং অন্যকেও শেখায়।

৩. আল-কুরআন শিক্ষা ও অন্যকে শিক্ষাদান, এর মধ্যে তিলাওয়াত, অর্থ অনুধাবন ও বিধিবিধান সবই অন্তর্ভুক্ত।

(5913)

(192) - عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي رحمه الله قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. [حسن]-[رواه أحمد]

(১৯২) - আবু আব্দুর রহমান আস-সুলামী রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহবীদের মধ্য হতে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, এমন একজন আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশটি করে আয়াত পাঠ করতেন, তারপরে তারা পরবর্তী দশটি আয়াত আর গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না এ আয়াতগুলোর মধ্যে থাকা ইলম ও আমল সম্পর্কে তারা জানতে পারতেন। তারা বলতেন: এভাবেই আমরা ইলম ও আমল (একত্রে) শিক্ষা করতাম। **[হাসান] - [এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

সাহাবীগণ রদিয়াল্লাহু ‘আনহুম রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কুরআন গ্রহণ করতেন দশ আয়াত পরিমাণ করে। এরপরে তারা আর দশটি আয়াত শিক্ষা করতেন না, যতক্ষণ না তারা উক্ত দশটি আয়াতের ইলম হাসিল করে তার উপরে আমল না করতেন। আর তাই তারা ইলম ও আমল একই সাথে শিখে ফেলতেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসটি সাহাবীগণ রদিয়াল্লাহু 'আনহুমের ফযীলত এবং কুরআন শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহের উপরে আলোকপাত করেছে।

২. কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা হতে হবে ইলম ও আমলের সমন্বয়ে, শুধুমাত্র তার হিফয ও কিরাআতের মাধ্যমে নয়।

৩. ইলম শিখতে হবে কথা বলা ও কাজ করার আগে।

(65058)

(193) – عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ {الم} حَرْفٌ، وَلَكِنْ {أَلِفٌ} حَرْفٌ، وَ{لَامٌ} حَرْفٌ، وَ{مِيمٌ} حَرْفٌ». **[حسن] – [رواه الترمذي]**

(১৯৩) - আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য এর এর কারণে একটি সাওয়াব আছে। আর সাওয়াবটি তার দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ।" **[হাসান] - [এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য রয়েছে একটি সাওয়াব এবং তার জন্য এর সাওয়াব দশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

অতপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি স্পষ্ট করেন, আমি বলি না, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম একটি হরফ। সুতরাং এ তিনটি হরফে ত্রিশটি নেকি অর্জিত হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

২. কুরআন তিলাওয়াতকারীকে প্রতিটি শব্দের মধ্যকার প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে সাওয়াব প্রদান করা হয়, যা দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়।

৩. আল্লাহর রহমাত ও অনুগ্রহের প্রশস্ততার বর্ণনা। যেহেতু তিনি তাঁর বান্দাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহ করে সাওয়াব বাড়িয়ে দেন।

৪. অন্যান্য সকল বাণীর চেয়ে কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এর তিলাওয়াত দ্বারা ইবাদত করা হয়। কেননা আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী।

(6275)

(194) – عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقالُ لصاحبِ القرآن: اقرَأ وارتَقِ، ورتِّل كما كُنْتَ ترتِّل في الدُّنيا، فإن منزِلَكَ عندَ آخرِ آية تقرؤها». **[حسن] – [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد]**

(১৯৪) - আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “কুরআনের ধারককে বলা হবে: তুমি পাঠ করো এবং উপরে উঠতে থাক। তারতীল সহকারে সুন্দর করে পাঠ করবে যেভাবে তুমি দুনিয়াতে তারতীল সহকারে সুন্দর করে পাঠ করতে। নিশ্চয় তোমার সর্বশেষ পাঠকৃত আয়াতের স্থানেই তোমার আবাসস্থল।” **[হাসান]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী তার সুনানুল কুবরাতে ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, কুরআনের মধ্যে যা আছে সেগুলোর উপরে আমলকারী ক্বারী বা পাঠকারী, যিনি কুরআনকে তেলাওয়াত করা

ও হিফয করার সাথে লেগে থাকে, তাকে জান্নাতে প্রবেশের পরে বলা হবে: তুমি কুরআন পাঠ করো। আর এর মাধ্যমে তুমি জান্নাতে তোমার উচ্চ মর্যাদাসমূহে আসীন হতে থাক। তুমি দুনিয়াতে তারতীল সহকারে ধীরে সুস্থে ও প্রশান্তচিত্তে যেভাবে তেলাওয়াত করতে, ঠিক সেভাবেই এখানেও তারতীল সহকারে তেলাওয়াত করতে থাক। তোমার পঠিত শেষ আয়াতেই তোমার মর্যাদাগত আবাসন নির্ধারিত হবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সংখ্যা ও প্রকৃতির দিক থেকে আমলের প্রতিদান আমল অনুযায়ীই দেওয়া হবে।

২. হাদীসটিতে কুরআন তেলাওয়াত, তাকে নিপুণভাবে আয়ত্ত করা, হিফয করা, গভীরভাবে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তার উপরে আমল করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

৩. জান্নাতের মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো স্তর ও মর্যাদাগত অবস্থান। সেখানে কুরআনের ধারকেরা সর্বোচ্চ অবস্থান অর্জন করবে।

(65054)

(195) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(১৯৫) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, সে যখন তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে, তখন সেখানে সে তিনটি বড় হৃষ্টপুষ্ট গর্ভবতী উটনী দেখতে পাবে?" আমরা বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: "তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে তিনটি আয়াত পাঠ করা তার জন্য বড় তিনটি গর্ভবতী উটনী থেকেও বেশী উত্তম।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে তিন আয়াত পরিমাণ তেলাওয়াতের সওয়াব সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, কোনো ব্যক্তির খুব বড়সড় তিনটি গাভিন উটনী পাওয়ার চেয়েও এটা বেশী কল্যাণকর।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসটিতে সালাতের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলতের ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. নশ্বর এ দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম থেকে সৎ আমল করা অধিকতর উত্তম ও স্থায়ী।

৩. এ ফযীলতটি শুধুমাত্র তিন আয়াত তেলাওয়াতে নির্দিষ্ট নয়, বরং মুসল্লী যখনই সালাতে আয়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে, তখন সেটি তার জন্য ঐ বর্ধিত আয়াতের সমপরিমাণ গর্ভবতী উটনী প্রাপ্তি থেকেও বেশী উত্তম বা কল্যাণকর হবে।

(65053)

(196) – عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». [صحيح] - [متفق عليه]

(১৯৬) - আবূ মূসা আল-'আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা কুরআন মুখস্থ রাখার ব্যাপারে অধিক যত্নবান হও । যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আমি সে মহান সত্তার শপথ করে বলছি, কুরআনের মুখস্থ সূরাহ বা আয়াতসমূহ মানুষের মন থেকে বাঁধা উটের চেয়েও অধিক পলায়নপর।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন হিফযের ব্যাপারে এবং সর্বদা কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কুরআন একবার

হিফজ করার পরে তা ভুলে না যায়। তিনি এ ব্যাপারে শপথ করে বলেন যে, কুরআনের মুখস্থ সূরাহ বা আয়াতসমূহ মানুষের অন্তর থেকে রশি দিয়ে পা বাঁধা উটের চেয়েও অধিক পরিমাণে পলায়ন করে ও ভুলে যায়। মানুষ যদি কুরআনের মুখস্ত সূরা বা আয়াতের ব্যাপারে যত্নবান হয়, নিয়মিত তিলাওয়াত করে তবে তা তার অন্তরে মুখস্ত থাকে; নতুবা তা ভুলে যায় ও তার অন্তর থেকে হারিয়ে যায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. কুরআনের হাফিয যদি বারবার কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে যত্নশীল হয়, তবে তা তার অন্তরে সংরক্ষিত থাকে; নতুবা তার অন্তর থেকে তা চলে যায় এবং সে তা ভুলে যায়।

২. কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্নশীল হওয়ার অন্যতম ফায়েদা হলো: তিলাওয়াতের প্রতিদান ও সাওয়াব লাভ করা, কিয়ামতের দিনে তার মর্যাদা উঁচু হওয়া।

(5907)

(197) – عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(১৯৭) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: " তোমাদের ঘরসমূহকে তোমরা কবর বানাবে না।(১) নিশ্চয় যে ঘরে সূরাহ বাক্বারাহ পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরগুলোকে সালাত মুক্ত করতে নিষেধ করেছেন, তাহলে তা কবরসমূহের মতো হবে যেখানে সালাত আদায় হয় না।

অতপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন, যে ঘরে সূরাহ বাক্বারাহ পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ঘরে বেশি বেশি বিভিন্ন প্রকারের ইবাদত-বন্দেগী ও নফল সালাত আদায় করা মুস্তাহাব।

২. করবস্থানে সালাত আদায় জায়েয নেই। কেননা তা শিরকের অন্যতম মধ্যম এবং কবরবাসীর সাথে অতি ভক্তির সীমালঙ্ঘন; তবে জানাযার সালাত ব্যতীত।

৩. যেহেতু কবরের কাছে সালাত আদায় নিষিদ্ধ হওয়া সাহাবীদের কাছে স্বীকৃত ছিল; এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাসস্থানকে কবরের ন্যায় বানাতে নিষেধ করেছেন,যেখানে সালাত আদায় হয় না।

(6208)

(198) – عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: {اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255]. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ، أَبَا الْمُنْذِرِ». [صحيح]-[رواه مسلم]

(১৯৮) - উবাই ইবনু কা'ব রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার সাথে থাকা আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াতটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? আবুল মুনযির বলেন: জবাবে আমি বললাম: এ বিষয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার বললেন: "হে আবুল মুনযির! তুমি কি জান, তোমার সাথে থাকা আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াতটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ? তখন আমি বললাম: اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ [আল-বাকারা:২৫৫]। এ কথা শুনে তিনি আমার বুকের উপর হাত মেরে বললেন: হে আবুল মুনযির! তোমার ইলমকে স্বাগত।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনু কা‘বকে আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি প্রশ্নের উত্তর দিতে ইতস্তত বোধ করেন। তারপরে তিনি বললেন: সেটি হচ্ছে: আয়াতুল কুরসী: (اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সমর্থন জানালেন এবং তার বুকে মৃদু আঘাত করলেন, যা তার হিকমত ও ইলমের পূর্ণতার প্রতি ইশারা করে। এবং তার জন্য এ মর্মে দু‘আ করলেন যেন তার এই ইলম দ্বারা সে সৌভাগ্যবান হয় আর তার জন্য এটি সহজ হয়ে যায়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এখানে উবাই ইবনু কা‘ব রদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বড় মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে।

২. আয়াতুল কুরসী হচ্ছে- কুরআনের সবচেয়ে মহৎ ফযীলতপূর্ণ আয়াত, সুতরাং এটি মুখস্ত করা, এর অর্থ নিয়ে গবেষণা করা এবং এর উপরে আমল করা একান্ত কর্তব্য।

(65059)

(199) – عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». **[صحيح] – [متفق عليه]**

(১৯৯) - আবূ মাস‘ঊদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো রাতে সূরাহ বাকারার শেষ দু’টি আয়াত পাঠ করে, সে দুটিই তার জন্য যথেষ্ট।” **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন , যে ব্যক্তি কোনো রাতে সূরা বাকারার শেষ দু’টি আয়াত পাঠ করে, যাবতীয় ক্ষতি ও অপছন্দনীয় অবস্থা থেকে রক্ষা করতে তার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।

কেউ কেউ বলেছেন: এ দুটি তার কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদের সালাত)এর জন্য যথেষ্ট।

আবার কেউ কেউ বলেছেন: এ দুটি তার রাতের সকল অযীফার জন্য যথেষ্ট।

আবার কেউ বলেছেন: কিয়ামুল লাইলে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য এ দু' আয়াত তার জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়াও অন্য ব্যাখ্যাও কেউ কেউ দিয়েছেন। সম্ভবত উল্লিখিত সকল ব্যাখ্যাই সহীহ যা হাদীসে শব্দসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এতে সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহের ফযীলতের বর্ণনা হয়েছে। আর তা হলো মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী: (آمن الرسول ...) "রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে..." এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত।

২. সূরা বাকারার শেষের আয়াতসমূহের তিলাওয়াতকারী থেকে যাবতীয় খারাবী, অনিষ্টতা এবং শয়তান দূর হয়, যখন সে তা রাতে তিলাওয়াত করে।

৩. রাত সূর্যাস্তের সাথে শুরু হয়, আর ফযর উদিত হওয়ার সময় শেষ হয়।

(6274)

(200) – عن النعمان بن بَشِير رضي الله عنه قال: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثُمَّ قَرَأَ: «{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]». [صحيح] – [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

(২০০) - নু'মান ইবনু বাশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "দু'আই হল ইবাদত।" এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: 60]

"তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকেই ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত বিমুখ তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [সূরা গাফির, আয়াত: ৬০] **[সহীহ]- [এটি আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, দু'আই হলো ইবাদত। সুতরাং জরুরি হলো সকল ইবাদতই আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া। হোক তা সাহায্য ও সহযোগিতা চাওয়া মূলক ইবাদত, যেমন আল্লাহর কাছে উপকারী কিছু চাওয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতের অকল্যাণ থেকে পানাহ চাওয়া। অথবা হোক তা ইবাদতমূলক দুআ   করা, আর তা হলো, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজ, অন্তরের ইবাদত বা শারীরিক ইবাদত বা আর্থিক ইবাদত ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহ ভালোবাসেন ও যেকাজে তিনি সন্তুষ্ট হন সেগুলো পালন করা।

এরপরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে দলিল পেশ করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেন: "আর তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

হাদীসের শিক্ষা:

১. দু'আ হলো ইবাদতের মূল। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দু'আ করা জায়েয নেই।

২. দু'আ প্রকৃত ইবাদত-বন্দেগী, রবের অমুখাপেক্ষীতা, তাঁর কুদরত ও বান্দার আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষীতার স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত করে।

৩. অহংকার বশত: আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর কাছে দু'আ বর্জন করার ব্যাপারে রয়েছে কঠোর শাস্তি। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আল্লাহর নিকট দুআ থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

(5496)

(201) – عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. [صحيح] – [رواه مسلم]

(২০১) - 'আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকির করতেন।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

উম্মুল মু'মিনীন আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার যিকিরের ব্যাপারে কঠিন আগ্রহী ছিলেন। তিনি সবসময়, সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র আল্লাহ তা'আলার যিকির করতেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহর যিকিরের জন্য ছোট-বড় নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত নয়।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকিরের ওপর থাকতেন।

৩. নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণে সার্বক্ষণিক বেশি বেশি পরিমাণে আল্লাহ তা'আলার যিকির করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে যেসব অবস্থায় যিকির করা নিষেধ যেমন, পেশাব পায়খানার সময়- সেসব অবস্থায় যিকির করা থেকে বিরত থাকা।

(8402)

(202) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنَ الدُّعَاءِ». [حسن] – [رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد]

(২০২) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর চেয়ে অধিক সম্মানিত কোনো বস্তু নেই।" **[হাসান] – [এটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও আহমদ বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর চেয়ে সর্বোত্তম কোনো ইবাদত নেই। কেননা দু'আতে রয়েছে আল্লাহর অমুখাপেক্ষিতার স্বীকৃতি এবং বান্দার অক্ষমতা ও তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতার স্বীকারোক্তি।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ হাদীসে দু'আর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে, সে আল্লাহকে বড় মনে করে ও সম্মান দেয় এবং সে স্বীকৃতি দেয় যে, তিনি সুবহানাহু ওয়াতা'আলা অভাবমুক্ত, ধনী; কেননা ফকিরের কাছে কেউ চায় না। তিনি সর্বশ্রোতা; বধিরের কাছে চাওয়া হয় না। তিনি দানশীল; কেউ কৃপণের কাছে সাহায্য চায় না। তিনি দয়ালু; কেননা কঠোর হৃদয়ের অধিকারীর কাছে চাওয়া হয় না। তিনি সক্ষম; কেননা অক্ষম ব্যক্তির কাছে দু'আ করা হয় না। তিনি অতি নিকটবর্তী; দূরবর্তী কেউ শুনতে পায় না, ইত্যাদি মহান ও সুন্দর গুণাবলি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার জন্য সাব্যস্ত করে।

(5509)

(203) – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ الْخَلِقُ، فَاسْأَلُوا اللهَ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ». [صحيح] – [رواه الحاكم والطبراني]

(২০৩) - আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আ্স রদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ঈমান পুরাতন হতে থাকে, যেভাবে কাপড় পুরাতন হতে থাকে, সুতরাং আল্লাহর কাছে তোমরা দু'আ করতে থাকো, যেন তিনি তোমাদের অন্তরে ঈমানকে নবায়ন করে দেন।" **[সহীহ]- [এটি হাকিম ও তাবরানী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ প্রদান করছেন, ঈমান মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে ক্ষয় ও দুর্বল হতে থাকে, দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে যেভাবে নতুন কাপড় ক্ষয় ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। আর তা মূলত ইবাদাতে শৈথিল্য করা, পাপে লিপ্ত হওয়া অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। সেখান থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশনা দিয়েছেন যে, আমরা যেন আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করি যে, তিনি যেন ফরযসমূহ পালন করা ও বেশী বেশী যিকির ও ইস্তিগফার করার মাধ্যমে আমাদের ঈমানকে নবায়ন করে দেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. অন্তরে ঈমান নবায়ন ও তার উপরে দৃঢ় থাকার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

২. ঈমান হচ্ছে কথা, কাজ ও আক্বীদাহ পোষণের সমষ্টি। আনুগত্যের দ্বারা তা বৃদ্ধি পায় আর পাপের কারণে তার কমতি ঘটে।

(65020)

(204) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(২০৪) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "বান্দা সিজদা অবস্থায় স্বীয় রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং (সিজদায়) তোমরা অধিক দু'আ করো।"

[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বর্ণনা করেছেন, বান্দা সিজদা অবস্থায় স্বীয় রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। কেননা মুসল্লী তার সর্বাধিক সম্মানিত অঙ্গগুলো সিজদাবস্থায় জমিনে রেখে মহান আল্লাহর কাছে নিজের বিনয়, হীনতা ও আনুগত্য প্রকাশ করে।

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা অবস্থায় অধিক দু'আ করতে আদেশ করেছেন। ফলে দু'আ ও আমল উভয়ের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে বিনয় ও নম্রতা একত্রিত হয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আনুগত্য বান্দাহকে মহান আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী করে।

২. সিজদায় বেশি বেশি দু'আ করা মুস্তাহাব। কেননা সিজদা দু'আ কবুলের অন্যতম স্থান।

(5382)

(205) – عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، وَ{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. [صحيح] - [رواه البخاري]

(২০৫) - 'আয়িশাহ রদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন তিনি তার দু হাতের তালু একত্রিত করে সূরা ইখলাস {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ }, সূরা ফালাক {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } ও সূরা নাস {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} পাঠ করে তার মধ্যে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তার দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনি তিনবার এ রকম করতেন। **[সহীহ] - [এটি বুখারী বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, তিনি যখন ঘুমানোর জন্য বিছানায় যেতেন, তখন তিনি তার দুই হাতের তালু একত্রিত করে উপরে উঠিয়ে -দু‘আকারী ব্যক্তি যেভাবে করে থাকে- তাতে অল্প করে ফুঁ দিতেন যাতে খুবই সামান্য কিছুটা থুথু থাকত, আর তিনটি সূরা পড়তেন: সূরা ইখলাস {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}, সূরা ফালাক {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ও সূরা নাস {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}। তারপরে তিনি তার হাতের তালু দ্বারা শরীরে যতদূর সম্ভব হাত বোলাতেন, তার মাথা ও মুখমণ্ডল থেকে শুরু করতেন যাতে শরীরের সামনের অন্যান্য অংশও থাকত। এটা তিনি তিনবার করতেন।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ঘুমের আগে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে ফুঁ দিয়ে শরীরে যতদূর পরিমাণ সম্ভব মাসেহ করা মুস্তাহাব।

(65060)

(206) – عن سَمُرَة بن جندبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(২০৬) - সামুরা ইবনু জুনদুব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় বাক্য চারটি: سُبْحَانَ اللهِ (আল্লাহ নিষ্কলুষ পবিত্র), وَالْحَمْدُ لِلهِ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর) وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (এক আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য মাবূদ নেই) এবং اللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ সর্ব মহান)। এগুলোর যে কোনটি দিয়ে তুমি শুরু করো, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় চারটি বাক্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।

সুবহানাল্লাহ :(سُبْحَانَ اللهِ) অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে নিষ্কলুষ পবিত্র।

আলহামদুলিল্লাহ :(وَالْحَمْدُ لِلهِ) সকল প্রশংসা আল্লাহর। এটি আল্লাহর ভালোবাসা ও বড়ত্ব সহকারে তাঁর পূর্ণতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার গুণ।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ :(وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) অর্থাৎ এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্য মাবূদ নেই।

এবং আল্লাহু আকবর :(اللهُ أَكْبَرُ) অর্থাৎ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবকিছুর চেয়ে সম্মানিত, মহান।

এগুলোর যে কোনটি দিয়ে শুরু করলেই এর সাওয়াব অর্জিত হবে, উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী নয়।

হাদীসের শিক্ষা:

১. ইসলামী শারী'য়াহ সহজ সরল, যেহেতু এ চারটির কালিমার যে কোনোটি দিয়ে শুরু করলেই হবে, ধারাবাহিকতা না থাকলে এতে কোনো ক্ষতি নেই।

(5475)

(207) – عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». [صحيح] – [متفق عليه]

(২০৭) - আবূ আইয়ূব রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি বলবে: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

"আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।" দশবার সে যেন ইসমা'ঈল 'আলাইহিস সালামের সন্তানদের থেকে দশজনকে আযাদ করল। **[সহীহ্] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি বলবে, (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) এর অর্থ "আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত মাবূদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁরই জন্য, ভালোবাসা ও সম্মানসহকারে একমাত্র তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা ও গুণগান এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান, কোনো কিছু তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। যে ব্যক্তি এ মহান যিকির দৈনিক দশবার বলবে, তার জন্য ইসমা'ঈল ইবন ইবরাহীম 'আলাইহিমাস সালামের সন্তানদের থেকে চারজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব হবে। এখানে ইসমা'ঈল 'আলাইহিস সালামের বংশধরদেরকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো তারা অন্যান্যদের তুলনায় উৎকৃষ্ট বংশের লোক।

হাদীসের শিক্ষা:

১. এ যিকিরের ফযীলত এতো বেশি হওয়ার কারণ হলো: এতে আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র উলূহিয়্যাত, রাজত্ব, প্রশংসা ও পরিপূর্ণ সক্ষমতার উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এ যিকির একত্রে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বললেই এর সাওয়াব অর্জিত হবে।

(5517)

(208) – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(২০৮) - আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "দুটি কালেমা জিহ্বার উপর (উচ্চারণে) খুবই হালকা, মীযানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী, রাহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ) এর কাছে খুবই প্রিয়। তা হলো: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ (আমি আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রশংসা সহ তাঁর(সকল ত্রুটি থেকে) পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আমি ঘোষণা করছি মহান আল্লাহ(সকল দোষ থেকে) পূত-পবিত্র।" **[সহীহ] - [বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কালেমা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ খুব সহজেই সর্বাবস্থায় জিহ্বা দ্বারা তা উচ্চারণ করতে পারে, আর মীযানে পাল্লায় এ কালিমা দুটি অত্যন্ত ভারী, আমাদের প্রতিপালক রাহমান (পরম দয়ালু আল্লাহ) এ কালিমা দুটি খুব পছন্দ করেন।

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ কালেমা দুটি আল্লাহর বড়ত্ব ও পরিপূর্ণতা এবং আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতা'আলাকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ঘোষণার গুণ অন্তর্ভুক্ত করে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. সর্বোত্তম যিকির হলো যাতে আল্লাহকে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা এবং তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন একত্রিত হয়।

২. বান্দার প্রতি আল্লাহর অপরিসীম রহমতের বর্ণনা। তিনি সামান্য আমলের প্রতিদান অনেক বেশি দিয়ে থাকেন।

(5507)

(209) – عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». [صحيح] – [متفق عليه]

(২০৯) - আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) 'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' বলবে তার গুনাহরাশি মাফ করে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।" **[সহীহ] -[বুখারী ও মুসলিম]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) 'সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি', বলবে তার গুনাহরাশি মাফ হয়ে যাবে এবং তাকে ক্ষমা করা হবে; যদিও তার গুনাহ সমুদ্রের সাদা ফেনারাশি পরিমাণ হয়, যা সমুদ্রের ঢেউ ও উত্তাপের কারণে পানির উপরে সৃষ্টি হয় ।

হাদীসের শিক্ষা:

১. কেউ দিনে একসাথে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একশত বার এ তাসবীহ পাঠ করলেই উক্ত সাওয়াব অর্জিত হবে।

২. তাসবীহ হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলাকে অপূর্ণতা থেকে মুক্ত রাখা এবং হামদ হলো ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে তাঁকে পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত করা।

৩. এ হাদীসে গুনাহ মাফের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সগীরা গুনাহ। অন্যদিকে কবীরা গুনাহ মাফ পেতে হলে তাওবা আবশ্যক।

(5516)

(210) – عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَآنِ -أَوْ تَمْلَأُ- مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا». [صحيح] - [رواه مسلم]

(২১০) - আবূ মালিক আল-আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। "الْحَمْدُ لِلهِ" 'আলহামদু লিল্লা ' মিযান-দাঁড়িপাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয় এবং "سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ" 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহ' কালেমা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেয়। আর সালাত হচ্ছে নূর, সদাকাহ হচ্ছে দলিল এবং সবর হচ্ছে আলো। আর আল-কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণস্বরূপ। সকল মানুষই ভোর করে নিজেকে বিক্রি করে দেয়। অতঃপর সে তাকে মুক্ত করে অথবা তাকে ধ্বংস করে।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, অযু ও গোসলের মাধ্যমে বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করা যায়, আর এটি সালাত আদায়ের একটি শর্ত। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা: "الْحَمْدُ لِلهِ" 'আলহামুদ লিল্লাহ' মিযানকে পরিপূর্ণ করে দেয়", এটি হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রশংসা এবং তাঁকে পূর্ণতার গুণে গুণান্বিত করা, যা কিয়ামাতের দিনে ওযন করা হবে এবং তাতে আমলের পাল্লা (মিযান) পূর্ণ হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ" 'সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহ': এটি হচ্ছে: আল্লাহকে সকল ধরণের অপূর্ণতার গুণ থেকে মুক্ত ঘোষণা করা এবং তাঁর

মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল এমন পূর্ণতার গুণাবলি তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা এবং সেই সাথে তাঁর ভালোবাসা ও সম্মান অন্তরে ধারণ করা, যা আসমান জমিনকে পূর্ণ করে দেয়। "সালাত হচ্ছে নূর": বান্দার অন্তরের, চেহারার, কবরের এবং তার হাশরের নূর। "সাদাকাহ হচ্ছে বুরহান (দলিল)": তথা মুমিনের ঈমানের সত্যতার দলিল। আর এটি এমন মুনাফিক থেকে পৃথককারী যে সাদকাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদানকে স্বীকার না করায়, তা থেকে (নিজেকে) বিরত রাখে। আর "সবর হচ্ছে আলো": এটি হচ্ছে নিজেকে উৎকণ্ঠা-অস্থিরতা ও রাগ থেকে সংবরণ করা। এটি সূর্যের ন্যায় এমন আলো যার সাথে উষ্ণতা ও দহন ক্ষমতা রয়েছে; কেননা এটি একটি কঠিন বিষয় এবং এটি নিজের সাথে এবং আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করার নাম। সুতরাং সবরকারী ব্যক্তি সঠিক পথে আলোকিত, হিদায়াতপ্রাপ্ত ও স্থায়ীত্ব লাভ করে থাকে। সবর হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যের উপরে টিকে থাকা, পাপ থেকে বেঁচে থাকা এবং দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রকার বালা মুসিবত ও কষ্টকর বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা। "আর আল-কুরআন তোমার পক্ষে দলিল": এটি অর্জিত হবে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং সে অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে। অথবা "তোমার বিপক্ষে দলিল": কুরআন অনুযায়ী আমল না করলে অথবা কুরআন তিলাওয়াত পরিত্যাগ করলে। তারপরে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষ প্রচেষ্টা রত থাকে, তারা ছড়িয়ে পড়ে, তারা ঘুম থেকে জাগ্রত হয় আর তারপরে তাদের বাড়ি থেকে বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে তারা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদের মধ্যে অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহর আনুগত্যের উপরে দৃঢ়পদ থাকে। ফলে তারা নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে নেয়। অপরপক্ষে অনেকে রয়েছে, যারা এখান থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং পাপের মধ্যে নিপতিত হয়। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করার মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. পবিত্রতা দুই প্রকার: বাহ্যিক পবিত্রতা, যা অযু ও গোসলের মাধ্যমে অর্জন করা যায় এবং অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা, যা তাওহীদ, ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

২. হাদীসে সালাতের প্রতি যত্নবান হওয়ার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। কেননা সালাত হচ্ছে বান্দার জন্য দুনিয়া এবং আখিরাতের নূর।

৩. সাদাকাহ হচ্ছে ঈমানের সত্যতার দলিল।

৪. এখানে কুরআন অনুযায়ী আমল করা ও তা সত্য বলে বিশ্বাস করার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে, যাতে কুরআন তোমার বিপক্ষে নয়; বরং পক্ষে দলিল হিসেবে কাজ করে।

৫. অন্তরকে যদি তুমি আনুগত্যের (সাওয়াবের) কাজে নিমগ্ন না করতে পার, তবে সে তোমাকে পাপাচারে নিমগ্ন করে দেবে।

৬. প্রতিটি মানুষকে অবশ্যই আমল (কাজ) করতে হয়। হয়ত সে আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে বাঁচিয়ে নেবে অথবা পাপের মাধ্যমে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে।

৭. সবর অবশ্য কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে ও সাওয়াবের আশায় হতে হবে। আর এতে রয়েছে কষ্ট।

(65004)

(211) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(২১১) - আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার এ কথাগুলো (سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)

অর্থাৎ ‘আল্লাহ সব দোষ থেকে পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য মাবূদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড়’ বলা বেশি প্রিয় সে সব কিছু থেকে, যার উপর সূর্য উদিত হয়।” **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন, এসব মহান কালিমাগুলো দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার যিকির করা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম। আর কালিমাগুলো হলো:

(سُبْحَانَ اللهِ) আল্লাহ পবিত্র: আল্লাহ সকল প্রকারের দোষ-ত্রুটিমুক্ত।

“ (الْحَمْدُ لِلهِ) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর”: আল্লাহকে ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে তাঁর পরিপূর্ণ গুণাবলির দ্বারা প্রশংসা করা।

“ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) এবং আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবূদ নেই: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবূদ নেই।

“ (اللهُ أَكْبَرُ) আল্লাহু আকবর”: সব কিছু অপেক্ষা আল্লাহই বড় ও মহান।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে আল্লাহর যিকিরের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এ যিকির সে সব কিছুর চেয়েও উত্তম, যত কিছুর উপর সূর্য উদয় হয়।

২. অধিক পরিমাণে যিকির করতে হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা যিকিরে রয়েছে অপরিসীম সাওয়াব ও ফজীলত।

৩. দুনিয়ার ধন-সম্পদ অত্যন্ত নগন্য। আর তার জন্য প্রবৃত্তি-কামনাও ক্ষণস্থায়ী।

(6211)

(212) – عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَفْضَلُ الذِّكْرِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلهِ». [حسن] – [رواه الترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]

(২১২) - জাবির রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "সর্বোত্তম যিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) আর সর্বোত্তম দু'আ হলো আলহামদু লিল্লাহ (الْحَمْدُ لِلهِ)।" **[হাসান]- [এটি তিরমিযী, নাসায়ী (আল-কুবরা গ্রন্থে) ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, সবচেয়ে উত্তম যিকির হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এর অর্থ হলো: আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রকৃত মা'বুদ নেই। সবচেয়ে উত্তম দু'আ হলো 'আলহামদু লিল্লাহ'। এতে রয়েছে নি'আমতদাতা হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলাকেই স্বীকৃতি দেওয়া, যিনি সকল পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্যের গুণে গুণান্বিত হওয়ার অধিকারী।

হাদীসের শিক্ষা:

১. হাদীসে তাওহীদের কালিমা দ্বারা আল্লাহর বেশি বেশি যিকির ও তাঁর প্রশংসা দ্বারা অধিক দু'আ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

(3567)

(213) – عن خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةَ قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(২১৩) - খাওলা বিনতে হাকীম আস-সুলামিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: "যে ব্যক্তি কোনো স্থানে নেমে এই দো'আ পড়বে, (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا

خَلَقَ) অর্থাৎ আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি, তাহলে সে স্থান থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া পর্যন্ত কোনো জিনিস তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে আল্লাহর উপর দৃঢ়তার সাথে নির্ভর করতে ও উপকারী আশ্রয় গ্রহণ করতে নির্দেশনা দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ সফরে হোক বা নিজ গৃহে বা অন্য কোথাও অবস্থানকালে সেখানকার ক্ষতিকর জিনিস থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এটি এভাবে যে, সে আল্লাহর পরিপূর্ণ এমন সব কালিমার উসীলয় যার ফযীলত, বরকত, উপকারিতা বিদ্যমান ও যাবতীয় দোষ এবং অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে সেখানে অবস্থান করা পর্যন্ত সে সকল সৃষ্টির ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক জিনিস থেকে নিরাপদ থাকবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা ইবাদত। আর আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা হয় আল্লাহর তা'আলার নিকট বা তাঁর নাম ও সিফাতসমূহের উসিলায়।

২. আল্লাহর কালাম দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করা জায়েয। কেননা আল্লাহর কালাম তার সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে কোনো সৃষ্টিকুলের দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করা জায়েয নেই; বরং তা শিরক।

৩. এ হাদীসে উক্ত দু'আর ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে।

৪. আল্লাহর যিকিরের দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত করা বান্দাহর ক্ষতিকর জিনিস থেকে নিরাপত্তা লাভের কারণ।

৫. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো জিন, যাদুকর , দাজ্জাল ও অন্য কারো কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা বাতিল করা হয়েছে।

৬. মুকীম বা সফরে কোথাও অবস্থানকালে এ দু'আ পড়া শরী'য়াহ কর্তৃক অনুমোদিত।

(5932)

(214) - عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». [صحيح] - [رواه مسلم]

(২১৪) - আবূ হুমাইদ বা আবূ উসায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে বলবে, اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (অর্থাৎ- হে আল্লাহ! তুমি তোমার অনুগ্রহের দরজা আমার জন্য খুলে দাও।) যখন হবে, তখন বলবে- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (অর্থাৎ- আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থনা করছি)"। **[সহীহ] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতকে মসজিদে প্রবেশকালীন যে দোয়া পড়া হবে তা শিখিয়েছেন: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে যেন তিনি তাঁর জন্যে রহমতের উপকরণ প্রস্তুত করে দেন। আর যখন বের হওয়ার ইচ্ছা করবে তখন বলবে:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ) সে আল্লাহর নিকট তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে এবং হালাল রিযক থেকে আরো বেশী অনুগ্রহ চাইবে।

হাদীসের শিক্ষা:

১. মসজিদে প্রবেশ করা ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়া মুস্তাহাব।

২. প্রবেশ করার সময় রহমতের দোয়াকে খাস করা আর বের হওয়ার সময় অনুগ্রহের দোয়াকে খাস করার কারণ: প্রবেশকারী যা তাকে আল্লাহ ও তাঁর জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায় তাতে মশগুল হয়, তাই রহমতের উল্লেখ করা

বেশী উপযুক্ত। আর যখন বের হবে তখন রিযক জাতীয় আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে মশগুল হবে, তাই তাতে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা উপযুক্ত।

৩. এসব জিকির মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছার সময় বলা হবে।

(65092)

(215) – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ». [صحيح] – [رواه مسلم]

(২১৫) - জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন: "মানুষ যখন নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় এবং খাবার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে ('বিসমিল্লাহ' বলে), তখন শয়তান (তার সঙ্গীদেরকে) বলে: 'তোমাদের জন্য রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।' যখন সে বাড়ি প্রবেশ করার সময় আল্লাহর নাম না নেয় , তখন শয়তান বলে: 'তোমরা রাতের খাবার পেলে।' আর যখন সে খাবার সময়েও আল্লাহর নাম না নেয়, তখন শয়তান বলে: 'তোমরা রাত্রিযাপনের জায়গাও পেলে এবং খাবারও পেলে।" **[সহীহ্] - [এটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন।]**

ব্যাখ্যা:

নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে প্রবেশ এবং খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করতে ('বিসমিল্লাহ' বলতে) আদেশ করেছেন। যখন কেউ নিজ বাড়িতে প্রবেশের সময় এবং খাবার শুরু করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে, তখন শয়তান তার সঙ্গীদেরকে বলে: 'তোমাদের জন্য এ বাড়িতে রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।' এ বাড়িতে

এর মালিক আল্লাহর নাম স্মরণ করে বাড়িটি সুরক্ষিত করেছে। অন্যদিকে যখন সে ব্যক্তি বাড়ি প্রবেশ করার সময় এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম না নেয় , তখন শয়তান তার সঙ্গীদেরকে সংবাদ দিয়ে বলে: 'তারা এ বাড়িতে রাত্রিযাপনের জায়গাও পেলে এবং রাতের খাবারও পেলে।'

হাদীসের শিক্ষা:

১. বাড়িতে প্রবেশের সময় এবং খাবার শুরু করার আগে আল্লাহর নাম স্মরণ করা (বিসমিল্লাহ বলা) মুস্তাহাব। কেননা যে বাড়িতে প্রবেশের সময় এবং যে বাড়িতে খাবার খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম নেওয়া না হয়, সে বাড়িতে শয়তান রাত্রিযাপন করে এবং বাড়ির লোকদের সাথে রাতের খাবার খায়।

২. শয়তান বনী আদমের সকল কাজ পর্যবেক্ষণ করে এবং খবরদারী করে। সুতরাং বনী আদম যখনই আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল হয়ে যায়, তখন শয়তান তার উদ্দেশ্য সাধন করে।

৩. যিকির শয়তানকে বিতাড়িত করে।

৪. প্রত্যেকটি শয়তানের সঙ্গী-সাথি ও অনুসারী আছে, যারা তাদের কথায় সুসংবাদ গ্রহণ করে এবং তাদের আদেশ মান্য করে।

(3037)

সূচীপত্র

ভূমিকা..3
প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর নিশ্চয় প্রতিটি মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে 5
“যে ব্যক্তি আমাদের এ শরী'আতে নাই ,এমন কিছু চালু করলো তা প্রত্যাখ্যাত।” 7
ইসলাম হলো ,তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে ,আল্লাহ ব্যতীত কোনো)প্রকৃত (মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল ,সালাত কায়েম করবে ,যাকাত আদায় করবে ,রমাযানের সাওম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহতে পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ পালন করবে 8
“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। 14
বান্দার উপরে আল্লাহর হক হচ্ছে ,তারা তাঁরই ইবাদাত করবে আর কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শিরক করবে না। আর পক্ষান্তরে আল্লাহর উপরে বান্দার হক হচ্ছে ,যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শিরক করবে না ,তিনি তাকে আযাব দিবেন না।....16
যে কোনো বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দিবে যে ,আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল ,তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দিবেন।” 18
“যে ব্যক্তি বলল :আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা’বূদ নেই এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় তা অস্বীকার করলো ,তার জান ও মাল হারাম হয়ে গেলো। আর তার হিসাব নিকাশ আল্লাহর নিকট।”..20
যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে ,সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে ,সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”..22

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শরীক)ওলী ইত্যাদি (কে ডাকা অবস্থায় মারা যায় ,সে জাহান্নামে যাবে।...23
তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছ। কাজেই তাদের কাছে যখন পৌঁছবে তখন তাদেরকে এ কথার দিকে দাওয়াত দিবে -তারা যেন সাক্ষ্য দেয় ,আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল 24
কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি হবে যে খালেস অন্তর বা মনথেকে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ(لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) 27
"ঈমানের সত্তরটিরও অথবা ষাটটিরও বেশি শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো এ সাক্ষ্য দেয় যে ,'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মাবূদ নেই। 'আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারণ করা।.......................................28
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম :আল্লাহর কাছে কোন গুনাহ সবচেয়ে বড় ?তিনি বললেন :আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করা ; অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।"...30
করে আমি অংশীদারদের চেয়ে অংশীদারিত্ব] শির্ক [থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে ,যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে ,তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারিত্ব] শির্ক [সহ বর্জন করে থাকি 32
"আমার সকল উম্মত জান্নাতে যাবে ,যে অস্বীকার করবে সে ব্যতীত 33
"তোমাদের মধ্যে কেউ) পূর্ণ (মুমিন হতে পারবে না ,যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা ,তার সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে প্রিয়তম হই।" 35
"আমার কথা) অন্যদের নিকট (পৌঁছিয়ে দাও ,তা যদি একটি মাত্র আয়াতও হয়। বনী ইসরাঈল থেকে) ঘটনা (বর্ণনা কর ,তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যে কেউ

ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করল ,সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নেয়।”..37
“সাবধান !অচিরেই এমন ব্যক্তির উদ্ভব হবে যে তার আসনে হেলান দেওয়া অবস্থায় বসে থাকবে এবং তার কাছে আমার থেকে হাদীস পৌঁছালে সে বলবে : আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাবই রয়েছে।................................38
ইয়াহুদী ও নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ ,তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে..40
“হে আল্লাহ !আমার কবরকে পূজনীয় মূর্তি বানিয়ে দিওনা।.............................42
এরা এমন সম্প্রদায় যে ,এদের মধ্যে কোন সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোন সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত।..................44
তোমাদের কেউ আমার খলীল) অন্তরঙ্গ বন্ধু (হওয়া থেকে আমি আল্লাহর কাছে নিষ্কৃতি চাইছি ;কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাকে খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন , যেমনিভাবে খলীলরূপে গ্রহণ করেছিলেন ইবরাহীম' আলাইহিস সালামকে........46
আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাব না ,যে কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন ?তা হচ্ছে“ :কোন) জীবের (প্রতিকৃতি বা মূর্তি দেখলে তা মিটিয়ে দিবে এবং কোন উঁচু কবর দেখলে তা সমান করে দিবে।” 48
“সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়) আমার উম্মাত নয় (যে শুভ -অশুভ নির্ণয় করে অথবা যার জন্য শুভ-অশুভ নির্ণয় করা হয় ,অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য নির্ণয় করে অথবা যার জন্য করা হয় ,অথবা যে ব্যক্তি যাদু করে বা যার জন্য যাদু করা হয়, ...49
তোমরা কি জান যে ,তোমাদের রব কী বলেছেন?” তারা বললেন :আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন“ :আজকে আমার বান্দারা কেউ মুমিন আবার কেউ কাফির হয়ে সকাল করেছে।..51
“যাদু ,তাবীজ ও অবৈধ প্রেম ঘটানোর মন্ত্র শির্ক-এর অন্তর্ভুক্ত।)”১(................53

“যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং) তার কথা সত্য ভেবে (কোন কথা জিজ্ঞেস করে ,তার চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হয় না।” 55
“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করল সে যেন কুফরী করল অথবা শিরক করল।” 56
“আমি তোমাদের ওপর যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে ছোট শির্ক। ” সাহাবীগণ বললেন :হে আল্লাহর রাসূল !ছোট শির্ক কী ?তিনি বলেন :রিয়া) লোক দেখানো(..57
“তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে না।” 58
অতএব যখন কেউ এ পর্যায়ে এসে পৌঁছাবে ,সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং বিষয়টি থেকে বিরত থাকে।”..59
আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং) আমীরের (কথা শোনা ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি ;যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো দাস আমীর হয়।) স্মরণ রাখ (তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে ,সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধর এবং তা মাড়ির দাঁত দিয়ে মজবুত করে ধর।.................61
“যে ব্যক্তি) আমীরের (আনুগত্য থেকে বের হলো এবং জামা’আত থেকে বিচ্ছিন্ন হলো তারপর মারা গেল ,সে জাহিলিয়াতের মরা মরলো..................................63
“যে বান্দাকে আল্লাহু জন সাধারণের) জনতার (দায়িত্বশীল করেছেন ;অথচ সে মারা যাওয়ার সময় তাদের প্রতারণাকারী ,তবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দেন। 65
“অচিরেই এমন কতক শাসকের উদ্ভব ঘটবে ,তোমরা তাদের) কিছু (কাজ পছন্দ করবে এবং) কিছু (কাজ অপছন্দ করবে। যেজন তাদের ভাল কাজ পছন্দ করল সে মুক্তি পেল এবং যেজন তাদের কে) অন্তর থেকে (অপছন্দ করলো সে নিরাপদ

হলো। কিন্তু যেজন তাদের) মন্দ কাজ (পছন্দ করলো এবং অনুরসরণ করলো)সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো(। 66

“হে আল্লাহ ! যে আমার উম্মাতের কর্তৃত্ব লাভকারী যদি তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ করে তুমি তার প্রতি রূঢ় হও ,আর আমার উম্মাতের কর্তৃত্ব লাভকারী যদি তাদের প্রতি নম্র আচরণ করে,তুমি তার প্রতি নম্র ও সদয় হও।” 68

“নসীহত প্রতিষ্ঠাই দীন।” 69

যখন তুমি কাউকে দেখবে সে এমন কিছুর অনুসরণ করছে ,যার মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে ,তাহলে জেনে রাখবে ,তারাই হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন‘ -তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে...72

“তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ দেখতে পাবে ,সে যেন উক্ত অন্যায়কে তার হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি সে তা করতে সক্ষম না হয় ,তবে সে যেন তার জিহ্বা) ভাষা (দ্বারা তা পরিবর্তন করে। যদি সে তাতেও সক্ষম না হয় ,তবে সে যেন তার অন্তর দিয়ে] চেষ্টা করে এবং ঘৃণা করে[। আর এটিই হচ্ছে ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।” 76

যে ব্যক্তি কোন উত্তম বিষয়ে পথ প্রদর্শন করে ,তার জন্য আমলকারীর সমান সাওয়াব রয়েছে...78

“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে ,সে তাদের দলভুক্ত হবে।” 80

“সে সত্ত্বার কসম ,যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ !ইয়াহুদি হোক আর খৃস্টান ,যে ব্যক্তিই আমার এ রিসালাতের খবর শুনেছে ;অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মারা যাবে ,অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।” 81

“দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হ।.........82

“আল্লাহ তা‘আলা সৃষ্টিজগতের তাকদীর আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।...83

আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস বর্ণনা করেছেন আর তিনি হচ্ছেন সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসেবে প্রত্যায়িত“ :নিশ্চয় তোমাদের যে কোন ব্যক্তি তার মায়ের পেটে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত অবস্থান করে.......84
“জান্নাত তোমাদের জুতার ফিতার চেয়েও বেশি নিকটে আর জাহান্নামও অনুরুপ।” 87
“জাহান্নাম প্রবৃত্তি দিয়ে বেষ্টিত। আর জান্নাত বেষ্টিত দুঃখ-ক্লেশ ও অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে।”..88
“যখন আল্লাহ তা‘আলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন ,তখন তিনি জিবরীল ‘আলাইহিস সালামকে জান্নাতে প্রেরণ করে বললেন.......................................89
“তোমাদের কাছে বিদ্যমান আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তরভাগের একভাগ..92
সাক্ষ্য দেব। আপনি বলুন لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ :তথা :আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ নেই , তাহলে আমি আপনার জন্য কিয়ামাতের দিন সাক্ষ্য দেব। 93
“আমার হাউযটি এক মাসের সমান দূরত্ব। এর পানি দুধ অপেক্ষা বেশী সাদা , মেশক অপেক্ষা বেশী সুগন্ধিময়..95
“মৃত্যুকে সাদা-কালো মিশ্রিত একটি ভেড়ার আকৃতিতে উপস্থিত করা হবে.......96
“যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য তাওয়াক্কুল) ভরসা (রাখতে ,তবে তিনি তোমাদেরকে রিজিক দান করতেন ,যেমন পাখিকে তিনি রিযিক দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে) বাসা থেকে (বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে)বাসায় (ফিরে।” 98
হে আমার বান্দারা !আমি আমার নিজ সত্তার উপর জুলুম করা কে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব তোমরা একে অপরের উপর জুলুম-অত্যাচার করো না 100
“আল্লাহ তা’আলা যালিমদের ঢিল দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাকে ধরেন , তখন আর ছাড়েন না।...104

যে ইসলামে ভালো কর্ম করবে ,সে জাহিলী যুগে যা করেছে তার জন্যে তাকে পাকড়াও করা হবে না। আর যে ইসলামে অন্যায় কাজ করবে ,তাকে প্রথম ও শেষের) অপরাধের (জন্যে পাকড়াও করা হবে।” 107
আপনি যা বলেন এবং যেদিকে আহবান করেন ,তা অতি উত্তম। আমাদের যদি অবগত করতেন ,আমরা যা করেছি ,তার কাফ্ফারা কী 108
তুমি তোমার পূর্বের ভালোকাজের সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছ।” 110
ব্যাপারে জুলুম করেন না“নিশ্চয় আল্লাহ কোন মুমিনের ভালোকাজের ব্যাপারে জুলুম করেন না 111
“আমাদের মহান ও বরকতময় রব প্রতি রাতে যখন তার শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। 114
“নিশ্চই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট 115
ওহে বালক ,আমি তোমাকে কিছু কালেমা শিখিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহর) বিধানসমূহের (হিফাযত করবে। তিনি তোমার হিফাযত করবেন ;আল্লাহর হিফাযত করবে ,তাঁকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চাইবে ,যখন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে....................................117
“যে ব্যক্তি অযু করে এবং তা উত্তমরূপে করে ,তার দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ বের হয়ে যায় ,এমন কি তার নখের ভিতর থেকেও) গুনাহ (বের হয়ে যায়।” 121
“যখন তোমরা পায়খানায় আসবে ,তখন তোমরা কিবলামুখী হয়ে বসবে না ,অথবা কিবলার দিকে পিঠ করেও বসবে না ,বরং তোমরা পূর্ব-পশ্চিম দিকে ঘুরে বসবে।” 122
“অযু নষ্ট হলে পুনরায় অযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের কারো সালাত কবুল করবেন না।” 123

উযূ করতেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সালাতের সময় উযূ করতেন..124
ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একবার উযূ করেছেন।.....125
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযূতে দু'বার দু'বার করে ধুয়েছেন।........126
যে ব্যক্তি আমার এই উযূর ন্যায় উযূ করল ,তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করল তাতে সে তার মনে কনো কিছু উদয় করলো না ,আল্লাহ্ তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন..126
إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ 129
এদের' আযাব দেয়া হচ্ছে ;তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তাদের একজন পেশাব হতে সতর্ক থাকত না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত।"..131
"মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়।" 132
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে) সালাতের জন্য (উঠতেন তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।..133
"প্রত্যেক মুসলিমের উচিত সাত দিনে এক দিন গোসল করা। এই দিন সে তার মাথা ও শরীর ধৌত করবে"।..134
"ফিতরাত) ভালো স্বভাব (পাঁচটি :খাতনা করা) ,নাভির নীচে (ক্ষুর ব্যবহার করা , গোঁফ ছোট করা ,নখ কাটা ও বগলের পশম উপড়ে ফেলা।" 135
ও দু'টো থাক ,আমি পবিত্র অবস্থায় ও দু'টি পরেছিলাম।............................136
ওটা শিরার) ধমনী (রক্ত। তবে এরূপ হওয়ার আগে নিয়মিত যতদিন হায়য হতো সে কয়দিন সালাত অবশ্যই ছেড়ে দাও। তারপর গোসল করে নিবে ও সালাত আদায় করবে।"..138

"তোমাদের কেউ যখন তার পেটে কোন কিছু অনুভব করে ,তারপর তার সন্দেহ হয় যে ,পেট থেকে কিছু বের হল কি না। তখন সে মসজিদ থেকে বের হবে না যতক্ষণ না শব্দ শোনে অথবা গন্ধ পায়"।) অর্থাৎ ওযু ভঙ্গের পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত যেন বের না হয়।(..139

"মুওয়াযযিন যখন' আল্লাহু আকবার ,আল্লাহু আকবার 'বলে ,তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তখন তার জবাবে বলেঃ' আল্লাহু আকবার ,আল্লাহু আকবার 140

"তোমরা যখন মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুন ,তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার ওপর দুরূদ পাঠ কর...143

তুমি কি সালাতের আযান শুনতে পাও?" তিনি বললেন ,হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ,"তবে তুমি) জামা'আতে (উপস্থিত হবে।"........145

"পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ,এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ আদায় করা এবং এক রমযান থেকে অপর রমযান পালন করা ,এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে ;যদি সে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে।" 147

"মহান আল্লাহ বলেছেনঃ আমার এবং আমার বান্দার মাঝে সালাতকে অর্ধেক করে ভাগ করেছি। আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়............................148

"আমাদের ও তাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি হচ্ছে সালাত। যে তা পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল।" 151

সালাত ছেড়ে দেয়া"। "বান্দা এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত ছেড়ে দেয়া"।..152

কে শান্তি দাও"। "হে বিলাল !সালাত কায়িম করো। আর তার মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি দাও"।..153

যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ !তোমাদের মধ্য হতে আমার সালাত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সালাতের সাথে অধিক

সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সালাতই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সালাত ছিল।..154
“আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সিজদা করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি।...................156
তোমরা শীঘ্রই তোমাদের রব্ব কে দেখতে পাবে ,যেমনি তোমরা এ চাঁদটিকে দেখতে পাচ্ছো। তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না)ভিড়ে ঠেলাঠেলিও করবেনা(।..157
“যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করলো সে আল্লাহর যিম্মাদারিতে থাকলো.159
যে ব্যক্তি‘ আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার‘ আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।”............160
“যদি কেউ কোনো সালাত ভুলে যায় ,তাহলে যখন তা স্মরণ করবে ,তখনই তা আদায় করবে। এ ছাড়া সালাতের অন্য কোনো কাফফারা নেই.......................161
“মুনাফিকদের ওপর সবচেয়ে কঠিন সালাত হলো এশা ও ফজরের সালাত। তারা যদি তার ফযিলত জানতো তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে উপস্থিত হত.162
নবী সাল্লাল্লাহু‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সাজদার মাঝখানে বলতেন :“হে আমার রব ,তুমি আমাকে ক্ষমা করো। হে আমার রব ,তুমি আমাকে ক্ষমা করো”।...165
নবী সাল্লাল্লাহু‘ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই সিজদার মাঝখানে বলতেন : (اللَّهمَّ اغْفِرْ لي، وارْحَمْني، وعافِني، واهْدِني، وارزقْني) অর্থ :হে আল্লাহ !আমাকে ক্ষমা করুন , আমার প্রতি দয়া করুন ,আমাকে সুস্থতা দান করুন,আমাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন এবং রিজিক দান করুন।...166
“তোমরা যখন সালাত আদায় করবে ,তোমাদের কাতারগুলো ঠিক করে নিবে। অতঃপর তোমাদের কেউ তোমাদের ইমামতি করবে। সে যখন তাকবীর বলবে , তোমরাও তখন তাকবীর বলবে 167
“খাবারের উপস্থিতিতে ও দু’টি খারাপ বস্তু আটকে রেখে কোনো সালাত নেই।” 172

এটা এক) প্রকারের (শয়তান— যার নাম' খিনযিব'। যে সময় তুমি তার উপস্থিতি বুঝতে পারবে তখন) আউয়ুবিল্লাহ পড়ে (তার অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে তিনবার তোমার বাম পাশে থুথু ফেলবে..173

"মানুষের মাঝে সবচেয়ে খারাপ চোর হলো যে তার সালাতে চুরি করে"। তিনি বলেন ,সালাতে কিভাবে চুরি করে ?তিনি বললেন ,"সে তার রুকু ও সাজদাহ পূর্ণ করে না"।..175

"তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে ,তখন সে কি ভয় করে না যে ,আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন ,অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দিবেন।"..176

অর্থাৎ হে আল্লাহ !আপনিই সালাম। আপনার পক্ষ থেকেই শান্তি। আপনি বরকতময় ,হে মহামহিম ও মহা সম্মানিত।..177

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের পরে কথাগুলো বলে আল্লাহর প্রশংসা করতেন।..178

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয সালাতের পর বলতেন.......181

"নবী সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমি দশ রাক'আত সালাত আমার স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি। 183

"যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে ,সে যেন বসার আগে দু'রাকাত সালাত আদায় করে"।...184

"জুমু'আর দিন ইমামের খুতবাহ দেওয়ার সময় যখন তুমি তোমার পাশের মুসল্লীকে বললে ,'চুপ করো ,'তখন তুমি অনর্থক কাজ করলে।"..................185

"দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে ,তাতে সমর্থ না হলে বসে ,যদি তাতেও সক্ষম না হও তাহলে কাত হয়ে শুয়ে।"..186

"মাসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মসজিদে সালাত আদায় করা অন্য মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম"।...187

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে মাসজিদ নির্মাণ করল ,আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ তৈরি করবেন"। 188
দেন। ""সাদাকা করলে সম্পদ কমে যায় না। যে ব্যক্তি ক্ষমা করে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনীত হলে তিনি তার মর্যাদা উঁচুতে তুলে দেন।"..189
"মহান আল্লাহ বলেন ,খরচ কর ,হে ,আদম সন্তান ! আমিও খরচ করবো তোমার প্রতি।" 190
সদাকা। ""যখন ব্যক্তি তার পরিবারের জন্য সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খরচ করে ,তবে তা তার জন্যে সদাকা।" 191
"কোন ব্যক্তি যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় বা তার নিকট পাওনা মাফ করে দেয় ,আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় তাকে ছায়া দিবেন। যে দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।"........192
"আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করেন যে নম্রতার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করে ও পাওনা ফেরত চায়।" 193
পূর্বযুগে কোন এক লোক ছিল ,যে মানুষকে ঋণ প্রদান করত। সে তার কর্মচারীকে বলে দিত ,তুমি যখন কোন অভাবগ্রস্তের কাছে) পাওনা আদায়ের জন্য (যাবে তখন তাকে ছাড় দিবে। হয়ত আল্লাহ তা'আলা এ কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।..194
"কিছু সংখ্যক মানুষ আল্লাহ তা'আলার সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে থাকে। কিয়ামত দিবসে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত।" 195
"যে ব্যক্তি রমযানে ঈমানের সাথে ও সাওয়াব লাভের আশায় সাওম পালন করে , তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।" 196
"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল ক্বদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে ,তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।".197

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করলো এবং অশালীন কথা-কর্ম ও গুনাহ থেকে বিরত রইল ,সে এমনভাবে) নিষ্পাপ অবস্থায় (ফিরে যাবে ,যেন তার মা তাকে ঐদিনে প্রসব করেছে।..198

"এমন কোন দিন নাই যাতে নেক আমল করা আল্লাহর নিকট এ দিনগুলো অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশ দিনের নেক আমল অপেক্ষা অধিক প্রিয় হবে।..............199

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না ; বরং তিনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি।"................200

"সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে.................................202

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? 204

"কবীরা গুনাহ হলো :আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা ,পিতা-মাতার নাফরমানী করা , কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম করা।" 206

"কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে প্রথমেই রক্ত সংক্রান্ত বিচার করা হবে।" 207

"যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ মানুষকে হত্যা করল সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না ,অথচ তার ঘ্রাণ চল্লিশ বছর দূরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে"।..............................208

"যে ব্যক্তি চায় যে ,তার রিযক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক ,সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখে।" 209

"প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী নয় ;বরং আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী সে ব্যক্তি ,যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরও তা বজায় রাখে।" 210

"তোমরা কি জান ,গীবত কী?" তাঁরা বললেন ,আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন) ":গীবত হল (তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা ,যা সে অপছন্দ করে..211

"বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষখোর ও ঘুষ প্রদানকারীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন"।..213

"(তোমরা)ভিত্তিহীন (ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারণ ধারণা করা সবোর্চ্চ মিথ্যা কথা। 214
"চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"..216
হে জনমণ্ডলী !তোমাদের হতে আল্লাহ তা'আলা জাহিলিয়াত যুগের দম্ভ ও অহংকার এবং পূর্বপুরুষের অহংকার বাতিল করেছেন..216
"আল্লাহর নিকট অতিশয় ঘৃণিত মানুষ হচ্ছে অতিরিক্ত ঝগড়াটে ব্যক্তি।" 218
"যখন দু'জন মুসলিম তলোয়ার নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয় ,তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির অবস্থান হবে জাহান্নাম 219
"যে ব্যক্তি আমাদের উপর অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়"।...............220
"তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে।" 221
"কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয় যে সে তার ভাই এর সাথে তিন দিনের বেশি এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে ,দু'জনে সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে আর অপর জন সে দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের মধ্যে যে সর্বপ্রথম সালামের সূচনা করবে ,সেই উত্তম ব্যক্তি।"..222
"যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু) জিহ্বা (এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু)লজ্জাস্থান (এর জামানত আমাকে দিবে ,আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।"..223
"আমি আমার মৃত্যুর পরে মানুষের মাঝে পুরুষদের জন্য নারীদের চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিতনা রেখে যাইনি।"...224
"দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ-শ্যামল এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। অত:পর তিনি দেখবেন তোমরা কিভাবে আমল করো ?সুতরাং তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারীজাতির ব্যাপারে। 225

অভিভাবক ছাড়া কোনো বিয়ে নেই।..226
“শর্তাবলীর মধ্যে যা পূরণ করার অধিক দাবী রাখে তা হল সেই শর্ত যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের হালাল করেছ।”..227
“দুনিয়া ভোগ্যপণ্য এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ হল পুণ্যবতী নারী।” 228
“তোমরা হালকা ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করবে না ,আর তোমরা সোনা বা রোপার পাত্রে পানও করবে না ,এটা দ্বারা নির্মিত থালা-বাসনে কিছু খাবেও না ;কেননা এটা দুনিয়াতে তাদের জন্য আর আমাদের জন্য এটি থাকবে আখিরাতে।” 229
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’ কাযা ’আংশিক চুল কর্তন করা থেকে নিষেধ করেছেন।)১(..230
“তোমরা গোফ কেটে ফেল) অর্থাৎ ঠোটের ওপর থেকে কেটে দাও (এবং দাড়ি ছেড়ে দাও) অর্থাৎ বড় হতে দাও(।”..231
তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে নৈতিকতায় সর্বোত্তম।” 231
“নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে) দিনের (সাওম পালনকারী ও)রাতের (তাহাজ্জুদ সালাত আদায়কারীর সমান মর্যাদা লাভ করতে পারে।” ...232
“মুমিনদের মাঝে ঈমানে সেই পরিপূর্ণ ,তাদের মাঝে যার চরিত্র সুন্দরতম। তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।”...............................233
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু‘ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোন আমল দ্বারা মানুষ বেশি জান্নাতে প্রবেশ করবে ?তিনি বললেন“ :আল্লাহর তাকওয়া ও উত্তম চরিত্রের কারণে..234
“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সকল মানুষের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।” 235
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র আল-কুরআনই।”.........236

“আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক বিষয়ে তোমাদের উপর ইহসান) সুন্দর রূপে আচরণ করা (অত্যাবশ্যক করেছেন।..237
“আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা মহান রহমানের ডান পার্শ্বে নূরের মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান 239
“কেউ অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কেউ অপরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।১ কেউ কাউকে ক্ষতি করলে ,আল্লাহ তার ক্ষতি করেন। আর কেউ কাউকে কষ্টে ফেললে ,আল্লাহ তাকেও কষ্টে পতিত করেন।..240
তুমি রাগ করো না 241
“প্রকৃত বীর সে নয় ,যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয় ;বরং সেই প্রকৃত বাহাদুর , যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম“ 242
লজ্জা ঈমানের অঙ্গ..243
“যখন কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে ভালোবাসে ,তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে ,সে তাকে ভালোবাসে।” 244
“প্রত্যেক সৎ কাজই সাদাকা।”..245
“বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য) খাদ্য জোগাড় (চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদের মতো অথবা রাতে সালাত আদায়কারী ও দিনে সিয়াম পালকারীর মতো।” 246
“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে , অথবা সে যেন চুপ থাকে।...247
“সাধারণ কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ করে দেখো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতের মতো) দেখতে সাধারণ কোনো (বিষয়ই হোক না কেনো।” 248
“সত্যকে ধারণ করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সততা নেক কর্মের দিকে পথপ্রদর্শন করে ,আর নেককর্ম জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে............................249

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না ,মহান আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না।" 251
"রহমান-আল্লাহ দয়াশীলদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা যমীনবাসীদের প্রতি দয়া কর ,যিনি আসমানের উপরে তিনি)আল্লাহ (তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"...252
"এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক পাঁচটি :১ .সালামের জবাব দেয়া ,২ . অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া ,৩ .জানাযায় গিয়ে শরীক হওয়া ,৪ .দা'ওয়াত কবুল করা এবং ৫ .হাঁচিদাতার জবাব দেয়া।"১..253
"আমাকে জিবরীল' আলাইহিস সালাম সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসীয়ত করতে থাকেন। এমনকি ,আমার ধারণা হয় ,শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দিবেন।"...254
"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের উপর আঘাতকে প্রতিহত করে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত দিবসে তার চেহারা থেকে জাহান্নামের আগুন কে প্রতিহত করবেন।" 255
"নম্রতা যে জিনিসেই থাকে ,তাকে তা সুন্দর বানিয়ে দেয় এবং তা যে জিনিস থেকেই বের করে নেওয়া হয় ,তাকে তা অসুন্দর বানিয়ে দেয়।"..................256
"তোমরা সহজ করো ,কঠিন করো না ,লোকদেরকে সুসংবাদ দাও ,দূরে ঠেলে দিও না।" 257
আমরা উমর রাদিয়াল্লাহু' আনহুর কাছে) বসা (ছিলাম। তখন তিনি বললেন : "আমাদের কৃত্রিমতা) লৌকিকতা (থেকে নিষেধ করা হয়েছে।" 258
"যখন তোমাদের কেউ খায় ,তখন সে যেন ডান হাতে খায় আর যখন পান করে সে যেন ডান হাতে পান করে। কারণ ,শয়তান বাম হাতে খায় ও বাম হাতে পান করে"। 259
হে বৎস !বিসমিল্লাহ বলো এবং ডান হাতে আহার কর আর তোমার কাছে থেকে খাও...259

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা ঐ বান্দাহর প্রতি সন্তুষ্ট হন ,যে খাবার খায় ,অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে ,অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে।”..261
“আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দেওয়া রুখসত) শরয়ী বিধানের ছাড় (গ্রহণ পছন্দ করেন , যেভাবে তিনি তাঁর আযীমাত) শরয়ী বিধানের বাধ্যবাধকতা (পালনকে পছন্দ করেন।”..262
“আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ কামনা করেন ,তাকে তিনি দুঃখ-কষ্টে পতিত করেন।” 263
“মুসলিম ব্যক্তির ওপর যে সকল কষ্ট ,রোগ-ব্যাধি ,উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ,দুশ্চিন্তা ,অনিষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয় ,এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয় ,এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ থেকে ক্ষমা করেন।..263
“যখন বান্দা অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে ,তখন তার জন্য তা-ই লেখা হয় ,যা সে স্বগৃহে অবস্থানকালে সুস্থ অবস্থায় আমল করত।”....................................264
“আল্লাহ তা‘আলা যার দ্বারা কল্যাণ চান ,তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। 265
“তোমরা আলিমদের সাথে বড়াই করার জন্য ইলম শিখবে না ,নির্বোধের সাথে বিতর্ক করার জন্যও নয়,..266
“তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।” 267
তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দশটি করে আয়াত পাঠ করতেন , তারপরে তারা পরবর্তী দশটি আয়াত আর গ্রহণ করতেন না ,যতক্ষণ না এ আয়াতগুলোর মধ্যে থাকা ইলম ও আমল সম্পর্কে তারা জানতে পারতেন......268
“যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে তার জন্য এর এর কারণে একটি সাওয়াব আছে। আর সাওয়াবটি তার দশ গুণ বৃদ্ধি পায়।...................269

পাবে ?"তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে ,সে যখন তার পরিবারের কাছে ফিরে যাবে ,তখন সেখানে সে তিনটি বড় হৃষ্টপুষ্ট গর্ভবতী উটনী দেখতে পাবে?..271

"তোমরা কুরআন মুখস্থ রাখার ব্যাপারে অধিক যত্নবান হও । যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আমি সে মহান সত্তার শপথ করে বলছি ,কুরআনের মুখস্থ সূরাহ বা আয়াতসমূহ মানুষের মন থেকে বাঁধা উটের চেয়েও অধিক পলায়নপর।" 272

" তোমাদের ঘরসমূহকে তোমরা কবর বানাবে না।)১ (নিশ্চয় যে ঘরে সূরাহ বাক্কারাহ পাঠ করা হয় শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়।" 273

হে আবুল মুনযির !তুমি কি জান ,তোমার সাথে থাকা আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ?তখন আমি বললাম اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ :] الْقَيُّومُআল-বাকারা:২৫৫[। এ কথা শুনে তিনি আমার বুকের উপর হাত মেরে বললেন :হে আবুল মুনযির !তোমার ইলমকে স্বাগত।"..................................274

"যে ব্যক্তি কোন রাতে সূরাহ বাকারার শেষ দু'টি আয়াত পাঠ করে ,সে দুটিই তার জন্য যথেষ্ট।" 275

"দু'আই হল ইবাদত...276

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু' আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকির করতেন।" 278

"আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আর চেয়ে অধিক সম্মানিত কোনো বস্তু নেই।" ..278

"তোমাদের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে ঈমান পুরাতন হতে থাকে ,যেভাবে কাপড় পুরাতন হতে থাকে ,সুতরাং আল্লাহর কাছে তোমরা দু'আ করতে থাক ,যেন তিনি তোমাদের অন্তরে ঈমানকে নবায়ন করে দেন।"...279

"বান্দা সিজদা অবস্থায় স্বীয় রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। সুতরাং) সিজদায় (তোমরা অধিক দু'আ করো।"...280

নবী সাল্লাল্লাহু’ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন রাতে যখন বিছানায় যেতেন ,তখন তিনি তার দু হাতের তালু একত্রিত করে সূরা ইখলাস ,{قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} সূরা ফালাক {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ও সূরা নাস{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} 281

“আল্লাহর কাছে অধিকতর প্রিয় বাক্য চারটি) سُبْحَانَ اللَّهِ :আল্লাহ নিষ্কলুষ পবিত্র ,( ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِযাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর) وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ (এক আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই (এবং) اللَّهُ أَكْبَرُ আল্লাহ সর্বমহান()। এগুলোর যে কোনটি দিয়ে তুমি শুরু কর ,তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই।” 282

যে ব্যক্তি বলবে (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ : “ (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ নেই ,তিনি একক ,তাঁর কোনো শরীক নেই ,তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ,তারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনি সকল বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। ”দশবার...283

“দুটি কালেমা জিহ্বার উপর) উচ্চারণে (খুবই হালকা ,মীযানের পাল্লায় অত্যন্ত ভারী ,রাহমান) পরম দয়ালু আল্লাহ (এর কাছে খুবই প্রিয়.............................285

“যে ব্যক্তি প্রতিদিন একশত বার‘ (سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ) সুবাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি ’বলবে তার গুনাহরাশি মাফ করে দেওয়া হবে ;যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।” 286

“পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।‘ ”الحمد لله“ আলহামদু লিল্লা ‘ মিযান-দাঁড়িপাল্লা পরিপূর্ণ করে দেয় এবং‘ ”سبحان الله والحمد لله“ সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহ ’ কালেমা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেয়।................287

আমার এ কথাগুলো (سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ) অর্থাৎ ‘আল্লাহ সব দোষ থেকে পবিত্র ,সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবূদ নেই ,আল্লাহ সবচেয়ে বড় ’বলা বেশি প্রিয় সে সব কিছু থেকে ,যার উপর সূর্য উদিত হয়।”...289

“সর্বোত্তম যিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) আর সর্বোত্তম দু‘আ হলো আলহামদু লিল্লাহ(الْحَمْدُ لِلهِ) ।” 291

"যে ব্যক্তি কোন স্থানে নেমে এই দো'আ পড়বে (أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) , অর্থাৎ আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের অসীলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আমি আশ্রয় চাচ্ছি,তাহলে সে স্থান থেকে অন্যত্র রওনা হওয়া পর্যন্ত কোন জিনিস তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" 291

"তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে বলবে (اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) , অর্থাৎ -হে আল্লাহ !তুমি তোমার অনুগ্রহের দরজা আমার জন্য খুলে দাও। (যখন হবে ,তখন বলবে) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ -অর্থাৎ -আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থনা করছি"(।..293

নেই। "মানুষ যখন নিজ বাড়িতে প্রবেশ করার সময় এবং খাবার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে') বিসমিল্লাহ 'বলে ,(তখন শয়তান) তার সঙ্গীদেরকে (বলে : 'তোমাদের জন্য রাত্রিযাপনের স্থানও নেই এবং রাতের খাবারও নেই।..........294

নবীর হাদীস হল ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾

(আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরিত হয়) [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩-৪]

হাদীস বিশ্বকোষের এই নির্বাচিত অংশটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- ব্যাপক অর্থবোধক হাদীসসমূহের একটি বিশেষ অংশ; যা প্রতিটি মুসলিমের দ্বীন ও দুনিয়াবী বিষয়ে একান্ত প্রয়োজন। তার সাথে রয়েছে হাদীসের অর্থ,সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য এবং কিছু ফায়েদার বর্ণনা। আর এটি বিশ্বের সব জীবন্ত ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে; যেন এর বিষয়বস্তুর উপকারিতা ব্যাপকতা লাভ করে এবং মানব জাতির নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত তাদের নিজ নিজ ভাষায় প্রচার লাভ করে।

9 786038 474358

موسوعة الأحاديث النبوية
HadeethEnc.com